সাহিত্যপ্রকাশিকা

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী

সাহিত্যপ্রকাশিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল
সম্পাদিত

বিদ্যাভবন। বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩, ডিসেম্বর ১৯৫৬

মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন বসু
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

সাহিত্যপ্রকাশিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

বিশ্বভারতী গবেষণাগ্রন্থমালা

প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত

সাহিত্যপ্রকাশিকা। প্রথম খণ্ড		দশ টাকা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী

প্রাচীন ভারতে নারী	দুই টাকা
জাতিভেদ	পাঁচ টাকা

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী

মহাভারতের সমাজ	দশ টাকা
মীমাংসাদর্শন	এক টাকা
মিতাক্ষরা : দায়বিভাগ	তিন টাকা
তন্ত্র-পরিচয়	দুই টাকা
জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরঃ	সাড়ে পাঁচ টাকা

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার	আড়াই টাকা
মৈত্রী সাধনা	আট আনা

শ্রীঅমিয়কুমার সেন

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ	তিন টাকা

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

সাহিত্যপ্রকাশিকা।	তৃতীয় খণ্ড	(যন্ত্রস্থ)
পুঁথি-পরিচয়।	প্রথম খণ্ড	দশ টাকা
"	দ্বিতীয় খণ্ড	(যন্ত্রস্থ)
চিঠিপত্রে সমাজচিত্র।	দ্বিতীয় খণ্ড	পনের টাকা
"	প্রথম খণ্ড	(যন্ত্রস্থ)
গোর্খ-বিজয়		পাঁচ টাকা

॥ পুষ্প পাইয়া ভ্রমর মধুভোলা
মৎস্য নাঞী চেনে বক জল কৈল ঘোলা ॥

॥ মুখবন্ধ ॥

বিশ্বভারতী স্থির করিয়াছেন, 'সাহিত্যপ্রকাশিকা'-গ্রন্থমালায় বিশ্বভারতীর সংগৃহীত অপ্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি সম্পাদিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে। বিশ্বভারতীর সংগ্রহে বর্তমানে যে ছয় হাজার বাঙ্গালা পুঁথি আছে তন্মধ্যে পূর্বে অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত পুঁথির সংখ্যা অনেক। অনালোচিতপূর্ব এই পুঁথিগুলি লইয়া এখানে কাজ করিবার বিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাঙ্গালা বিভাগের প্রথম ছাত্রদের অন্যতম। তিনি এই গ্রন্থখানির সম্পাদনা করিয়া স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করিয়াছেন। 'সাহিত্যপ্রকাশিকার' দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহার সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী' পুঁথি প্রকাশিত হইল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের রসগ্রন্থ-শাখায় শ্রীরূপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বিশিষ্ট সংস্কৃত প্রমাণগ্রন্থ। ইহার রচনাকাল ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ। বৈষ্ণব পদকর্তা রসময়দাস সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই গ্রন্থের ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন (ভূমিকা পৃ ৬-৮)। বিভিন্ন নামে এই অনূদিত গ্রন্থের পুঁথি উত্তরবঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রিত এই গ্রন্থখানি সেই সকল পুঁথিরই সম্পাদিত রূপ ; ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী (ঐ পৃ ২-৩)। বৈষ্ণব পদকর্তা রসময়দাসের নাম অনেকেই জানেন ; কিন্তু তাঁহার এই গ্রন্থের বিষয় অধুনা প্রায় সকলে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাহা হইলেও, এক সময়ে বইখানির যে সুদূরব্যাপী সমাদর ছিল—অন্ততঃ উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পুঁথি-সম্পাদন, বিন্যাসপ্রণালী ও ইহার সাহিত্যিক উৎকর্ষাদির সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ভূমিকায় (পৃ ১, ২, ৩৬, ৪৩, ৫৬, ৬৭) করা হইয়াছে।

প্রাচীনকালের একজন বিদগ্ধ কবির এই 'গ্রন্থরস-কথা' বর্তমানকালের বিদগ্ধ-সমাজের মনোরোচক হইলেই প্রয়াস সফল বোধ করিব।

বিদ্যাভবন, শান্তিনিকেতন
২২ শ্রাবণ ১৩৬৩

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

রসময়দাসের

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী

প্রাচীন পুঁথি-অবলম্বনে তুলনামূলক বিচার ও বিস্তৃত ভূমিকার সহিত

শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ
সম্পাদিত

বিষয়সূচী

। সংকেত ।

উ. নী = উজ্জ্বলনীলমণিঃ

উ. নী. স্থা = উজ্জ্বলনীলমণিঃ, স্থায়িভাবঃ

কূর্ম = কূর্মপুরাণম্

গী = গীতা

গী. ভা = গীতগোবিন্দ-ভাষা

চৈ. চ = চৈতন্যচরিতামৃত

নৃ = নৃসিংহপুরাণম্

প = পঞ্চরাত্রম্

প. ক = পদকল্পতরু, পঞ্চম খণ্ড

পদ্ম = পদ্মপুরাণম্

পুঁ. প = পুঁথি-পরিচয়, প্রথম খণ্ড

পো. চৈ. স. কা = পোষ্ট্ চৈতন্য সহজিয়া কাল্ট্

প্র = প্রবাসী

ব. সা. প. সং = বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ

ব. সা. স = বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

বা. বৈ. ধ = বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম

বা. সা. ই = বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

বি. পু = বিষ্ণুপুরাণম্

বি. ভা. পুঁ = বিশ্বভারতী-পুঁথি

ভ. র. সি = ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

ভ. র. সি, দ = ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, দক্ষিণবিভাগঃ

ভ. র. সি, প. বি = ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, পশ্চিমবিভাগঃ

ভা = ভাগবতম্

ভা. উ. স = ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়

র = রসকদম্ব

শ্রী. প্রে = শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

শ্রী. ভ = শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী

হি. ব্র. লি = হিষ্ট্রি অব্ ব্রজবুলি লিটেরেচার

ভূমিকা

॥ পুঁথি ॥

এই গ্রন্থসম্পাদনে মূলতঃ দুইখানি পুঁথি ব্যবহার করা হইয়াছে। তৃতীয় একখানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেলেও তাহা আমরা ব্যবহার করিতে পারি নাই। প্রথম পুঁথিখানির নাম 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী'; ইহা বিশ্বভারতীর সংগৃহীত পুঁথি-সংখ্যায় ৫৯। লিপিকাল সন ১১৭২ সাল[১], তারিখ ২৬ ভাদ্র, রোজ রবিবার, লিপিকর গোলাম ঘোষ, সাকিম সামাঞ্রী-দহ[২]। পাঠক ভাগবত ভূই, সাকিম সামাঞ্রীদহ। পুঁথিখানি অখণ্ডিত, পত্রসংখ্যা ১৮, আকার ১৪"×৫", দোভাঁজ তুলোট কাগজে শরের কলমে কালো কালি দিয়া লিখিত, প্রতি পৃষ্ঠায় ছত্র-সংখ্যা ১০, মোট শ্লোকসংখ্যা ৬৪৫, অপ্রকাশিত[৩]। এই পুঁথিখানির আদর্শে অপর দুইখানির পাঠ মিলাইয়া লওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় পুঁথিখানির নাম 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পয়ার' অথবা 'শ্রীপ্রেমানন্দলহরী পয়ার গ্রন্থ'; ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি-সংখ্যায় ৫০৫৬, লিপিকাল ও লিপিকরের নাম অজ্ঞাত, অখণ্ডিত, পত্রসংখ্যা ১৪, আকার ১৩½"×৪½", তুলোট কাগজে শরের কলমে কালো কালি দিয়া লিখিত। প্রথম হইতে 'ভাবভক্তি লহরী'-পর্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ ছত্র এবং অবশিষ্ট অংশ প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ ছত্র করিয়া লিখিত। বিশ্বভারতীর পুঁথির নামের সহিত মিল না থাকিলেও উভয়ের বিষয় একই।

তৃতীয় পুঁথিখানির নাম 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লিকা'। হরগোপাল দাস-কুণ্ডু মহাশয় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার' ত্রয়োদশ খণ্ডে[৪] (১৩১৩ বঙ্গাব্দে) রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত রসময়দাসের এই গ্রন্থখানির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার পুঁথিখানি ১১৮২ সালে অনুলিখিত। দাস-কুণ্ডু মহাশয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় আলোচ্য পুঁথিখানির আরম্ভ ও শেষের যে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার সহিত বিশ্বভারতীর এই পুঁথির মিল নাই। পাদটীকায় 'অ' সঙ্কেতের পুঁথির পাঠান্তরেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। পুঁথিখানি[৫] এখন দুষ্প্রাপ্য

---

১ খৃ ১৭৬৫-৬৬

২ শান্তিনিকেতনের সন্নিহিত গ্রাম

৩ পুঁ. প, ১ম খণ্ড, পৃ ৪০-৪২

৪ পৃ ১৬৯

৫ পুষ্পিকা: যথা দৃষ্টং ইত্যাদি—শ্রীখোসালচন্দ্র দাস, সাং মরিচা, সেরপুর। সন ১১৮২, রঙ্গপুর। তারিখ ২৮ শ্রাবণ।

মুদ্রিত মূল গ্রন্থে বিশ্বভারতীর পুঁথির পাঠেরই অনুসরণ করা হইয়াছে। এই আদর্শ-পুঁথির পাদটীকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি হইতে সমুদয় পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে। রঙ্গপুর-সাহিত্যপরিষদের পুঁথিখানির যে কয়েক ছত্র হরগোপাল দাস-কুণ্ডু মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেও 'অ' সঙ্কেতে পাঠান্তর দেওয়া হইল ; ফলতঃ, রসময়দাসের অজ্ঞাতপূর্ব এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত যাবতীয় জ্ঞাত সূত্র হইতে পাঠ ও পাঠান্তর মিলাইয়া গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়া উপস্থাপিত করা হইল।

আদর্শ-পুঁথিখানি চারিটি লহরীতে বিভক্ত। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ লহরীর বিষয় যথাক্রমে সামান্যভক্তি সাধনভক্তি ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ; কিন্তু প্রথম লহরীর কোনও বিশেষ নামকরণ হয় নাই, কেবল 'প্রথম লহরী' বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে। পরবর্তী বিভাগ দুইটি 'সাধনলহরী' ও 'ভাবলহরী' নামে আখ্যাত হইয়াছে। পুঁথির শেষ লহরীতে প্রেমভক্তি আলোচিত হইয়াছে ; কিন্তু প্রেমভক্তিরস বিশ্লেষণ করার পর এই অংশ 'প্রেমলহরী' নামে উল্লিখিত হয় নাই ; এই অংশেই পুঁথিখানির পরিসমাপ্তি। বিবিধ ভক্তির আলোচনা গ্রন্থের উপজীব্য বলিয়াই বোধ হয় ইহা 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী' নামে অভিহিত হইয়াছে।

বিশ্বভারতীর পুঁথির ন্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিটিও চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত,— বন্দনাভক্তিলহরী সাধনভক্তিলহরী ভাবভক্তিলহরী ও প্রেমানন্দলহরী। রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত পুঁথিখানি এখন আমাদের আয়ত্তের বাহিরে ; সুতরাং উহার বিন্যাসপ্রণালী কিরূপ তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে না পারিলেও, অনুমান করা যায় যে, তাহার বিন্যাসপদ্ধতিতে এই উভয় পুঁথির আদর্শই অনুসৃত হইয়াছিল।

আদর্শ-পুঁথির প্রথম লহরীতে ১ ৩ ৪ ৫ ৬, এই কয়টি শ্লোকসংখ্যা লিখিত আছে, অন্যত্র আর এরূপ শ্লোকসংখ্যা দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় সংখ্যক শ্লোক লিপিকরের প্রমাদবশতঃ লিখিত হয় নাই। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' হইতে উক্ত শ্লোকগুলির অনুবাদ করা হইয়াছে ; এই হেতু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর' শ্লোকের সংখ্যা অনুসারে উক্ত সংখ্যাগুলি দেওয়া আছে।

॥ গ্রন্থনাম ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিখানির আরম্ভ হইয়াছে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পয়ার' এবং শেষ হইয়াছে 'শ্রীপ্রেমানন্দলহরী পয়ার গ্রন্থ' নামে ; ইহাতে মনে হয়, পুঁথিখানির নাম 'শ্রীপ্রেমানন্দলহরী পয়ার গ্রন্থ' বা 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পয়ার' দুইই হইতে পারে। রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত পুঁথিখানির নাম 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লিকা' এবং বিশ্বভারতীর পুঁথির নাম 'শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিবল্লী'।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিখানি চারিটি অংশে বিভক্ত, পূর্বে বলা হইয়াছে। পুঁথির শেষ অংশের বিষয় প্রেমভক্তি; সুতরাং এই অংশের বক্তব্য অনুসারে ইহার 'শ্রীপ্রেমানন্দলহরী পয়ার গ্রন্থ' নাম হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ নামকরণে অব্যাপ্তিদোষ ঘটে, কারণ অপর তিন অংশের বক্তব্য বিষয়,— 'বন্দনাভক্তি' 'সাধনভক্তি' ও 'ভাবভক্তি' ইহাতে অসংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিখানি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর' আক্ষরিক অনুবাদ নহে, ভাবানুবাদ মাত্র। বিশ্বভারতীর 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী' পুঁথিখানিও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর' ভাবানুবাদ। অধিকন্তু, 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-অবলম্বনে রসময়দাস গ্রন্থ দুইখানিকে পয়ার ছন্দে ভাষান্তরিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ত্রিপদী ছন্দঃ নাই, সুতরাং ইহার 'পয়ার' নাম হইতে পারে। পয়ার অর্থে চার পদের কবিতা। ইহা ত্রিপদীর বিশেষক। এই দিক হইতেও এই নামটির সার্থকতা আছে। 'শ্রীপ্রেমানন্দলহরী পয়ার' বা 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পয়ার' নামকরণে লিপিকরের হাত আছে কি না বলা যায় না। আমাদের অনুমান, দুইটির কোনটিই গ্রন্থের নাম নহে।

রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত পুঁথিখানির নাম 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লিকা' এবং বিশ্বভারতীর পুঁথিখানির নামও 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী'। এই উভয় পুঁথির নামে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কৃষ্ণভক্তিই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। সামান্যভক্তি ভাবভক্তি সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি ইহার বিভিন্ন বিভাগ। কেবল অংশমাত্র-অবলম্বনে গ্রন্থের নামকরণ হইলে অপর অংশগুলি অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে,— পূর্বেই বলিয়াছি; সুতরাং 'প্রেমানন্দলহরী পয়ার' নামে স্বতঃই পাঠকের মনে হইবে, গ্রন্থখানির বক্তব্য বিষয় কেবলমাত্র প্রেমভক্তি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অপর পক্ষে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ছাড়া অপর দুইখানি পুঁথির নাম প্রায় একরূপ; তন্মধ্যে বিশ্বভারতীর পুঁথিখানির নাম অধিকতর মাধুর্যব্যঞ্জক ও মর্মার্থদ্যোতক। শ্লিষ্ট 'বল্লী' শব্দে এই উভয় অর্থই সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়। 'বল্লী' শব্দের কোষার্থ লতা, গৌণার্থে লতার ন্যায় প্রতানিনী ভক্তি। সামান্য সাধন ভাব ও প্রেম, এই ক্রমে প্রতানিত বল্লী হইতেছে ভক্তি। এই হেতু আলোচ্য গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীই' অভিধার্থে অন্বর্থ নাম বলিয়া মনে করি।

বল্লী অর্থাৎ লতা বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বর্ধিত হয়, সেইরূপ 'ভক্তি' কৃষ্ণরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করায় কৃষ্ণভক্তিকে 'বল্লী' বলা হইয়াছে। লতার মধ্যে কোমল ভাব বিদ্যমান, ভক্তির মধ্যেও তাই। লতায় স্ত্রীভাব সূচিত হয়, তেমনই ভক্তিতেও স্ত্রীত্ব অর্থের দ্যোতনা করে। মধুর ভাবের সাধনায় রাধিকা কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়াছিলেন; সেই অর্থে 'বল্লী' শব্দ সর্ববিষয়ে যথাযোগ্যভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, মনে হয়। লতা যেমন শাখা-প্রশাখায় বিস্তার-লাভ করে, কৃষ্ণভক্তিও তেমনই বিভিন্ন আশ্রয় অবলম্বনে অভিব্যক্ত হয়। কবি রসময়দাস তাঁহার এই নিবন্ধগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণভক্তির ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন; এইহেতু আলোচ্য গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী' সার্থক।

॥ নিবন্ধকার ও নিবন্ধের সময়নিরূপণ ॥

রসময়দাস সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে তাঁহার ভনিতাযুক্ত তিনটি পদ[১] উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কবির কোনও পরিচয় জানা যায় নাই। তিনি 'সখী-ভেকী' সম্প্রদায়ের পদকর্তা ছিলেন বলিয়া সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন। পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত 'তোমাতে আমাতে যেমন পিরিতি' ইত্যাদি ৭৫৭ সংখ্যক পদ রসময়ী দাসীর রচিত। অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় রসময়ী দাসীর ভনিতাযুক্ত এই পদটি রসময়দাসের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত[২] করিয়াছেন। এই 'রসময়ী' নামটি 'সখী-ভেকী' মতানুসারে হইতে পারে; রসময়দাস গোপীভাবের অভিমানে আপনাকে 'রসময়ী দাসী' নামে পরিচিত করিতে পারেন। চৈতন্যদেবের পরে 'সখীভাবক'[৩] নামে এক বৈষ্ণবসম্প্রদায় ছিল। এই সম্প্রদায় 'সখী-ভেকী' সম্প্রদায়েরই নামান্তর মনে করি। ইহারা সখীবিশেষকে আদিগুরু বলিয়া আপনাকে ও নিজ গুরুপরম্পরার অন্তর্গত শিষ্যবর্গকে এক একজন সখী মনে করিতেন। এইরূপে গুরুশিষ্য উভয়েই সখী এবং শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের প্রিয় পতি মনে করিয়া ইহারা তাঁহার ভজনা করিতেন। স্ত্রীজাতির বেশভূষা ধারণ, স্ত্রীনাম গ্রহণ ও স্ত্রীবৎ আচরণ এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণের বহু সখীর মধ্যে চৌদ্দ জন সখীকে ইহারা বিশেষভাবে মানেন। আট জন প্রধান সখী ও ছয় জন নর্ম ('নম্র' নহে) সখী। রসময়দাস নর্মসখীগণের উল্লেখপূর্বক বলিয়াছেন, গুরুর আজ্ঞায় তিনি তাঁহাদের 'অনুচরী'-রূপে শ্রীকৃষ্ণভজনা করিবেন। ইহাতে মনে হয়, পদকল্পতরুর ৭৫৭ সংখ্যক পদের রচয়িত্রী রসময়ী দাসী প্রকৃতপক্ষে রসময়দাসই।

'রসময়দাস'-ভনিতার যে তিনটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে পদকর্তার পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার তিনটি বাঙ্গালা পদ মাথুর-বিরহের। উহাতে শ্রীরাধার ব্যাকুলতা ও প্রেমোচ্ছ্বাস পরিস্ফুট। 'বাহুড়িয়া আইস বন্ধু পরাণ পুতলি' এই প্রারম্ভ-পঙ্‌ক্তির পদটি (সংখ্যা ১৮৬৫) এই বিষয়ে বিশেষ বিচার্য।

সখীভাবের অভিমান সত্ত্বেও সাধারণতঃ কোন বৈষ্ণব কবি স্ত্রীরূপে নিজের ভনিতা দেন নাই। তবে 'সখী-ভেকী' সম্প্রদায়ের যে ভক্ত বাহেও স্ত্রীলোকের বেশভূষা ধারণ করেন তাঁহার পক্ষে এইরূপ ছদ্ম-ভনিতা অসম্ভব মনে হয় না।

অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার কোনও গ্রন্থে রসময়দাসের ধর্মমত সম্বন্ধে সতীশ-বাবুর মত খণ্ডন করেন নাই এবং রসময়দাস কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত তাহার উল্লেখ করেন নাই।

---

১ সংখ্যা ১৭০০, ১৮৬৪, ১৮৬৫। আলোচনার জন্য দ্রঃ প. ক, ৫ম খণ্ড, পৃ ১৯৭-৯৮

২ হি. ব্র. লি, পৃ ৪৩২

৩ ভা.উ. স, ১ম ভাগ, পৃ ২২৭-৩১

সতীশবাবু পদকর্তা রসময়দাসকে 'সখী-ভেকী' সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন ; অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় সতীশবাবুর এই মত সমর্থন করেন। কোন কোনও বৈষ্ণব পণ্ডিত সম্প্রতি অনুমান করেন, রসময়দাস 'সখী-ভেকী' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তাঁহারা বলেন,—নরোত্তমদাস তাঁহার 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থে রসময়দাসের 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে' রচিত সখীভাবের পদগুলির অনুরূপ পদ লিখিলেও, নরোত্তমদাস 'সখী-ভেকী' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায় না[1]। সুতরাং রসময়দাস 'সখী-ভেকী' সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারেন, সতীশবাবু প্রভৃতির এই মত সমর্থনে কেবল এই প্রমাণের উপর নির্ভর করা চলে না।

বর্তমান গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যাবলী-অনুসারে আমাদের মনে হয়, রসময়দাস 'সখী-ভেকী' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী' হইতে কয়েকটি ছত্র এই অনুমান-সমর্থনে উদ্ধৃত হইল,—

[2]প্রিয় নর্মসখীগণ সেবাপরায়ণী তার মধ্যে আপনি হইব একজনী।
বহু যত্ন করি কৃষ্ণসেবা মাগি নিব সময়-উচিত সেবা যতনে করিব।

[2]রাগানুগা ভজনকথন-অধিকারী তাঁর স্থানে যুগ্মমন্ত্র নিব যত্ন করি।

[2]আর এক কথা কহি ভজনের সার কুঞ্জে সেবা পাইতে পরম অধিকার।
প্রিয় নর্মসখী কুঞ্জসেবা-অধিকারী গুরু-আজ্ঞায় তা সভার হব অনুচরী।

অতয়েব শ্রীরূপ-অনুগা হৈতে চাই।

নহিলে কিরূপে আনুগত্যসিদ্ধ হৈব কুঞ্জসেবা-পরিপাটী কেমতে জানিব।

শ্রীরূপমঞ্জরী আর শ্রীরতিমঞ্জরী শ্রীগুণমঞ্জরী আর লবঙ্গমঞ্জরী।
শ্রীরসমঞ্জরী আদি রসের আকর কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণসেবা করে নিরন্তর।
কুঞ্জসেবা যত ইহা সভার গোচর ইহা সভার আজ্ঞা বিনে সেবন দুষ্কর।
ইহা সভার অনুগত আজ্ঞাকারী হৈব সদা রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিব।
তবে ভাবসিদ্ধ হঞা জন্মিব গোকুলে রাধাকৃষ্ণ-সেবন করিব কুতূহলে।

---

১ গো. চৈ. স. কা, পৃ ২৮৬-৮৭ ; প. ক, ৫ম খণ্ড, পৃ ১৩৮-৪৩

২ পৃ, ১৮, ১৭, ২২

সখীগণ-সঙ্কেত থাকিব নিরবধি বাহ্য ভরি সিদ্ধ হৈব ভাবের অবধি।
রাগানুগা ভজনে মিলিব কুঞ্জসেবা দেখিব দোঁহার রূপ ভরি রাত্রি দিবা।

রসময়দাসের রচনায় 'সখী-ভেকী' মতের অনুকূলে যে সকল পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল তাহার বিচারণায় সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তিনি 'সখী-ভেকী' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। নরোত্তমদাসের যে সকল পঙ্‌ক্তি 'সখী-ভেকী' মতানুস্যূত তাহার বিচারে তিনি 'সখী-ভেকী' মতাবলম্বী ছিলেন না, ইহা নিঃসংশয়ে বলা না গেলেও একেবারে নস্যাৎ করা যায় না। সুতরাং আপাততঃ, সতীশবাবু ও অধ্যাপক সেন মহাশয়কে যখন আমাদের মতের সমর্থনে পাইতেছি তখন বলবৎ বিরোধী প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত রসময়দাসকে 'সখী-ভেকী' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত মনে করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

গ্রন্থের নাম নির্বাচনেও গ্রন্থকার তাঁহার সাধনমার্গের পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়; 'সিন্ধু' 'অর্ণব' 'অমৃত' 'কদম্ব' ইত্যাদি শব্দ গ্রন্থনামে না দিয়া, 'বল্লী' নির্বাচনে গ্রন্থকারের সখীভাবের কোমলতাই যেন পরিস্ফুট হইয়াছে।

নিবন্ধকার তাঁহার এই গ্রন্থে গীতা ভাগবত পদ্মপুরাণ পঞ্চরাত্র কূর্মপুরাণ নৃসিংহপুরাণ শ্রীজীবগোস্বামীর দুর্গমসঙ্গমনী টীকা তন্ত্র স্মৃতিশাস্ত্র উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, এই প্রমাণগ্রন্থগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ বা চৈতন্য-চরিতামৃতের উল্লেখ করেন নাই; অথচ রসময়দাসের বর্তমান গ্রন্থে চৈতন্যচরিতামৃতের অবিকল ছত্রের যোজনা দেখা যায়[১]। ইহাতে স্বতঃই অনুমান হয়, রসময়দাস কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরবর্তী। চৈতন্যচরিতামৃত ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ পাদে রচিত হইয়াছিল[২]। অতএব রসময়দাসের আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতকের শেষ পাদের মধ্যে হইতে পারে এবং তাঁহার নিবন্ধগ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী' সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত হইয়াছিল অনুমান করা যায়।

রূপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে রচিত। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী[৩] (খৃ ১৫১১-৯৬) ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'দুর্গমসঙ্গমনী টীকা' রচনা করিয়াছিলেন।

---

১ নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়
শ্রবণাদি(-দ্যে) শুদ্ধ চিত্তে করয়ে(-রেন) উদয়। চৈ. চ, ২।২২, শ্রী. ভ, পৃ ৯
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার। চৈ. চ, ২।২২; শ্রী. ভ, পৃ ১০

২ বা. সা. ই, পৃ ২৫৩। চৈ. চয়ের রচনাকালজ্ঞাপক নবাবিষ্কৃত আলোচ্য শকাঙ্ক—'সাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে, সূর্যাহ্ন সিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোয়ং সম্পূর্ণতাং গতঃ। পুঁ. প, ১ম খণ্ড, পৃ ২০৯

৩ হি. ব্র. লি, পৃ ৩৮৪ ৮৬

ইহা ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে রচিত বলিয়া অনুমান করা যায়। শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে দুর্গমসঙ্গমনী টীকার উল্লেখ থাকায়, ইহা নিশ্চিত যে, রসময়দাসের শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী ইহার পরবর্তী রচনা।

রসময়দাস তাঁহার নিবন্ধগ্রন্থে যে সমস্ত বৈষ্ণব মহাজনের বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং রসময়দাস নিশ্চয়ই ইহাদের পরবর্তী এবং 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর' রচনাকাল সপ্তদশ শতক।

রসময়দাস গীতগোবিন্দের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার অনুবাদকগণের মধ্যে আরও তিন জনের নাম পাওয়া যায়,—গিরিধরদাস রঘুনাথদাস ও দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণ। অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে, এই অনুবাদকগণের মধ্যে গিরিধরদাস প্রাচীনতম। গিরিধরদাসের (যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের অজ্ঞাত[১] নূতন কবির) লিখিত শকাব্দ ('গজ ইষু রস সোমে') কষিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় ও অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়[২] ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ পাইয়াছেন। রঘুনাথদাস ও দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণ গিরিধরদাসের (অর্থাৎ ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দের) পরবর্তীকালের লোক হইতে পারেন। কিন্তু রসময়দাস সম্পর্কে ইহা মানিতে বাধা আছে। আমরা রসময়দাসের সময়নিরূপণ সম্পর্কে এ যাবৎ যে সমস্ত প্রমাণের অবতারণা করিয়াছি তাহাতে রসময়দাসকে এত অর্বাচীন কালের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ বা তৎপরবর্তী কালের কবি বলা যায় না। গিরিধরদাসের রচনাকাল ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ ইহা অভ্রান্তভাবে প্রমাণ হওয়ায়, রসময়দাস যে গীতগোবিন্দ-অনুবাদকগণের মধ্যে প্রাচীনতম ব্যক্তি সে সম্পর্কে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত রূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণের সংস্কৃত প্রমাণগ্রন্থের এবং সংস্কৃতে রচিত অপর বৈষ্ণব গ্রন্থের ব্যাপকভাবে অনুবাদ হইয়াছিল[৩]। রূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লিকা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পয়ার ইত্যাদি এই সময়ের মধ্যেই রচিত হইয়াছিল মনে হয় এবং সংস্কৃত প্রমাণগ্রন্থসমূহের ভাষায় অনুসৃত ও অনূদিত গ্রন্থসমূহের দেশব্যাপী সমাদর ছিল ইহা পুঁথির ব্যাপক প্রচার হইতে বোঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর পুঁথি উত্তরবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে এবং রাঢ় অঞ্চলেও পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে সপ্রমাণ হয়, এই অনুসৃত গ্রন্থের দেশব্যাপী প্রচার ছিল। কোনও গ্রন্থের দেশব্যাপী প্রচার হওয়া সময়সাপেক্ষ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম

---

১ প্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮, পৃ ২১৪-১৫

২ বা. সা. ই, ২খণ্ড, পৃ ৬৩২-৩৩

৩ বা. সা. ই, পৃ ৪০০

পাদে নবদ্বীপ অঞ্চলে তান্ত্রিক তথা শাক্তপ্রভাব প্রবল হইয়া উঠে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠ-পোষকতায়। এই সময়ের পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর আদর্শ-পুঁথি উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে প্রচারিত হইয়া থাকিলে তাহা সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। সুতরাং রসময়দাসের শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী সপ্তদশ শতকের শেষ পাদের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল স্থির করিলে বিশেষ ভুল নাও হইতে পারে।

এই গ্রন্থসম্পাদনে আমাদের ব্যবহৃত ‘ক’ ও ‘খ’ পুঁথিতে বন্দনাংশে রসময়দাস শ্রীনিবাস আচার্যের নাম পুনঃপুনঃ উল্লেখ[১] করিয়াছেন ;—গদাধর পণ্ডিত ঠাকুর শ্রীনিবাস, ভক্তি দিঞা কর মোরে আপনার দাস। বা, শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর মহাশয়, তোমার পাদারবিন্দে করিএ বিনয়। কিন্তু অন্য বৈষ্ণব মহাজনদের উল্লেখ একবার মাত্রই করিয়াছেন এবং শ্রীনিবাসের পরবর্তী অন্য কোনও বৈষ্ণব আচার্যের উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে অনুমান হয়, রসময়দাস শ্রীনিবাস আচার্যের ভক্ত অথবা মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের জীবিতকাল ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। রসময়দাস ইঁহার শিষ্য হইলে, এই নিবন্ধকার ও নিবন্ধ সম্পর্কে আমাদের সময়নিরূপণ নিতান্ত ভ্রান্ত মনে হয় না।

॥ গ্রন্থের বিষয় ॥

সমগ্র গ্রন্থ চারিটি লহরীতে বিভক্ত,—সামান্যভক্তি সাধনভক্তি ভাবভক্তি এবং প্রেমভক্তি। ‘শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী’ গ্রন্থের অধ্যায়বিভাগের নামে ‘লহরী’ শব্দের প্রয়োগ না করিয়া ‘স্তবক’ ‘গুচ্ছ’ ইত্যাদি এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিলে যথাযথ হইত; ‘সিন্ধু’ ‘অর্ণব’ ইত্যাদি পদান্ত গ্রন্থনামের অধ্যায়বিভাগে ‘লহরী’ শব্দ অন্বর্থনামা হইত মনে করি।

॥ সামান্য ভক্তি ॥

গ্রন্থারম্ভে রসময়দাস শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতির বন্দনা করিয়াছেন। ‘ক’ ও ‘খ’ পুঁথিতে বন্দনায় শ্রীনিবাস আচার্যের কথা একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীরূপগোস্বামীর বন্দনার পরে কবি গোস্বামি-রচিত শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর’ স্তুতি করিয়াছেন। রসময়দাসের কাব্য ইহার অনুসরণেই রচিত। শ্রীরূপগোস্বামী ও তাঁহার রচিত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া কবি বলিয়াছেন :—

[২]শ্রীরূপগোসাঞীর কথা অনন্ত অপার আপনে গৌরাঙ্গ কৈল শক্তির সঞ্চার।
রসামৃতসিন্ধু নাম গ্রন্থ মহাশূর রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা বিলাস-প্রচুর।

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ১

২ শ্রী. ভ, পৃ ১

এই 'মহাশূর' অর্থাৎ ভক্তিরসশ্রেষ্ঠ ও সুরসাল গ্রন্থে আকৃষ্ট হইয়া রসময়দাস শ্রীকৃষ্ণভক্তিরস আস্বাদনার্থ প্রাকৃতজনের ভাষায় 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী' রচনা করিয়া নিজ অকিঞ্চনতা হেতু অপরাধ মার্জনার্থ বলিয়াছেন ;—

[1]অতি-সুলাবণ্য কথা আছয়ে লিখন অল্পমাত্র আস্বাদ করিতে হয় মন।
চর্বণ করিব তার চর্বিত প্রসাদ শ্রীরূপগোসাঞী মোর ক্ষম অপরাধ।

শ্রীরূপগোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর' নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির নিমিত্ত যে ছয়টি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, রসময়দাস তাহার প্রথম শ্লোকের[2] অনুবাদ ও আলোচনায় এইরূপ লিখিয়াছেন ;— যিনি দেহের লাবণ্যে পালি (পালিকা) তারা (তারকা) শ্যামা ও ললিতাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই দ্বাদশ রসে মূর্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জয় হউক।—

[3]দ্বাদশ রসের মূর্তি নন্দের কুমার শান্ত আর দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার।
হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয় কৃষ্ণের বিলাস ইথে সর্বশাস্ত্রে কয়।
রাধার প্রাণনাথ কৃষ্ণ হয় সর্বকাল সর্বোৎকর্ষ প্রথম শ্লোক পরম রসাল।

দ্বিতীয় শ্লোকে[4] 'বরাক' শব্দের উল্লেখ আছে। কবি এই দুরূহ শব্দটির বিশ্লেষণপূর্বক অর্থনির্ণয় করিয়াছেন ;—

[3]বরাক শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ বর শ্রেষ্ঠ আ সম্যক্ অর্থের যোজন।
সভাকার শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যে করে গায়ন বরাক শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ।

তৃতীয় শ্লোকে[5] নিবন্ধকার গুরু ও শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া বলিয়াছেন, 'রসামৃতসিন্ধু' প্রভুর বিশ্রামমন্দির এবং আনন্দে 'সিন্ধু' উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।—

[3]তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করিব বিচার গুরু কৃষ্ণ দোঁহারে করিল নমস্কার।
মোর প্রভু সনাতন নিত্য শরীর রসামৃতসিন্ধু তাঁর বিশ্রামমন্দির।
তারে সুখ দিতে সিন্ধু বাতুল কৌতুকে পুনর্বার ভক্তগণে বন্দো মহাসুখে।

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ১

২ অখিলরসামৃতমূর্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ
কলিতশ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি। ভ. র. সি, ১।১।১

৩ শ্রী. ভ, পৃ ২

৪ হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য। ভ. র. সি, ১।১।২

৫ বিশ্রামমন্দিরতয়া তস্য সনাতনতনোর্মদীশস্য
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর্ভবতু সদায়ং প্রমোদায়। ভ. র. সি, ১।১।৩

চতুর্থশ্লোকে[১] ভক্তগণকে রসামৃত সমুদ্রের 'মকর'-রূপে কল্পনা করিয়া কবি তাঁহাদের প্রণতি জানাইয়াছেন ;—

[২]ভক্তমকরগণে করোঁ নমস্কারে যারা সব রসামৃত-সমুদ্রেত চরে।
পরাভব করি তারা কালজাল-ভয় হরিভক্তিরসামৃত-সমুদ্রে খেলয়।
সমিলিত মুক্তির নদী করে সর্ব ঠাঞি সে সব ভক্তের পদ বন্দিব সদাই।

যাঁহারা কর্মবিচার ও জ্ঞানবিচার দ্বারা ভক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে 'মীমাংসক' নামে অভিহিত করিয়া কবি বলিয়াছেন, তাঁহাদের রসনা বড়বানলসদৃশ ; তাঁহারা ভক্তিরসের অধিকারী নহেন। এই হেতু 'কৃষ্ণভক্তি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' উভয়েরই সম্বন্ধে পঞ্চমশ্লোকে[৩] কবির কথা ;—

[২]মীমাংসকগণে অতি কঠিন রসনা বড়বাগ্নি সেই সব জিভ্‌বার তুলনা।
সেই সব জিভ্‌বা কুণ্ঠ করি সর্বকাল ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দীপ্ত চিরকাল।

ষষ্ঠ শ্লোকে[৪] বলিয়াছেন, কৃষ্ণভক্তি সর্বলোকের মঙ্গলকর, তজ্জন্য সুহৃদ্‌গণের হিতার্থে তাঁহার এই গ্রন্থরচনার প্রয়াস ;—

[৫]ভক্তির প্রস্তাব সর্বলোকহিতকারী সুহৃদ্‌গণের সুখে অজ্ঞ হঞা আমি করি।

পরে, যে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর' অনুসরণে তিনি ভক্তিরসতত্ত্বের বিশ্লেষণে অগ্রসর হইয়াছেন, সেই শ্রেষ্ঠ ভক্তিগ্রন্থের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ;—

[৫]রসামৃতসিন্ধু নাম ভক্তিগ্রন্থরাজ বৃন্দাবনে বিলসই বৈষ্ণব-সমাজ।
ভজনপ্রসঙ্গ বহু আছয়ে লিখন সাধ্যসাধন-ভাব প্রেমবিবরণ।
এইরূপে সূত্র বহু করিঞা লিখন শ্রীরূপগোসাঞী কৈল গ্রন্থপ্রকটন।

উক্ত গ্রন্থের বিষয়বিভাগের উল্লেখে নিবন্ধকার লিখিয়াছেন ;—

[৫]হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ মহাসার পূর্বাদিক হএ চারি বিভাগ তাহার।
তাতে পূর্ব বিভাগে লহরী চারি তার সামান্যভক্তি সাধন ভাব প্রেমের বিচার।

---

১ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ চরতঃ পরিভূতকালজালভিয়ঃ
ভক্তমকরানশীলিতমুক্তিনদীকানহমস্তামি। ভ. র. সি, ১।১।৪

২ শ্রী. ভ, পৃ ২

৩ মীমাংসকবড়বাগ্নেঃ কঠিনামপি কুণ্ঠয়ন্নসৌ জিহ্বাম্
স্ফুরতু সনাতন সুচিরং তব ভক্তিরসামৃতাম্ভোধিঃ। ভ. র. সি, ১।১।৫

৪ ভক্তিরসস্য প্রস্তুতিরখিলজগন্মঙ্গলপ্রসঙ্গস্য
অজ্ঞেনাপি ময়াস্য ক্রিয়তে সুহৃদাং প্রমোদায়। ভ. র. সি, ১।১।৬

৫ শ্রী. ভ, পৃ ৩

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর' পূর্ব বিভাগের উক্ত চারিটি লহরীর বিবৃত বিষয় আলোচনা করিয়া রসময়দাস এই পরিচয় দিয়াছেন ;—

[1]এ চারি ভক্তির বিচার চারি লহরীতে ভাব প্রেম ক্রমে উদয় সাধন হইতে।
প্রথমে সামান্যভক্তি দ্বিতীয়ে সাধন তৃতীয়ে কহিল ভাবভক্তি-প্রয়োজন।
চতুর্থে কহিল প্রেমভক্তির বিচার ক্রমেত বাঢ়এ প্রেম হইঞা বিস্তার।

প্রথমে সামান্যভক্তির আলোচনাপূর্বক পর পর সাধনভক্তি ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির বিচার করিয়া কবি সাধনভক্তি হইতে ভাবভক্তি এবং ভাবভক্তি হইতে প্রেমভক্তির পরিণতি দেখাইয়াছেন। পরে তিনি সাধ্যরূপা ও সাধনরূপা ভক্তির লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন ; এইখানেই প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থের আরম্ভ। সাধনভক্তিতে ক্লেশ পাপ পাপবীজ অবিদ্যা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভাবভক্তি কখনও মোক্ষ কামনা করে না। অন্যবস্তু[2] অর্থাৎ অনিত্যবস্তু সর্ব সাধনের সার নহে অথবা অনিত্যবস্তু শ্রেষ্ঠ সাধ্য নহে। অনিত্য বস্তুতে আকর্ষণ সত্ত্বেও যদি কাহারও ভক্তির উদয় হয়, তবে বুঝিতে হইবে তাঁহার মধ্যে কৃষ্ণভাব প্রকট হইয়াছে। দাস্যভাবে কৃষ্ণসেবা এবং কৃষ্ণে কর্মার্পণ[3] অর্থাৎ নিষ্কাম কৃষ্ণসেবার কথা পুরাণে ও গীতায় আছে। নিষ্কাম উপাসনা না করিলে ভক্তি সকাম হয় ; এই সকাম ভক্তি শাস্ত্রজ্ঞগণেরই কাম্য ; কিন্তু কৃষ্ণভক্তের মতে, অহৈতুকী ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। এই ভক্তিতে মোক্ষকামনা তুচ্ছ হইয়া পড়ে। কবির কথায় ;—

[4]কর্ম-অঙ্গ[5] ছাড়িয়া করিব ভক্তি-অঙ্গ অনিমিত্ত হইলে উঠে প্রেমের তরঙ্গ।
মোক্ষফল হুঙ্কার করয়ে ভক্তগণ সর্বসুখ তেজে কৃষ্ণসেবার কারণ[6]।

আরও বলেন, কৃষ্ণভক্তি কর্মযোগাতীত ও জ্ঞানযোগাতীত ; কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণে কর্মার্পণও বলিয়াছেন ; এতএব কর্মের প্রয়োজন অবশ্যস্বীকার্য ; এইহেতু,

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ৩

২ প্রাগ্‌ভাব প্রতিযোগিত্বং অন্যত্বম্। ন্যায়ঃ

৩ যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্। গী, ৯।২৭

৪ শ্রী. ভ, পৃ ৪

৫ কর্মত্যাগ কর্মনিন্দা সর্বশাস্ত্রে কহে
কর্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে। চৈ. চ, ২।৯

৬ ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাঽন্যৎ। ভা, ১১।১৪।১৪

কৃতকর্মে যেন সাধকের কর্মফলাসঙ্গ না থাকে, শ্রীকৃষ্ণে কর্মার্পণ করিলে সাধকের কোনও প্রত্যবায় নাই ; কারণ ;—

[১]কর্মার্পণ[২]-না করিলে সকাম ভক্তি হয়ে ভক্তি বিজ্ঞজনের সম্মত কভু নহে।

কবির মতে, জ্ঞানী মায়াবাদী বৈদান্তিক। পক্ষান্তরে, কবি পরম বৈষ্ণব হওয়ায় জ্ঞানীর প্রতি শ্লেষোক্তি করিয়াছেন ;—

[১]জ্ঞানী সব সদা ধ্যান করে নিরাকার তা সভার কভু নাহি ভক্ত্যে অধিকার[৩]।

কেমনে কৃষ্ণের সেবা কভু নাহি জানে ব্রহ্মের সাদৃশ্য হয়ে আপনার মনে।

অর্থাৎ 'সোহহং' মন্ত্রের সাধনা হেতু ইঁহাদের কৃষ্ণলাভের অধিকার নাই।

প্রেমভক্তির লক্ষণে বলেন ;—

[১]প্রেমভক্তি-লক্ষণ কহিতে শক্তি কার কৃষ্ণ-আকর্ষিণী-রূপা কৃষ্ণের আকার।

কৃষ্ণ পাইবারে কিছু অপেক্ষা না করে প্রেমের কারণ প্রেম মহাগুণ ধরে।

অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ প্রেমভক্তি ভক্তকে অনপেক্ষভাবে কৃষ্ণে আকৃষ্ট করে ও কৃষ্ণের স্বরূপ প্রদর্শন করে।

অতঃপর শুদ্ধা ভক্তির বিচারপ্রসঙ্গে কবির বক্তব্য, ভক্তি হেতুশূন্য হওয়া উচিত ; কারণ যে ভক্তিতে জ্ঞান ও কর্ম থাকে, তাহার শক্তি অপূর্ব হইলেও সুদৃঢ় নহে ; হেতুশূন্য ভক্তির আলোচনাপ্রসঙ্গে 'হেতু' এই শব্দের বিশেষ অর্থে বলা হইয়াছে, জ্ঞান কর্ম ও ভোগবাসনার ত্যাগই হেতু ; কারণ অহেতুকী ভক্তি না হইলে কৃষ্ণে অনুরাগ জন্মে না। নির্মৎসর ভক্তগণ (অর্থাৎ যে ভক্তেরা অপরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারেন তাঁহারা) কৃষ্ণলীলা বা ভক্তিতত্ত্বের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারেন। এতএব শুদ্ধা ভক্তির সংজ্ঞায় নিবন্ধকার বলেন ;—

[১]অহৈতুক্যব্যবহিতা আত্যন্তিকী ভক্তি সেই শুদ্ধা ভক্তি তাতে কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি।

[১]আত্যন্তিকী শুদ্ধা ভক্তি সেই ত নিশ্চয় সিদ্ধের্গরীয়সী সেই ভাগবতে কয়[৪]।

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ৪

২ রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সর্বসার। চৈ. চ, ২।৮

৩ প্রভু কহে কর্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন। চৈ. চ, ২।৯

৪ লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। ভা, ৩।২৯।১২-১৪

শুদ্ধা ভক্তির ক্ষমতা অসাধারণ। সাধকের হৃদয়ে তাহা উদিত হইলে,—

[১]সাধকের লিঙ্গদেহ দাহন করিয়া সিদ্ধদেহ করে কৃষ্ণপ্রাপ্তির লাগিঞা।

অতঃপর রূপগোস্বামি-কৃত শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ[২] বিচার করার নিমিত্ত স্বাধীনভাবে বিবৃত করায় তাঁহার নিকট কবি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে ধৃত শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণের সহিত অনুকূল অন্য ভক্তির বিষয় সংযোজন করিয়া রসময়দাস ইহাকে অভিনবত্ব দান করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণবর্ণনা এইরূপ ;—উত্তমা ভক্তিলাভ করিতে হইলে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কোনওরূপ কামনা, অন্য দেবদেবীর উপাসনা, দেহের প্রতি মমতা, লাভ, পূজাদি দ্বারা নিজ খ্যাতি-প্রতিষ্ঠাদি ত্যাগ করিতে হইবে। মনের মধ্যে যে সমস্ত পাপ, হিংসাবৃত্তি এবং বর্ণাশ্রমের বিচার রহিয়াছে, তাহা ত্যাগ করিলে কৃষ্ণভক্তির অধিকার জন্মে। এই ভক্তিলাভের জন্য জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ সর্বথা পরিত্যাজ্য। কৃষ্ণে অনুরাগী হইয়া সর্বদা সাধুসঙ্গে বাস ও অসৎসঙ্গ বর্জন কর্তব্য। কর্মাসঙ্গ হইতে সর্বদা অনাসক্ত থাকিতে হইবে। কৃষ্ণকথা-শ্রবণ নামসংকীর্তন ইত্যাদি ভক্তির চিহ্ন। নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান অবশ্যপরিহার্য। সাধুমুখে কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব প্রেমরস-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। ভক্তিশাস্ত্রে জ্ঞান ব্যতীত কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণভক্তগণকে জানা যায় না। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। এতএব কৃষ্ণভক্তি-কামী কখনও ক্রিয়াকাণ্ডে মনোযোগ দেন না ;—

[৩]স্মৃত্যাদ্যুক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম স্বর্গপ্রাপ্তি কারণ সে জানিহ এ মর্ম।
তাতে কৃষ্ণলোক প্রাপ্তি না হয়ে কখন অতএব ত্যাজ্য কর্মকাণ্ড প্রয়োজন।

এমন কি, সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি ও ত্রিবিধ কর্ম[৪] কৃষ্ণভক্ত কখনও কামনা করেন না।—

[৩]মুক্তি পঞ্চবিধ কর্ম ত্রিবিধ প্রকার ভক্তিশাস্ত্রে কহে[৫] তাহা ত্যাগ করিবার।

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ৪

২ অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা। ভ. র. সি, ১।১।৯

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলং
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে। প ; ভ. র. সি, ১।১।১০

৩ শ্রী. ভ, পৃ ৫

৪ নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য

৫ পঞ্চবিধ মুক্তিত্যাগ করে ভক্তগণ। চৈ. চ, ২।৯

কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে হইলে অনুকূল অনুশীলনের প্রয়োজন ; প্রতিকূলভাবে ভক্তি সিদ্ধ হয় না ; রাবণাদির প্রতিকূল অনুশীলন ভক্তিপদবাচ্য নহে। 'আনুকূল্য' শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণপদে রোচমানা প্রবৃত্তি, অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাদিতে আনন্দবর্ধিনী মনোবৃত্তি ; 'অনুশীলন' ধাতুর অর্থমাত্র ; ধাতুর অর্থ দুই প্রকার—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। 'প্রবৃত্তি' অর্থে কৃষ্ণসেবায় নিরতি ; প্রবৃত্তি তিনপ্রকার—কায়িক বাচিক ও মানসিক, অর্থাৎ শরীর দ্বারা পরিচর্যা, বাক্যে নামগুণ-কীর্তন এবং অন্তরে তদীয় রূপলীলাদির ধ্যান। নিবৃত্তি অর্থে শ্রীকৃষ্ণসেবা ভিন্ন, কার্য হইতে শরীর বাক্য ও মনের বিরতি। ইহাতে কোনও অব্যাপ্তিদোষ নাই।—

[১]এইরূপে শীলন হইলে মুনিভাব নিত্য পরিবার সঙ্গে কৃষ্ণ হয়ে লাভ।

কৃষ্ণভক্তি-লাভ হইলে সাধকের আর কোনও অমঙ্গল থাকে না। ইহার সমর্থনে কবির উক্তি ;—

[১]ধর্মরূপ আর লীলার প্রফুল্লিতকারী এই মত কৃষ্ণভক্তি মহাগুণধারী।
প্রথমে পালায় যত অমঙ্গলগণে প্রেতগণ ভাগে যৈছে সূর্যের কিরণে।

নিবন্ধকার ভক্তিলক্ষণের আলোচনায় ভক্তের লক্ষণবিষয়ে বলিয়াছেন, ভক্তির বিশুদ্ধ ভাব ভক্তের দেহে সুপ্রকট ; ভক্তকে দেখিলেই ভক্তির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। ভক্ত কখনও মোক্ষ কামনা করেন না। এ বিষয়ে পঞ্চরাত্রের বচন,[২]—ভক্তি 'সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত' অর্থাৎ ভগবদ্‌বিষয়েই ইন্দ্রিয়ের তৎপরতা, বিষয়ান্তরে নহে। 'উপাধি' শব্দের অর্থ,—ভগবদ্‌বিষয় ভিন্ন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ান্তরে কার্য। অতএব মন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়বর্গ কৃষ্ণপদেই নিয়োজিত করিতে হইবে। তাই কবির কথায় ;—

[১]মনোভৃঙ্গ কৃষ্ণপাদপদ্মে নিয়োজিব শুনিতে গোবিন্দকথা কর্ণ প্রসারিব।
মুখ নেত্র হস্ত পাদ নাসিকা রসনা শ্রীকৃষ্ণপাদারবিন্দে করিব প্রেরণা।

ভক্তের কৃষ্ণসেবা নিষ্কাম ; এই সেবাই তাহার একান্ত কাম্য, ইহা ভিন্ন ভক্তের কোনও কামনা নাই। কৃষ্ণ সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি ভক্তকে যাচিয়া দিতে চাহিলেও ভক্ত তাহা তৃণবৎ পরিহার করেন।—

[৩]এই ভক্তিযোগ আত্যন্তিক বলবান্ সালোক্যাদি মুক্তিসুখ যাতে তৃণজ্ঞান।

উত্তমা ভক্তি ছয় প্রকার ;—ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকারিণী সুদুর্লভা সান্দ্রানন্দ-

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ৬

২ সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলং
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে। প ; ভ. র. সি, ১।১।১০

৩ শ্রী. ভ, পৃ ৭

বিশেষাত্মা এবং কৃষ্ণাকর্ষিণী। ক্লেশ তিন প্রকার ;—পাপ পাপবীজ অবিদ্যা ; পাপ দুই প্রকার ;—অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ। যাহা অদৃষ্টরূপে আত্মায় অবস্থিত ও যাহার ভোগকাল উপস্থিত হয় নাই, তাহাই অপ্রারব্ধ। ভাগবতের[১] একাদশ স্কন্ধে অপ্রারব্ধ পাপধ্বংসের কথা উল্লিখিত আছে। ফলোন্মুখ পাপ প্রারব্ধ। ইহাতে নীচ যোনিতে জন্ম ও নানা ক্লেশভোগ হয়। কৃষ্ণভক্তি এই পাপনাশক। ভাগবতের[২] তৃতীয় স্কন্ধে প্রারব্ধ পাপের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ[৩] হইতেও কবি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন, হরিভক্তিতে অপ্রারব্ধ ফল, কূট, বীজ এবং ফলোন্মুখ—এই পাপচতুষ্টয় নষ্ট হয়। অপ্রারব্ধ ফল, পাপের আদি বীজ ; কূটপাপ বীজের কারণ ; বীজপাপ বাসনাময় অর্থাৎ প্রারব্ধের উন্মুখ কারণ ; ফলোন্মুখ পাপ,—প্রারব্ধ পাপ। পাপবীজবিনাশে কৃষ্ণভক্তির ক্ষমতা অসীম। ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে[৪] ইহার প্রমাণ আছে।

হরিভক্তি, অবিদ্যা বা অজ্ঞান ধ্বংস করে। কৃষ্ণে ঐকান্তিকী ভক্তি হৃদয়স্থ অবিদ্যা নাশ করিয়া চিত্ত পরিশুদ্ধ করে।—

[৫]অবিদ্যা বিনাশ করি চিত্ত শুদ্ধ করে চতুর্থ স্কন্ধে[৬] আর পদ্মপুরাণে প্রচারে।
অবিদ্যা দাহন করি ভস্মসাৎ করে দাবানলে পন্নগী পোড়াঞা যেন মারে[৭]।
হরিভক্তি হৃদয়ে পশিঞা এই মত অবিদ্যা বিনাশ করি করে শুদ্ধ চিত্ত।

---

১ যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ। ভা, ১১।১৪।১৯

২ যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্ যৎ প্রহ্বনাদ্ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ। ভা, ৩।৩৩।৬

৩ অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্। পদ্ম ; ভ. র. সি, ১।১।১৫

৪ তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ
নাধর্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া। ভা, ৬।২।১৭

৫ শ্রী. ভ, পৃ ৭

৬ যৎ পাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধস্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্। ভা, ৪।২২।৩৯

৭ কৃতানুযাত্রা বিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা
অবিদ্যাং নির্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীম্। পদ্ম ; ভ. র. সি, ১।১।১৭

পরে, কবি উত্তমা ভক্তির দ্বিতীয়প্রকার 'শুভদা' ভক্তির কথা বলিয়াছেন। জগতের প্রীতিবিধান, সকলের প্রতি অনুরাগ, সদ্‌গুণ, সুখ ইত্যাদি 'শুভ' শব্দে অভিহিত। এই ভক্তিতে সাধক জগতকে তৃপ্ত করেন এবং পৃথিবীর স্থাবর ও জঙ্গম সমস্তই সাধকের প্রেমে মুগ্ধ হয়।—

[1]শুভদত্ব গুণ ভক্তির আছয়ে অপার ভক্তকে অনুরক্ত হয়ে সকল সংসার।
মহাগুণ মহাসুখ মিলায় তাহারে আপনার প্রেমেতে জগত বশ করে।
যে ভক্ত অর্চনা করে কৃষ্ণের বচন জগত তর্পিত প্রেমে কৈল সেইজন।
স্থাবর জঙ্গম সব তাহাতে রঞ্জিল অকিঞ্চনা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ কহিল।
ভক্তির নিবাস হয়ে ভক্তের হৃদয়ে সদ্‌গুণাদি থাকে ভক্তে ভক্তির আশ্রয়ে।

সুখ তিন ভাগে বিভক্ত—বৈষয়িক ব্রাহ্ম ও ঐশ্বরিক। পদ্মপুরাণে[২] ভগবতীর প্রতি মহাদেবের উক্তি;—যাঁহার গোবিন্দে ভক্তি আছে, সেই ভক্ত অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি,[৩] বিষয়-সুখ-রূপ ভোগ, মুক্তিস্বরূপ শাশ্বত ব্রাহ্মসুখ ও নিত্য পরমানন্দময় ঐশ্বরিক সুখ লাভ করেন। যিনি এই সুখ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট ভোগবাসনা মুক্তি বা সিদ্ধিলাভ অতি তুচ্ছ। অণিমাদি সিদ্ধি[৪] দাসীর সহিত তুলনা করিয়া কবি বলিয়াছেন;—

[৪]হরিভক্তি মহাদেবি মহাবলবান্ ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি তার চেড়ীর সমান।
দাসীগণ জৈছে ফিরে আজ্ঞা শিরে ধরি তৈছে সিদ্ধি ভুক্তি মুক্তি ভক্তির আজ্ঞাকারী।
পাদ্মতন্ত্র[৫] পঞ্চরাত্র[৬] আর ভাগবত[৭] এইসব শাস্ত্রের প্রমাণে আছে ব্যক্ত।

অনন্তর কবি উত্তমা ভক্তির চতুর্থ প্রকার 'সুদুর্লভা' ভক্তির কথা বলিয়াছেন। ইহা দ্বিবিধ,—শত সহস্র সাধনায়ও অতি দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি, প্রথম; কামনা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ৭

২ সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্যা ভুক্তির্মুক্তিশ্চ শাশ্বতী
নিত্যঞ্চ পরমানন্দো ভবেদ্গোবিন্দভক্তিতঃ। পদ্ম; ভ. র. সি, ১।১।২০

৩ অণিমা মহিমা লঘিমা প্রাপ্তি ঈশিত্ব বশিত্ব প্রাকাম্য কামাবসায়িতা। ভ. র. সি, ১।১।২২

৪ শ্রী. ভ, পৃ ৮

৫ যেনার্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি। পদ্ম; ভ. র. সি, ১।১।১৮

৬ হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ। প; ভ. র. সি, ১।১।২২

৭ যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ। ভা, ৫।১৮।১২

যাহা অদেয়, তাহা দ্বিতীয়,—অর্থাৎ যজ্ঞাদি পুণ্যে স্বর্গাদিলাভ ও জ্ঞানযোগে মুক্তিলাভও সুলভ, কিন্তু সহস্র সাধনায়ও কোনক্রমেই দুর্লভ হরিভক্তি লাভ হয় না এবং বহুকাল সাধনা করিলেও কৃষ্ণ যাচিয়া ভক্তিধন দেন না।—

[1]যজ্ঞাদিক পুণ্যে সুলভ স্বর্গভোগ মুক্তিপদ সুলভ করয়ে জ্ঞানযোগ।
ভজমান জনেরেহো নাহি দেন ভক্তি যুধিষ্ঠির প্রতি এই নারদের যুক্তি[2]।

কৃষ্ণপ্রেম হৃদয়ে অল্পমাত্র উদিত হইলে চতুর্বর্গ—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মানন্দ-সুখ পরার্ধসংখ্যক-গুণ হইলেও ভক্তি-সুখসাগরের পরমাণুতুল্য নহে। ইহা সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ভক্তি। যে ভক্তি প্রিয়বর্গের সহিত কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে, তাহা 'কৃষ্ণাকর্ষিণী' প্রেম। ভাগবতোক্ত সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তি অতি দুর্বোধ। পূর্বে উল্লিখিত সাধনভক্তি ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি—এই ত্রিবিধ ভক্তির প্রত্যেকের সহিত যথাক্রমে ক্লেশঘ্নী শুভদাদি এই ষড়্‌বিধ ভক্তি দুই দুই করিয়া সংযুক্ত। কৃষ্ণে সামান্য রুচি জন্মিলেই সাধক ভক্তি লাভ করেন, কিন্তু তাহা নানা যুক্তিতে আকর্ষণের চেষ্টা করিলে, তাহা টানাটানি মাত্রই সার হয়। কবি সামান্যভক্তির বর্ণনা করিয়া পরিশেষে, 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর' প্রথম লহরীর সমাপ্তিতে বলিয়াছেন;—

[1]ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব বিভাগে সামান্যভক্তির গুণ কহিলেন আগে
শ্রীরূপপাদারবিন্দ করিঞা বন্দন প্রথম লহরী-ভাষা করিল বর্ণন।
সকল মহান্ত-পদধূলি শিরে ধরি রসময়দাস কহে প্রথম লহরী।

॥ সাধনভক্তি ॥

ভক্তির স্বরূপ দ্বিবিধ,—সাধনরূপা ও সাধ্যরূপা। সামান্যভক্তি আলোচনার পর নিবন্ধকার সাধনভক্তির স্বরূপলক্ষণাদির বর্ণনা করিয়াছেন। সাধনভক্তি ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ভেদে শুদ্ধাভক্তি ত্রিবিধ। সাধনভক্তি হইতে ভাবভক্তির উৎপত্তি এবং প্রেমভক্তি ভাবভক্তির পরিপক অবস্থা। শ্রবণ কীর্তন ও দর্শনাদি ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ের সহায়ে সাধনীয়া সামান্য-ভক্তিই সাধনভক্তি। পরে, সাধ্য ভক্তির কথা;—

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ৮

২ রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্। ভা, ৫।৬।১৮

[1] সাধ্যরূপা সাধ্যবস্তু শুন তার কথা   ভাব প্রেম স্নেহ মান প্রণয় রাগ তথা।
অনুরাগ ভাব মহাভাব বিলক্ষণ   সাধ্যভক্তি অষ্টভেদ টীকায়ে সূচন।

এই আট প্রকার সাধ্যভক্তির মধ্যে ভাব ও প্রেম গণনীয় হইলেও বস্তুতঃ তাহা সাধ্যভক্তি নহে; জীবে ভাব ও প্রেমভক্তি সুপ্তাবস্থায় থাকে, সাধনেই ভাব বা প্রেমভক্তি জাগাইতে হয়।—

[1] নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়   শ্রবণাদ্যে শুদ্ধ চিত্তে করেন উদয়।
কৃষ্ণপ্রেম নিত্য স্থিতি নিত্য ভক্তাধারে   সাধকহৃদয়ে উদয় সাধনের দ্বারে।

ইন্দ্রিয়গ্রাম কৃষ্ণপদে নিযুক্ত হইলে এবং বিকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইলে সাধনভক্তির উৎপত্তি হয়। সাধনভক্তি বৈধীমার্গ ও রাগমার্গ ভেদে দুই প্রকার। বৈধী ভক্তির লক্ষণ ;—

[1] রাগহীন জনে ভক্তি শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি   বৈধী ভক্তি বলি তারে পুরাণে বাখানি।
ভাগবতাদি পুরাণ আগমতন্ত্র-কথা   শুনিতে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি জন্ময়ে সর্বথা।
রাগহীন জন শাস্ত্র-আজ্ঞা-বল দেখি   ভজনে প্রবৃত্তি তারে বৈধী ভক্তি লেখি।
শাস্ত্রশাসনের ভয়ে করয়ে ভজন   ইহারে কহিয়ে বৈধী[২] ভক্তির লক্ষণ।

ভাগবত ও পদ্মপুরাণ হইতে কবি বৈধী ভক্তির এইরূপ লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

[1] পাদ্মে[৩] আর ভাগবতে[৪] যেই লক্ষণ কয়   শাস্ত্রশাসন-ভয়ে ভক্তি বৈধী নাম হয়।

কৃষ্ণের স্মৃতিই প্রধান ধর্ম এবং বিস্মৃতিই প্রধান অধর্ম। বিধি ও নিষেধ স্মৃতি ও বিস্মৃতির কিঙ্কর বা অধীন। পুরুষোত্তম কৃষ্ণের মুখ বাহু উরু ও চরণ হইতে[৫] যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রের উৎপত্তি[৬]। ইহাদের ধর্ম পৃথক ; কিন্তু যাঁহারা উৎপত্তির কারণ

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ৯

২ সকল জগত মোরে করে বিধিভক্তি
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি। চৈ. চ, ১৷৩

৩ স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ। পদ্ম, ভ. র. সি, ১৷২৷৫

৪ তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ম্। ভা, ২৷১৷৫

৫ মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ। ভা, ১১৷৫৷২-৩

৬ চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্। গী, ৪৷১৩

পুরুষোত্তমের ভজনা না করেন অথবা তাঁহাকে ঈশ্বর জানিয়াও অবজ্ঞা করেন; তাঁহারা স্বধর্ম হইতে ভ্রষ্ট ও নরকে পতিত হন। তাঁহারা পিতৃকর্তব্য না করায়,—

[১]বিচারে বুঝহ সেই পিতৃদ্রোহী হৈল।

সেইজন্য বৈধীভক্তির আলোচনার পর উপসংহারে কবি বলিয়াছেন ;—

[২]এই মত শাস্ত্রশাসনের ভয়ে যেই ভজনে প্রবৃত্ত হয়ে বৈধী ভক্তি সেই।

শ্রীকৃষ্ণসেবনে যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে এবং যিনি কর্মে অতিশয় আসক্ত নহেন, তিনিই ভক্তি-বিষয়ে অধিকারী। সেই অধিকারী তিন প্রকার—উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ। যিনি শাস্ত্রে ও শাস্ত্রানুগত বিষয়ে বিশেষ নিপুণ, তত্ত্ববিচারে সাধনবিচারে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির বিষয়, নিশ্চয় জানিয়াছেন এবং সকল মত খণ্ডন করিয়া কৃষ্ণভক্তিকে স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই ভক্তিবিষয়ে উত্তম অধিকারী। যিনি শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ, কিন্তু কৃষ্ণ-ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ ও গুরুর আজ্ঞানুসারী, তিনি ভক্তিবিষয়ে মধ্যম অধিকারী। যিনি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুগত যুক্তি বিষয়ে অনিপুণ ও 'কোমল' শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা যাঁহার বিশ্বাস খণ্ডন করিতে পারা যায় এবং যাঁহার মধ্যে মুনিভাব নাই, তিনি ভক্তিবিষয়ে কনিষ্ঠাধিকারী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়[৩] চারি প্রকার অধিকারীর কথা বলা হইয়াছে—আর্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্থকামী ও জ্ঞানী। ইহাদের মধ্যে যাঁহার প্রতি কৃষ্ণের বা কৃষ্ণের প্রিয়জনের কৃপা হয়, তাঁহার আর কামনা থাকে না, তখন তিনি শুদ্ধাভক্তির অধিকারী হন। গজেন্দ্র শৌনক ধ্রুব ও সনকাদি ব্রহ্মার পুত্রগণ এই শুদ্ধাভক্তির অধিকারী। ভুক্তি মুক্তি স্পৃহাদি, নিবন্ধকার পিশাচের সঙ্গে তুলনায় বলিয়াছেন, যতদিন ইহারা মন অধিকার করিয়া থাকে, ততদিন ভক্তির বিকাশ হয় না। সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তিও অকাম্য। বস্তুতঃ, শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দের সেবায় যাঁহাদের চিত্ত আনন্দরসে পরিপ্লুত, তাঁহারা কখনও মোক্ষলাভের প্রার্থী নহেন। এ বিষয়ে ভাগবতে বহু প্রমাণ আছে।

কৃষ্ণ ও নারায়ণ অভিন্ন[৪] হইলেও প্রেমময় রসনিবন্ধনেই শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ। এই প্রেমরসে যাঁহার ঐকান্তিক উপাসনা, তিনি কখনও নারায়ণের প্রসাদ কামনা করেন না। যাঁহারা

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ৯

২ শ্রী. ভ, পৃ ১০

৩ চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। গী, ৭।১৬

৪ সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদোঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ। ভ. র. সি, ১।২।৩২

ভক্তির অধিকারী, তাঁহারা গুরুপদাশ্রয়াদি ভক্ত্যঙ্গ সকলের নিত্য আচরণ না করিলে, তজ্জন্য অপরাধ ঘটে; বস্তুতঃ নিত্য ভক্ত্যঙ্গ-যাজিগণের আশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপের অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় হয় না, কিন্তু দৈবাৎ নিষিদ্ধ কর্ম আচরিত হইলেও কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ ভক্তের প্রায়শ্চিত্ত বিধেয় নহে। বৈষ্ণবস্মার্তগণের অভিমত, ভক্তিপ্রভাবেই তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত হয়, অন্য প্রায়শ্চিত্ত নিষ্প্রয়োজন। যাঁহার যে বিষয়ে অধিকার তাঁহার তাহাতে নিষ্ঠাই গুণ, তদ্বিপর্যয়ই দোষ।—

[1]নিজ নিজ অধিকারনিষ্ঠা হৈলে গুণ বিপর্যয় হৈলে দোষ শাস্ত্রে[2] নিরূপণ।

স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণের ভজন ভাগবতে[3] উল্লিখিত আছে। কোনও ভক্ত ভজনের অপক্কদশায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও কৃষ্ণভক্তি হইতে বিচ্যুত হন না। কৃষ্ণভজন ব্যতীত কেবল কর্মসম্পাদনেই কেহ পরমার্থ লাভ করিতে পারেন না। যিনি কৃষ্ণভক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করেন না। কৃষ্ণভক্তের কখনও বিনাশ নাই। ভক্তি সিদ্ধ হইলেই ভক্ত কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করেন। যিনি বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্ম অর্থাৎ 'বিকর্ম' পরিত্যাগপূর্বক একান্তভাবে কৃষ্ণকে ভজনা করেন, তিনি দেবতাদের ও পিতৃগণের নিকট অঋণী। সর্ব ধর্ম ত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তিপরায়ণ হইলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। এই বিষয়ে নিবন্ধকার গীতা ও ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন;—

[1]সর্বধর্ম-পরিত্যাগ গীতাতে[4] কহিল পুনঃ উদ্ধবেরে[5] কৃষ্ণ কহি নিশ্চয়িল।
সর্ব ধর্ম তেজি শুদ্ধা ভক্তির আশ্রয় সেই পরম ধর্মাশ্রয়ে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।

সাধনের অঙ্গসমূহ না জানিলে কৃষ্ণভজন হয় না। এইহেতু নিবন্ধকার বহু সাধনাঙ্গের মধ্যে চতুঃষষ্টি প্রকার অঙ্গের মুখ্যভাবে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন;—

[6]চতুঃষষ্টি-অঙ্গ ভক্তি করিল বিচার[7] পুরাণবচন[8] ইথে আছয়ে অপার।

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ১১

২ স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। গী, ১৮।৪৫

৩ ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরেঃ ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি
যত্র ক বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ। ভা, ১।৫।১৭

৪ সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। গী, ১৮।৬৬

৫ আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ। ভা, ১১।১১।৩২

৬ শ্রী. ভ, পৃ ১৪

৭ চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব। চৈ. চ, ২।২২

৮ হরিভক্তিবিলাসেঽস্যা ভক্তেরঙ্গানি লক্ষশঃ
কিন্তু তানি প্রসিদ্ধানি নির্দিশ্যন্তে যথামতি। ভ. র. সি, ১।২।৪২

ভক্তির অঙ্গগুলি এই,—

যিনি গুরুপদে সংশ্রয়ী, তাঁহার নিকট কৃষ্ণমন্ত্র-গ্রহণ ; গুরুর শ্রীচরণকমলে ভক্তিনিষ্ঠা ও শ্রীকৃষ্ণবুদ্ধিতে গুরুসেবা ; গুরুর আজ্ঞানুসারে ভজন, ভাগবতধর্মশিক্ষা ও দীক্ষাগ্রহণ, অসূয়ামাৎসর্য-পরিত্যাগ ; সাধুর অনুষ্ঠিত পথের অনুসরণ ; শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্র ইত্যাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ; কৃষ্ণসেবায় স্বতন্ত্রতাপরিত্যাগ ; সদ্ধর্মজিজ্ঞাসা[1] ; শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য ভোগাদিবর্জন ; বিষয়বাসনা-ত্যাগ ; দ্বারকাদি মহাতীর্থে বা গঙ্গাতীরে নিবাস ; ভক্তির নির্বাহানুরূপ ভোজন, অর্থাৎ অমিত বা স্বল্প ভোজনপরিহার ; একাদশী-কৃষ্ণব্রতাদি-পালন ; অশ্বত্থ তুলসী ধাত্রী গো বিপ্র বৈষ্ণবের শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা ; কৃষ্ণবিমুখের সঙ্গত্যাগ ; নানাদেবদেবী-বর্জন ; বহুশিষ্যানুবন্ধ কার্য অবিধেয় ; বহুগ্রন্থপাঠ-বর্জন ; বহুধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা-বর্জন ; ব্যবহারে অকার্পণ্য ; অবিক্লব মতি ; আনন্দিতচিত্তে কৃষ্ণপাদপদ্ম-স্মরণ ; কামক্রোধশোকাদি-পরিহার ; কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেবতার নিন্দাত্যাগ ; সানন্দ অন্তরে সর্বদা কৃষ্ণের আরাধনা ; সর্বজীবে দয়া ; প্রাণিগণের উদ্বেগের কারণ-পরিত্যাগ ; সেবাপরাধ-নামাপরাধ-বর্জন ; কৃষ্ণনিন্দক ও সাধুনিন্দকের সঙ্গত্যাগ ; বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণ ; বাহুমূলে হরিনামাক্ষরধারণ ; কৃষ্ণের প্রসাদমাল্য-ধারণ ; করতালে কৃষ্ণাগ্রে নর্তন ; কৃষ্ণপদে প্রণাম ; কৃষ্ণমূর্তির দর্শনে অভ্যুত্থান ; তীর্থে গমন ; কৃষ্ণমন্দিরে গমন ; কৃষ্ণমন্দির-প্রদক্ষিণীকরণ ; ললাটে হরিমন্দিরচিহ্ন-রচনা ; শুদ্ধন্যাসপূর্বক অঙ্গার্চনা ; কৃষ্ণের পরিচর্যাপরায়ণতা ; কৃষ্ণের নামলীলা-সংকীর্তন ; কৃষ্ণমন্ত্র-জপ ; ত্রিবিধ বিজ্ঞপ্তি—সংপ্রার্থনাত্মিকা দৈন্যবোধিকা লালসাত্মিকা ; স্তবপাঠ ; মহাপ্রসাদ-ভক্ষণ ; ধূপমাল্যাদির সৌরভগ্রহণ ; শ্রীবিগ্রহ-সেবা ; শ্রীবিগ্রহ-স্পর্শন ; কণ্ঠে তুলসীমালা-ধারণ ; পূজা-আরত্রিকাদি-দর্শন ; কৃষ্ণনাম-কৃষ্ণগুণ-শ্রবণে কর্ণযুগলের তৎপরতা ; কৃষ্ণের দর্শন ও কৃষ্ণকৃপাবলোকন ; স্মৃতি ধ্যান দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন[2] ; শ্রীকৃষ্ণে স্বীয় প্রিয়বস্তু-সমর্পণ ; কৃষ্ণার্থে সমুদয় চেষ্টা ; সর্বাবস্থায় শরণাপত্তি[3] ; শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুমাত্রের (তুলসী মথুরা শাস্ত্র ও ভক্তের) সেবা ; উর্জাদরযাত্রা অর্থাৎ কার্তিকমাসে অনুষ্ঠেয় কৃষ্ণব্রতোৎসব ; শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব ; শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীমূর্তির সেবা ; রসিকভক্ত-মুখে ভাগবতশ্রবণ ; সতত স্বজাতি ভক্তের সহবাস ; মথুরামণ্ডলে অবস্থান ও নাম-সংকীর্তন।

---

১ সদ্ধর্মশিক্ষাপৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন। চৈ. চ, ২।২২

২ শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদবন্দনং
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনম্। ভা, ৭।৫।২৩

৩ সর্বদা শরণাগতি কার্তিকাদি ব্রত। চৈ. চ, ২।২৩

ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত পঞ্চাঙ্গই শ্রেষ্ঠ[১]। সাধনাঙ্গ বর্ণনার পর কবি বলেন ;—

[২]শ্রীকৃষ্ণভজনে চিত্ত নির্বন্ধ করিব বিষয়ভোগে অনাসক্ত সর্বকাল হৈব।

যুক্তবৈরাগ্যের[৩] এই কহিল লক্ষণ ফল্গুবৈরাগ্যের[৩] এবে কহি বিবরণ।

ফল্গুবৈরাগ্য ভক্তিযোগের অনুপযুক্ত। ভগবৎপ্রসাদাদি হরিসম্বন্ধী বস্তু মায়া বা মিথ্যা মনে হওয়া এবং মুক্তিকামনায় সংযমাদি করা, ফল্গু-বৈরাগ্য। ধনে ও শিষ্য-সম্প্রদানে জাত ভক্তি, ভক্তির উত্তমাঙ্গ নহে। ভক্তির বিবেকাদি গুণ বিশেষভাবে গ্রহণ করিলে সংযম-নিয়মাদিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। একাঙ্গসাধনে কৃষ্ণভক্তি লাভের দৃষ্টান্ত,—পরীক্ষিৎ ভাগবত-শ্রবণে, শুকদেব ভাগবতকীর্তনে, প্রহ্লাদ বিষ্ণুস্মরণে, লক্ষ্মী বিষ্ণুর চরণসেবনে, পৃথু ভগবদর্চনে, হনুমান্ দাস্যে ও অর্জুন সখ্যে ভগবানের সেবা করিয়াছিলেন। আবার বহু-অঙ্গ সাধনে অম্বরীষের সিদ্ধিলাভও উল্লিখিত হইয়াছে। বৈধী ভক্তির পরে কবি রাগ-ভজনের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,রাগানুগা ভক্তি ব্রজবাসীদের মধ্যে সর্বদা সুপ্রকট। কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রজজন শ্রবণকীর্তনাদিতে আসক্ত হন। কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তিই রাগানুগা ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। ব্রজবাসী জনে বিরাজমানা ভক্তি, রাগাত্মিকা; রাগানুগা এই ভক্তির অনুগতা। অভিলষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিক পরম আবিষ্টতা অর্থাৎ প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তাহাই রাগ; সেই রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা। রাগাত্মিকার অনুরাগী নিত্যসিদ্ধ স্থির করিয়া শ্রুতিবিধি ও মুনিবাক্য বিচারপূর্বক রাগানুগা ভক্তি বুঝিতে হইবে। ইহা কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভেদে দ্বিবিধ। গোপীগণের কৃষ্ণে প্রেমভাব কামস্বরূপ। ইহার লক্ষণ ;—

[৪]কামরূপা কহি তার স্বরূপলক্ষণা সম্ভোগের প্রায় প্রেম করয়ে যোজনা।

কামগন্ধহীন তৃষ্ণা বাঢ়ে অনুক্ষন কিন্তু কৃষ্ণসুখহেতু জানিবে কারণ।

সমর্থা রতির[৫] হয়ে ঐছে ব্যবহার কৃষ্ণসুখ বিনু কিছু না জানয়ে আর।

---

১ সাধুসঙ্গ নামকীর্তন ভাগবতশ্রবণ
মথুরাবাস শ্রীমূর্তি শ্রদ্ধায় সেবন।
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। চৈ. চ, ২।২২

২ শ্রী. ভ, পৃ ১৪

৩ যুক্তবৈরাগ্যস্থিতি সব শিখাইল
শুষ্কবৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল। চৈ. চ, ২।২৩

৪ শ্রী. ভ, পৃ ১৫

৫ কিঞ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ
রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে। উ. নী, স্থা। ৩৭

রতি ত্রিবিধা,—সাধারণী সমঞ্জসা ও সমর্থা। কুব্জার প্রেম সাধারণী,[1] মহিষীদের সমঞ্জসা[2] ও গোপীদের প্রেম সমর্থা। তিন প্রকার রতির তুলনায় কবির উক্তি ;—

[3]সাধারণী সমঞ্জসা দুই গন্ধহীন   সমর্থা কহিয়ে কৃষ্ণসুখেস্তে প্রবীণ।

এই সমর্থা রতি,—

“নিত্যসিদ্ধ গোপীগণে সদা দীপ্ত করে   তা সভার প্রেমচেষ্টা কে কহিতে পারে।

অপূর্ব মাধুরী সেই গোপীগণের প্রেম   নির্মল উজ্জ্বল স্নিগ্ধ যেন শুদ্ধ হেম।

সমর্থা রতির অপূর্ব মাহাত্ম্যে উদ্ধবাদি ভগবানের প্রিয়ভক্তগণ গোপীপ্রেমই প্রার্থনা করিয়াছেন ; কারণ গোপীপ্রেম কেবল কৃষ্ণসুখের নিমিত্তই। কুব্জার প্রেমে ব্রজগোপীদের বিশুদ্ধ প্রেমের অভাবহেতু ইহা কামরূপা রাগ নহে, কামপ্রায়া রতি।—

“কামপ্রায়া রতি দেখি কুব্জার দেহে   ইহার প্রমাণকথা ভাগবতে[4] কহে।

গোবিন্দের প্রতি নন্দের পিতৃত্বাভিমান এবং সুবলের সখ্যাভিমান সম্বন্ধরূপ রাগ। ইহার প্রভাবেই কৃষ্ণের প্রতি নন্দের বাৎসল্য এবং সুবলের সখ্যবুদ্ধি সুপ্রকট, ইহাতে ঐশী বুদ্ধি নাই, সম্বন্ধবুদ্ধিই প্রবল। কামস্বরূপ ও সম্বন্ধস্বরূপ প্রেম নিত্যসিদ্ধাশ্রয় ও নিত্যরূপ। নন্দ প্রভৃতির প্রেম সম্বন্ধস্বরূপ এবং গোপীগণের প্রেম কামস্বরূপ। কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা ভেদে রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগা দ্বিবিধ। যে সকল ব্রজবাসী কেবল রাগাত্মিকাভক্তি-নিষ্ঠ, তাঁহাদের ভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাঁহাদের চিত্ত লুব্ধ হয়, তাঁহারাই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। রাগানুগা-ভজনে কখনও কৃষ্ণে ঈশ্বরভাব আসে না এবং ব্রজবাসীদের এই প্রেম ব্যতীত অন্যের ইহাতে ঈশ্বরভাব আসিবেই। অতএব রাগানুগা ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা করিতে হইলে ব্রজবাসীর অনুগামী হইয়াই সেবা কর্তব্য।

রাগানুগাভক্তি-পথের সাধক কৃষ্ণভক্তি প্রভাবে এইরূপ তন্ময় হইয়া পড়েন যে,—

[5]শাস্ত্রবিধি-বাক্য কিছু অপেক্ষা না করে   ধর্মকথা শুনিতে না যায় কারো ঘরে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির লোভ সদা চিত্তে আশা   লোভেত হরিল চিত্ত কি আর জিজ্ঞাসা।

---

১ নাতিসান্দ্রা হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদ্দর্শনসম্ভবা
সম্ভোগেচ্ছানিদানেয়ং রতিঃ সাধারণী মতা। উ. নী, স্থা। ৩০

২ পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা
ক্বচিদ্ভেদিতসম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা। উ. নী, স্থা। ৩৩

৩ শ্রী. ভ, পৃ ১৫

৪ ভা, ১০।৪৮।১-১০

৫ শ্রী. ভ, পৃ ১৬

কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির লোভই সাধকের কাম্য ; শাস্ত্রাদি যুক্তি তাঁহাকে লুব্ধ করিতে পারে না। রাগবত্ম ও ব্রজপ্রাপ্তির সুমধুর কথায় ভক্তের চিত্ত প্রবৃত্ত হইলে আর নিবৃত্ত হয় না। ভক্ত তখন শাস্ত্রবাক্যের অপেক্ষা করেন না, ধর্মকথা শুনিতেও কোথাও যান না। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির লোভ প্রবল হইলে ভক্তের আর কোনও জিজ্ঞাস্য থাকে না; কিন্তু চিত্ত ব্রজনিষ্ঠ না হইলে ভক্তের ব্রজপ্রাপ্তি হয় না। গোপীপ্রেম-লাভে অভিলাষী গোপীর প্রেমভক্তির কথা শ্রবণ, কৃষ্ণভজনের কথায় মনোনিবেশ এবং মনের আনন্দে পরিপাটিপূর্বক কৃষ্ণসেবা করেন ; সখীমুখে রাধাকৃষ্ণলীলা শুনিয়া শাস্ত্রযুক্তি-ব্যতিরেকে যে ভাবে কৃষ্ণলাভ হয়, সেই ভাবেই চেষ্টা করেন। কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের ক্রীড়ায় ঈশ্বরভাব বা কামগন্ধ নাই ; কৃষ্ণসুখই ইহার একমাত্র কারণ। কৃষ্ণের প্রতি এইরূপ ভক্তিই গোপীগণের পরকীয়া মাধুর্যভজন। ব্রজগোপীগণের রাগাত্মিকার সমান কোনও প্রেম নাই। ইহা সর্বরসখনি-স্বরূপ, অতএব ইহাই শ্রেষ্ঠ। এইহেতু সখীভাবক কবির কামনা,—

[১]গোপিকার অনুগা হইব অনুরাগে অন্য অভিলাষকথা চিত্তে নাহি লাগে।

রাগাত্মিকা ভক্তি সাধারণভাবে উল্লেখ করিয়া কর্মনিরপেক্ষতা এবং ভক্তিবিরোধী কর্মপরিত্যাগ-বিষয়ে যুক্তি অবতারিত হইয়াছে। রাগমার্গে শাস্ত্রবিধি বা রাগবিরোধী অপরের কোনও কথা ভক্তের গ্রাহ্য নহে, কেবল রাগপথিক ভক্তেরই সঙ্গ তাঁহার নিরন্তর কাম্য। এই ভক্তিরসের স্থায়িভাব আলম্বন উদ্দীপন সন্তত আস্বাদন, রাগ অনুরাগ স্নেহ প্রণয় মান ভাব মহাভাব ইত্যাদির কথা বিচার এবং শাস্ত্রযুক্তি অবহেলাপূর্বক ভক্তের সঙ্গে কৃষ্ণদর্শনের চেষ্টা ভক্ত সর্বদা করিয়া থাকেন।

উজ্জ্বলনীলমণি[২] গ্রন্থে বিবৃত শ্যামাদি চতুর্বিধ রাগের[৩] উল্লেখ করিয়া ভক্তের অবশ্য শ্রবণীয় মোদন-মাদনাদি বিভাগের বিষয়ে কবি বলিয়াছেন ;—

[১]উজ্জ্বলেতে চতুর্বিধ রাগবিবরণ[৩] শ্যামারাগ[৪] নীলীরাগ[৫] মঞ্জিষ্ঠা-লক্ষণ[৬]।

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ১৭

২ শ্রী. ভ, পৃ ৬৫

৩ দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে। উ. নী, স্থা। ৮৪

৪ ভীরুতৌষধিসেকাদিরাগ্যাৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশভাক্
যশ্চিরেণৈব সাধ্যঃ স্যাৎ স শ্যামারাগ উচ্যতে। উ. নী, স্থা। ৯১

৫ ব্যয়সম্ভাবনাহীনো বহির্নাতিপ্রকাশবান্
স্বলগ্নভাবাবরণো নীলীরাগঃ সতাং মতঃ। উ. নী, স্থা। ৮৯

৬ অহার্যোঽনন্যসাপেক্ষো যঃ কান্ত্যা বর্ধতে সদা।
ভবেন্মাঞ্জিষ্ঠরাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা। উ. নী, স্থা। ৯৭

[১]কুসুম্ভসদৃশ রাগ[২] স্বরূপপ্রকাশ মঞ্জিষ্ঠা সভার শ্রেষ্ঠ মাদন-বিলাস[৩]।
মাদন[৩] মোদন[৪] রূঢ়[৫] অধিরূঢ়[৬] করি বিপ্রলম্ভ[৭] সম্ভোগাদি[৮] রসের মাধুরী।
রসের বিষয় রসের আশ্রয় পূর্বরাগ[৯] যত্ন করি শুনে ইহার বিবরবিভাগ।
রসের[১০] বিষয় কৃষ্ণ নায়কশিরোমণি রসাশ্রয়ার সর্বশ্রেষ্ঠা রাধা ঠাকুরানী।

'উজ্জ্বলনীলমণির' মতে, রসের বিষয় কৃষ্ণ, রসের আশ্রয় শ্রীরাধিকা ও মধুর ভজনই শ্রেষ্ঠ ;—

[১]রাগভক্তি পরাকাষ্ঠা এ সব বচন উজ্জ্বলভজন-শ্রেষ্ঠ রাগপ্রবর্তন।

দীক্ষাগ্রহণবিষয়ে গুরুনির্বাচনে কবির উক্তি ;—

[১]রাগানুগাভজন-কথন-অধিকারী তাঁর স্থানে যুগ্মমন্ত্র নিব যত্ন করি।

কবি বলিয়াছেন, তিনি সতত কুঞ্জসেবা-জিজ্ঞাসা, স্বীয় অভীষ্টানুসরণ এবং সখীগণের মধ্যে গুরুর চিন্তা করিবেন। সখীগণের মধ্যে প্রিয় নর্মসখীই[১১] শ্রেষ্ঠ। এই হেতু কবির অভিলাষ, সখীগণের একজন হইয়া তিনি কৃষ্ণসেবায় তাম্বূলরচনা পাদসংবাহনাদি করিবেন। কবির এইরূপ কামনায়, তাঁহার 'সখী-ভেকিত্বের' বিষয় পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ১৭

২ কুসুম্ভরাগঃ স জ্ঞেয়ো যশ্চিত্তে সজ্জতি দ্রুতং
অন্যরাগচ্ছবিব্যাপ্তী শোভতে চ যথোচিতং। উ. নী, স্থা।৯৪

৩ মোদনোমাদনশ্চাসাবধিরূঢ়ো দ্বিধোচ্যতে।

৪ মোদনঃ স দ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্তসৌষ্ঠবং। ঐ, ঐ। ১২৫
সম্ভোগে মাদন বিরহে মোহন তার নাম। চৈ. চ, ২।২৩

৫ উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে। উ. নী, স্থা। ১১৭; চৈ. চ, ২।২৩

৬ রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাং
যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে। ঐ, ঐ। ১২৩

৭ যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ। ঐ, বিপ্রলম্ভ।৩

৮ দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে। ঐ, সম্ভোগ।৪

৯ রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে। ঐ, পূর্বরাগ।৫

১০ বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যতাং মধুরা রতিঃ
নীতা ভক্তিরসঃ প্রোক্তো মধুরাখ্যঃ মনীষিভিঃ। ঐ, নায়কভেদ।৩

১১ প্রিয়নর্মবয়স্যাস্তু পূর্বতোঽপ্যভিতো বরাঃ
আত্যন্তিকরহস্যেষু যুক্তা ভাববিশেষিণঃ। ভ. র. সি, প. বি।৩।১৬

সর্বদা কৃষ্ণের নিত্যলীলা-স্মরণই সাধকের রাগমার্গ-ভজনের লক্ষণ। সাধক সর্বদা গোপীপ্রেমের কথা বাক্যে প্রকাশ ও চিত্তে অনুশীলন করেন; সাধকের আর কিছুই কাম্য থাকে না। অতঃপর কবি নিত্যলীলা-শ্রবণাদির পরিণামে যুগলচরণ-প্রাপ্তির কথায় বলেন ;—

[1]বিচিত্র মাদন নাম ভাবের প্রধান   তাহার বিলাসে চিত্ত লীলার আখ্যান।
মাদন-মোহন[2] যোগবিয়োগ-লক্ষণ[3]   অনন্যভজনে পায় যুগলচরণ।

ব্রজলাভের নিমিত্ত সাধকের সতত উৎকণ্ঠা, তজ্জন্য নিত্যসিদ্ধ ভাবের সঞ্চার এবং অশ্রু-[4] কম্পাদি[5] অষ্ট সাত্ত্বিকের[6] আবির্ভাব হয়,—

[1]ব্রজভাব[7]-প্রাপ্তি লাগি উৎকণ্ঠা অন্তরে   নিত্যসিদ্ধ ভাব লাগি তাহাতে সঞ্চারে।
সেই ভাবে সিঞ্চিত হইল তার অঙ্গ   নিরন্তর অশ্রু কম্প প্রেমের তরঙ্গ।

রাধাকৃষ্ণের লীলাকথা সাধকের মনে সর্বদা উদিত হয় এবং তখন প্রেমের কথাশ্রবণেই তাঁহার পরম সুখ ; বৈধীভক্তি-শ্রবণের কথায় তাঁহার রুচি থাকে না এবং শাস্ত্রের ভাবহীন ভজন ও শাস্ত্রতর্ক তাঁহার মনঃপূত হয় না। ভাবের[8] অবধি না পাওয়া পর্যন্ত সাধক শাস্ত্রবিধি-অনুসারে ভজন করেন। শাস্ত্রতর্ক ভাবের পরিপন্থী। এইজন্য ইহা বৈধীভক্তি এবং ইহার ভক্ত বৈধীভক্তির অধিকারী।

গোপীভাবের সাধনব্যতীত স্বতন্ত্রভজনে শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি থাকেই, ইহা গোপীগণের কাম্য নহে। কামরূপা ভক্তির অনুগামিনী তৃষ্ণা কামানুগা ভক্তি[9]। ইহা দুই প্রকার,—

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ১৮

২ সম্ভোগে মাদন বিরহে মোহন তার নাম। চৈ. চ, ২।২৩

৩ উ. নী, সংযোগবিযোগস্থিতিঃ।

৪ ঐ, সাত্ত্বিক। ২০

৫ ঐ, সাত্ত্বিক। ১৪

৬ তে স্তম্ভস্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ। ভ. র. সি, দ। ৩।৭

৭ ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ
তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন। চৈ. চ, ২।৯

৮ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্যাংশুসাম্যভাক্
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে। ভ র. সি, ১।৩।১

৯ কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা। ঐ, ১।২।১৫৩

সম্ভোগেচ্ছাময়ী[1] ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা[2]। কৃষ্ণের সহিত কেলিবিষয়ে ভক্তি সম্ভোগেচ্ছাময়ী এবং যূথেশ্বরীর ভাবে ভাবিতা ভক্তি তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা। যদি কৃষ্ণসহ রিরংসার আত্মসুখ-বোধ থাকে, তাহা হইলে ব্রজ-অনুসারে উপাসনা করিলেও, রিরংসাদি হেতু সাধক 'মহিষীনগরী' প্রাপ্ত হন; তাঁহার ব্রজপুরী-লাভ কখনও হয় না। ইহার উদাহরণে কবি বলিয়াছেন;—

"মহাকূর্মপুরাণের[4] আছয়ে প্রমাণ অগ্নিপুত্র পাইল বাসুদেব ভগবান্।
অগ্নিপুত্র তপস্যা করিল বহুকাল নিজেন্দ্রিয়-সুখ তাতে আছিল মিশাল।

রাগলেশ-বিহীন বিধিমার্গে ভজন বৈধীভক্তি; এই হেতু বৈধীভক্তির বিপর্যয়ে মাধুর্য-ভজনের যোগ্যতা থাকে। রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জাদি সেবায় যিনি অনুগত, তাঁহার ভক্তিই তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকানুগামিনী। এই ভক্তিতে সাধকের মন শ্রীকৃষ্ণমূর্তির মাধুরীতে মুগ্ধ হয় এবং কৃষ্ণলীলা-শ্রবণে আসক্ত হয়। ইহার ফল, 'সাধনের সার'-প্রাপ্তি। এখানে 'সাধনের সার' অর্থে তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা রাগে সাধকের ব্রজপুরীলাভ। ইহার উদাহরণে কবি বলেন;—

"পুরাণে[5] শুনিএ ইথে প্রমাণ বিস্তর দণ্ডককাননবাসী যত মুনিবর।
তারা সব এই ভাব ধরি নিরন্তরে ভাবসিদ্ধ হঞা জন্মিলেন ব্রজপুরে।
গোপিকার ভাব প্রেমস্বরূপ হইলা গোপীদেহে রাসক্রীড়া বিহার করিলা।

ইহার পর নিজ-উক্তির সমর্থনে কবির কথা,—

"কামানুগা ভজনের এই মত হয়ে গোপিকার অনুগত বিনে সিদ্ধ নহে।

অতঃপর সম্বন্ধ-অনুগার সাধনফল-সমর্থনার্থ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও পৌগণ্ড নাই; ভক্তদের সুখী করিবার নিমিত্তই চন্দ্রের ন্যায় এই দুইটি ভাব কৃষ্ণে আরোপ করিতে হয়। পতি পুত্র ভ্রাতা পিতা ও মাতার ভাবে কৃষ্ণকে ভজনা[6]

---

১ কেলিতাৎপর্যবত্যেব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ

২ তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্যকামিতা। ভ. র. সি, ১।২।১৫৪

৩ শ্রী. ভ, পৃ ১৯

৪ অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে
ভর্তারঞ্চ জগদ্যোনিং বাসুদেবমজং বিভুম্। কূর্ম; ভ. র. সি, ১।২।১৫৮

৫ পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্
তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ। পদ্ম; ভ. র. সি, ১।২।১৫৩

৬ পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ। ঐ, ১।২।১৬২

করিলে সাধকের ব্রজপুরীলাভ নিশ্চিত। নন্দপরিকরে আপনাকে অনুগতভাবে কল্পনা করিতে হইবে ; কিন্তু পরিকর-ভিন্ন স্বতন্ত্র ভাব হইলে ব্রজপুরী লাভ হয় না। সেবা দ্বিবিধ,—মননারোপণা এবং দেহে নিত্যপরিবাররূপা। এইভাবে সিদ্ধিলাভার্থ সাধকের করণীয় বিষয় প্রসঙ্গতঃ বিবৃত হইয়াছে। অভীষ্ট বস্তুতে প্রেমময়তৃষ্ণাই রাগ। যে ভক্তির আত্মা রাগময়, তাহা রাগাত্মিকা। এই ভক্তি ব্রজবাসিগণে সুপ্রকট। এই ভক্তির অধিকার যাঁহার জন্মিয়াছে, তিনি,—

[1]আপনার ভালমন্দ না করে বিচার ইহারে কহিয়ে শুদ্ধ রাগের ব্যবহার।
কি বিধি অবিধি কিছু নাহিক বিচার কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সুখে সর্বথা বিহার।

তাঁহার সর্বদাই মনে হয়,—

[1]কৃষ্ণসুখ বিনা আর নাহি প্রয়োজন।

কেবল তাহাই নহে, কৃষ্ণকে দেখার জন্য তাঁহার মন সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকে এবং

[2]ইতিমধ্যে দৈবে পাইল কৃষ্ণদরশন আপনার ভাল মন্দ ছাড়িল তখন।
কৃষ্ণমুখ নিরখি রহিলা অনিমিখে কোথায় আছয়ে কিছু বিচার না দেখে।
মহারৌদ্র বৃষ্টি বাত শিলাবরিষণ কিছু নাহি মানে কৃষ্ণমাধুরীতে মন।

কৃষ্ণদর্শন পাইলে, সাধকের মন মহানন্দে পূর্ণ হয় ; তাঁহার কোনও বিষয়ের অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি ও ভালমন্দ ইত্যাদির, বিচার থাকে না ; গুরুজনের ভর্ৎসনায় তাঁহার কোনও দুঃখ নাই[3]। রাগাত্মিকা সাধক সর্বদাই ব্রজলোকে বিরাজ করেন।

অতঃপর কবি কামানুগা ভক্তির সংজ্ঞায় বলিয়াছেন ;—

[2]কামাত্মিকার তৃষ্ণাস্বরূপ পাইবার তরে অনুগতি তৃষ্ণা যেই ধরিল অন্তরে।
সেইজন মধুর ভজনে অধিকারী কামানুগা নাম তার জানিবে বিচারি।

কামানুগা ভক্তি দুই প্রকার,—সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তদ্ভাবেচ্ছাময়ী। কেলি ও তদ্বিষয়া রতি সম্ভোগেচ্ছাময়ী এবং শ্রীরাধিকার মাধুর্যভাব কামনাময়ী রতি তদ্ভাবেচ্ছা। রাগানুগা ভক্তি প্রগাঢ় হইলে ভক্ত রাধাকৃষ্ণের গুণলীলার আস্বাদনে বিহ্বল হন। রাধাকৃষ্ণলীলা-রসের তৃষ্ণা তাঁহার সতত জন্মায় ; অন্য কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে না, তিনি রাধাকৃষ্ণের নাম গুণ ও লীলাই গান করেন ও তাঁহাদের বিরহে উন্মত্তপ্রায় হন। গোপীদের

১ শ্রী. ভ, পৃ ২০

২ ঐ, পৃ ২১

৩ গুরূণামগ্রতো বক্তুং কিং ব্রবীমি ন নঃ ক্ষমম্
গুরবঃ কিং করিষ্যন্তি দগ্ধানাং বিরহাগ্নিনা। বি. পু. ৫।১৮।২২

শ্রীকৃষ্ণভজনের মহিমা শুনিবার জন্য তাঁহার চিত্ত অধীর হয় এবং রসিক ভক্তকে দেখিলে তিনি কৃষ্ণলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। পরে, সর্বসাধনের সার 'কুঞ্জসেবাধিকার'-লাভের কথা উল্লেখ করিয়া কবি সাধনভক্তির বক্তব্য পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। শ্রীগুরুর আজ্ঞায় শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি প্রিয় নর্মসখীর অনুচর হইতে হইবে। নর্মসখীগণ রসের আকর এবং কুঞ্জে নিরন্তর রাধাকৃষ্ণসেবায় নিরত। কুঞ্জসেবা ইঁহাদেরই আজ্ঞাধীন। ইঁহাদের অনুগত ও আজ্ঞাকারী হইয়া রাধাকৃষ্ণের সেবাই কবির কামনা। সেই কামনা তিনি এখানে সুপরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। কুঞ্জসেবার অধিকার-লাভে ইচ্ছুক হইয়া নিবন্ধকার শ্রীরূপগোস্বামীর শ্রীচরণবন্দনাপূর্বক তাঁহার 'অনুগতি' স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার পাদপদ্ম ইষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার অনুগতিতেই বৃন্দাবনে কুঞ্জসেবার অধিকারলাভ হইবে। অতঃপর কবি শ্রীরূপগোস্বামীর প্রশংসায় বলিয়াছেন, তিনি ভক্তিশিক্ষাগুরু। তাঁহার অনুসরণ করিলে ভক্তিধর্ম সিদ্ধ হয়। অতএব আনুগত্যসিদ্ধি ও কুঞ্জসেবা-পরিপাটির নিমিত্ত কবি তাঁহারই অনুগমন করিয়া অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের লীলাপরিকরে স্থান পাইবেন।

পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের আলোচনাপূর্বক নিবন্ধকারের মন্তব্য এই, কৃষ্ণের রাগভজনের বিষয়শ্রবণে সাধক কৃতার্থ হয় এবং তাঁহার কৃষ্ণভক্তিলাভ হয়। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তগণের কৃপায় সাধকের রাগমার্গে পরিপুষ্টিলাভ হয়। ভক্তগণের মতে, ইহাই পুষ্টিমার্গ-রাগানুগা ভক্তি। পরিশেষে, সাধনভক্তির উপসংহারে কবি বলিয়াছেন ;—

[১]শ্রীরূপপাদারবিন্দ-আজ্ঞা শিরে ধরি করিলাঙ বৈধীরাগ-ভজন বিচারি।
শ্রীগুরুপাদারবিন্দ ধরি শিরোপরি রসময়দাস কহে সাধনলহরী।

৭ ভাবভক্তি ॥

তৃতীয় লহরীতে নিবন্ধকার ভাবভক্তির রসবিশ্লেষণ করিয়াছেন। সাধক কখন এই ভাবভক্তির অধিকার লাভ করিতে পারেন, এই প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন ;—

[২]ক্লেশ দুর্বাসনা সব নাশিল সাধনে নির্মল হইল চিত্ত শ্রবণ-কীর্তনে।
তার চিত্তে ভাবচন্দ্র করেন উদয় অবিদ্যা অজ্ঞান-তম করি পরাজয়।

ভাবভক্তির উদয়ে অবিদ্যা প্রধান অন্তরায়। এই অবিদ্যা নষ্ট করিতে হইলে সমস্ত বাসনা মন হইতে দূর করিতে হয় এবং সতত ভগবানের নামশ্রবণ ও তাঁহার নামমাহাত্ম্য-কীর্তনে চিত্ত বিশুদ্ধ করিতে হয়। যাহা শুদ্ধসত্ত্ব-গুণে[৩] আত্মাকে ভূষিত ও মোক্ষ তিরস্কৃত করে,

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ২২

২ ঐ, পৃ ২৩

৩ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্যাংশুসাম্যভাক্
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে। ভ. র. সি, ১।৩।১

যাহার সহিত প্রেমরূপ সূর্যকিরণের সাদৃশ্য আছে, যাহা রুচির প্রভাবে চিত্তকে নির্মল করে, তাহাই ভাবভক্তি। সূর্যোদয়ের পূর্বে যেমন কিরণ অল্পশঃ প্রকাশ পায়, তদ্রূপ প্রেমরূপ সূর্যের প্রথম কিরণের আভাসই ভাবভক্তি। প্রেমের প্রথমাবস্থাই ভাব, কারণ ইহা ক্রমে প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়। প্রেমভক্তির অঙ্কুরই ভাব। এই ভাবের উদয়ে চিত্তে প্রথম বিকার জন্মে। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্যের প্রতি অভিলাষ থাকিলে অথবা মোক্ষ-কামনা মুখ্য হইলে, সাধক কখনও ভাবভক্তির অধিকারী হইতে পারেন না। এইরূপ শুদ্ধসত্ত্বচিত্তেই ভাবের উৎপত্তি। এই ভক্তি শেষে,—

[১]প্রগাঢ় হইলে ভাব প্রেমরূপ কয় স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ হয়।
সাত্ত্বিক অষ্টম যাতে মহাভাব[২] সীমা কে কহিতে পারে ভাব-স্বরূপমহিমা।
তন্ত্রের[৩] প্রমাণ ইথে আছয়ে লিখন প্রথম বিকার হয়ে ভাবের লক্ষণ।

প্রেমের প্রথম অবস্থাকেই ভাব বলা যায়; ইহাতে অশ্রু কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব-সমূহের অল্পমাত্র উদয় হয়। সাত্ত্বিক ভাবসমূহ ভাবাবস্থায় অল্পমাত্র উদিত হয়, প্রেমাবস্থায় পরিপূর্ণভাবে সুপ্রকট হয়। ভাবভক্তি জন্মিবার পূর্বে সাধক শাস্ত্রবিধি-অনুসারে কৃষ্ণভজনা করেন। ইহাই বৈধীভক্তি। সাধকের হৃদয়ে যখন ক্রমে ক্রমে ভাবের উদয় হয়, তখন শাস্ত্রবিধির আর প্রয়োজন থাকে না; শুদ্ধসত্ত্ব দেহে এই ভাবভক্তি আবির্ভূত হয়। এই ভক্তি কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদের হেতুরূপা। ভাবের উৎপত্তি দুই প্রকারে হয়,—সাধনে ও কৃপায়, অর্থাৎ সাধনে অভিনিবেশ দ্বারা এবং দ্বিতীয়তঃ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহে। সাধনে অভিনিবেশ জন্য ভাব, বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধ। বৈধীভাব সাধকের মনে রুচি উৎপাদন করিয়া এবং কৃষ্ণে আসক্তি জন্মাইয়া রতি আবির্ভূত করে। নিবন্ধকার বৈধীভাব হইতে কৃষ্ণে রতি উৎপন্নের উদাহরণে বলিয়াছেন, নারদ প্রত্যহ সাধুগণের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতেন এবং তাঁহারা যখন নামগান করিতেন, তখন প্রত্যেক পদ শুনিবার পর কৃষ্ণের প্রতি নারদের রতি উৎপন্ন হইত[৪]। এইরূপে 'বর্ষা চাতুর্মাস্যা কথা' অর্থাৎ বর্ষা হইতে ক্রমাগত চারি মাস কৃষ্ণকথা প্রতি সন্ধ্যায় শুনিতে শুনিতে কৃষ্ণের প্রতি নারদের সুদৃঢ়তমা ভক্তি উদিত[৫] হইল। এই কাহিনী নারদ ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন।

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ২৩

২ মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্লভঃ
ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে। উ. নী, স্থা।১১১

৩ প্রেমস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে
সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ। তন্ত্র; ভ. র. সি, ১।৩।২

৪ ভ. র. সি, পৃ ১৯১

৫ ভা, ১।৫।২৬-২৮

অপর কাহিনী এই,—চন্দ্রকান্তি নামে ব্রহ্মচর্যব্রতপরায়ণা এক বৈষ্ণবী কৃষ্ণবিগ্রহদর্শনে মুগ্ধ হইয়া দিবারাত্রি নামকীর্তন করিতে করিতে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয়[১]। ইহাই রাগানুগা সাধনাভিনিবেশজ ভাবভক্তি। সাধনব্যতিরেকে সহসা যে ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাই কৃষ্ণের অথবা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদজনিত। এই ভাব তিন প্রকার,— বাচিক আলোকদানজ ও হার্দ। ইহাদের উৎপত্তির সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন ;—

[২]বচনে প্রসাদ কৃষ্ণ করে ভক্ত প্রতি ইহারে কহিয়ে বাচিকপ্রসাদজ রতি।
দর্শনে আর্দ্রতা চিত্ত করিল যাহার তারে কহি আলোকদানজ ব্যবহার।
অন্তরে প্রসন্ন যারে তার হার্দ নাম এই কৃষ্ণপ্রসাদজ ভাব সুখধাম।

'রতির' অর্থ ভাব। শাস্ত্রের প্রমাণে রতি ও ভাব একার্থক, প্রেমবোধক নহে। রতি পাঁচ প্রকার,—শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর। ইহারা পঞ্চরসের অঙ্কুরস্বরূপ ; পঞ্চরস ভিন্ন আরও সপ্তরস গৌণভাবে আছে। যাঁহাদের ভাবের বা রতির উদ্গম হইয়াছে, সেই সকল সাধকে ক্ষান্তি অব্যর্থকালতা বিরাগ মানশূন্যতা আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সর্বদা রুচি কৃষ্ণবসতি-স্থলে প্রীতি এবং ভগবদ্‌গুণকথনে আসক্তি, এই অনুভাবসমূহ[৩] প্রকাশ পায়। অনুভাব ভাবেরই বোধক। এই অনুভাবসমূহ কৃষ্ণের প্রতি রতির প্রমাণ। অন্তঃকরণের দ্রবভাবই রতির চিহ্ন ; মুমুক্ষুতে ইহার উদয় হয় না। মুক্তিসাধক যাহা অন্বেষণ করেন, কৃষ্ণভক্ত তাহা গোপন করেন, অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তের মুক্তি কাম্য নহে। ভুক্তি মুক্তি ও কামনা বিশুদ্ধ ভক্তির পরিপন্থী, এই হেতু ভুক্তি ইত্যাদির সাধক কৃষ্ণপদে শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে পারেন না। ইঁহারা জন্ম হইতে কথনও শুদ্ধভক্তি জানেন না ; সুতরাং তাঁহাদের হৃদয়ে শান্ত দাস্যাদি ভাব জন্মে না। মুমুক্ষুদের চিত্তে অশ্রুকম্পাদি রতিলক্ষণ দৃষ্ট হইলেও তাহা রতি নহে, রত্যাভাস ; ইহা বালকেরই চমৎকারজনক, শুদ্ধভক্তি-পথিকের নহে। রত্যাভাস দুই প্রকার,— ছায়া ও প্রতিবিম্ব। শ্রবণকীর্তনাদি কৃষ্ণের প্রিয় ক্রিয়া, জন্মতিথি ইত্যাদি কাল, বৃন্দাবনাদি দেশ এবং ভগবদ্ভক্তগণের সান্নিধ্য হেতু কখন কখনও রতি উৎপন্ন হইতে পারে ; কিন্তু স্থায়ী হয় না। এই ছায়া ও প্রতিবিম্ব রত্যাভাস জন্মিলেও ভোগীর বা মুক্তিকামীর হৃদয়ে স্থায়িত্বলাভ করে না। যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব, তাঁহাদের হৃদয়েই রতি চিরস্থায়ী। প্রতিবিম্ব ও ছায়া সাধকে সৌভাগ্যবশতঃই জন্মে।

---

১ ভ. র. সি, পৃ ২১৫

২ প্রী. ভ, পৃ ২৪

৩ অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ
তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া। ভ. র. সি, ২।২।১

কৃষ্ণের প্রিয়জনের প্রসাদে ভাবাভাসও ভাবে পরিণত হয়; কৃষ্ণভক্তের নিকট সাধকের অপরাধ ঘটিলে উৎকৃষ্ট ভাবাভাস সমূলেই বিধ্বস্ত হয়। কৃষ্ণের প্রিয়তম ব্যক্তিদিগের নিকট গুরুতর অপরাধ জন্মিলেও ভাব অভাবত্বপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একেবারেই বিনষ্ট হয় অথবা এই ভাব আভাসতায় কিংবা হীনজাতীয়তায় পরিণত হয়। সাধনব্যতিরেকে কাহারও ভাবোদয় দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে, ইহা তাঁহার জন্মান্তরীণ সুসাধনেরই ফল[১]; উহা কোনও বিঘ্নহেতু নিরুদ্ধ থাকিয়া পরজন্মে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবভক্তি হেতু প্রত্যহ কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য উন্মত্ততা বাড়িতে থাকে; এই ভাব কৃষ্ণের প্রসাদজাত। ইহার বিষয়ে কবির অভিমত, ভাবচন্দ্রের আবির্ভাবই ইহার কারণ। এই ভাব লোকোত্তর-চমৎকারজনক। ইহা সর্বশক্তি প্রদান করে এবং ইহার প্রভাব অতুলনীয়। যাঁহার মনে ভাবোদয় হইয়াছে, তাঁহার কোনপ্রকার বৈগুণ্য থাকিলে, তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ উচিত নহে; তিনি কৃষ্ণের প্রসাদেই সর্বাপদ হইতে উত্তীর্ণ হন; কৃষ্ণভক্তের সর্বদা সর্বত্রই জয়। ইহার সমর্থনে নিবন্ধকার নৃসিংহপুরাণের[২] প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবল আনন্দই রতির স্বরূপ; এই রতি হইতে নিঃসৃত উষ্মাও কোটি কোটি চন্দ্রাংশু হইতেও স্নিগ্ধতর। অতঃপর নিবন্ধকার ভাবভক্তির উপসংহারে বলিয়াছেন;—

[৩]রূপসনাতন-পাদপদ্মে করি আশ অল্পমাত্র ভাবকথা করিল প্রকাশ।
শ্রীগুরুপাদারবিন্দ ধরি শিরোপরি রসময়দাস কহে ভাবের লহরী।

॥ প্রেমভক্তি ॥

ভাবভক্তিরস-বিশ্লেষণের পর নিবন্ধকার প্রেমভক্তির লক্ষণবর্ণনায় বলিয়াছেন;—

[৪]প্রেমের লক্ষণ এবে কহি তারপর অনন্যমমতা প্রেম ধরে নিরন্তর।
ভাবভক্তি প্রগাঢ় হইলে প্রেম নাম সম্যক্ মসৃণিত স্বান্ত মমত্বের ধাম।
স্বান্ত আকার সদা মমতা-অঙ্কিত ইহারে কহিয়ে প্রেম শাস্ত্রেত বিদিত।

যাহাতে অন্তঃকরণ সুনির্মল এবং মমত্বের আধারভূত অর্থাৎ 'আমার' এই জ্ঞানবিশিষ্ট হয়, তাহাই শাস্ত্রবিদিত প্রেম। অন্য কোনও বিষয়ে যাহাতে মমতামাত্র না থাকে, তাহাই প্রেম-ভক্তির লক্ষণ। প্রহ্লাদ ভীষ্ম প্রভৃতি ভক্তের এই প্রেমই অভিমত[৫]।—

---

১ সাধনেক্ষাং বিনা যস্মিন্নকস্মাৎ ভাব ঈক্ষ্যতে
বিঘ্নস্থগিতমত্রোহহং প্রাগ্‌ভবীয়ং সুসাধনম্। ভ. র. সি, ১।৩।২৭

২ নৃ; ভ. র. সি, ১।৩।৩০

৩ শ্রী. ভ, পৃ ২৫

৪ ঐ, পৃ ২৬

৫ অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ। প; ভ. র. সি, ১।৪।২

[1]অনন্যমমতা মাত্র না থাকে যাহাতে প্রেমভক্তি-লক্ষণ কহিলা ভাগবতে[2]।

কবির মতে, প্রেমসঙ্গতা ভক্তিই সান্দ্রানন্দরূপ। ইহাতে স্বেদস্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিক[3] ভাবের উদয় হয়।

ভাবোত্থ ও প্রসাদোত্থ ভেদে প্রেম দ্বিবিধ। আবার ভাবোত্থ, বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দুই প্রকার। অতঃপর ভাগবতানুসারী[4] বৈধীভাবোত্থ প্রেমের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

রাগানুগাভাবোত্থ প্রেমের উদাহরণ কবি পদ্মপুরাণ[5] হইতে দিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য-ব্রতপরায়ণা চন্দ্রকান্তির কৃষ্ণকথাশ্রবণে যেদিন কৃষ্ণপ্রেম জন্মিল, সেইদিন হইতেই তিনি অনন্যমমতা হইয়া কৃষ্ণমূর্তির ধ্যান করিতে করিতে পতিকেও পরিত্যাগ করিলেন। পরে তিনি,—

[1]কৃষ্ণে অবিচ্ছিন্নমতি কৃষ্ণগুণ গাঞা নিত্যপরিকরে গেলা নিত্যসিদ্ধ হঞা॥

কৃষ্ণের প্রসাদোত্থ প্রেমের লক্ষণে ভাগবতানুসারে[6] কবির বিবৃতি;—শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গদানে যাঁহাকে প্রেমে অনুগৃহীত করেন, তিনি মহত্তম-সেবাও করেন না[7]। ব্রতাচরণ তপশ্চর্যা ইত্যাদিতে তাঁহার প্রয়োজন নাই; কেবল কৃষ্ণসংসর্গেই তিনি প্রেমভক্তি লাভ করেন।

কৃষ্ণপ্রসাদোত্থ প্রেম দুই প্রকার,—মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত ও কেবল। মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেমের লক্ষণ,—

[1]মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত দৃঢ় প্রেম হয় স্নেহভক্তিমান্ তাহে পুরাণে কহয়।
সেই প্রেম হৈতে সার্ষ্ট্যাদিক লাভ হয়ে মহিমাজ্ঞান-যুক্ত[8] এই জানিবে নিশ্চয়ে।

অর্থাৎ প্রেমভক্তি ব্যতিরেকে সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তিলাভ হয় না। অভিসন্ধিশূন্য এবং শ্রীকৃষ্ণে প্রেমপরিপ্লুত নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিই 'কেবল'[9] প্রেমভক্তি। ইহার ফল,—

---

১ শ্রী. ভ. পৃ ২৬

২ ভা, ১০।৩০।৫-৯

৩ স্বেদস্তম্ভোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ মতাঃ। ভ. র সি, দ।৩।৭

৪ ভা, ১১।২।৪০

৫ পদ্ম; ভ. র. সি, ১।৪।৫

৬ ভা, ১১।১২।৭

৭ ভ. র. সি, ১।৩।৭

৮ মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তস্তু সুদৃঢ়ং সর্বতোঽধিকঃ
স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া সার্ষ্ট্যাদি নান্যথা। ভ. র. সি, ১।৪।৮

৯ মনোগতিরবিচ্ছিন্না হরৌ প্রেমপরিপ্লুতা
অভিসন্ধিবিনির্মুক্তা ভক্তির্বিষ্ণুবশঙ্করী। ঐ, ১।৪।৯

[1]কৃষ্ণবশকরী সেই প্রেমা-সুনিশ্চয় ব্রজ-নিত্যপরিকরে সদা বিরাজয়।

ঐশ্বর্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম বিধিমার্গানুসারী অর্থাৎ বৈধীভক্তি-যুক্ত ; রাগমার্গ-প্রেম 'কেবলা' অর্থাৎ মাধুর্যজ্ঞানযুক্ত প্রেমভক্তি। অনন্তর নিবন্ধকার প্রেমের আবির্ভাববিষয়ে যে নয়টি সোপান নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাদের ক্রম এইরূপ,—শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ ভজনাচার অনর্থ-নিবৃত্তি নিষ্ঠা রুচি আসক্তি ভাব ও প্রেম[2] ; ইহার মধ্যে পূর্ব হইতে পর পর সোপানের উৎপত্তি। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত সাধক দ্বন্দ্বাতীত অর্থাৎ তিনি সুখ দুঃখ বা ভালমন্দ কিছুই জানেন না ; কারণ পরম প্রেমরসে তাঁহার মত্ততা দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। স্নেহাদি প্রেমের বিলাস সাধারণজনে প্রকাশ পায় না ; এই হেতু কবি বলিয়াছেন ;—

[3]স্নেহাদি[4] যতেক ভাব প্রেমের[5] বিলাস স্নেহ মান[6] প্রণয়[7] রাগ[8] অনুরাগ[9] প্রকাশ।

ভাব[10] মহাভাব[11] অনুভাব[12] ব্যভিচারী[13] বিভাব[14] সাত্ত্বিক[15] সব প্রেমের লহরী।

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ২৬

২ সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন
সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থনিবর্তন।
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয়। চৈ. চ, ২।২৩

৩ শ্রী. ভ, পৃ ২৭

৪ আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে। উ. নী. স্থা।৫৭

৫ সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ। ঐ, ঐ। ৪৬

৬ স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা বাপ্ত্যা মাধুর্যং মানয়ন্নবং
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে। ঐ, ঐ।৭১

৭ মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ। ঐ, ঐ।৭৮

৮ দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে। ঐ, ঐ।৮৪

৯ সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ং
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে। ঐ, ঐ।১০২

১০ অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে। ঐ, ঐ।১০৯

১১ মুকুন্দ মহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্লভঃ
ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে। ঐ, ঐ।১১১

১২ অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ
তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া। ভ. র. সি, দ।২।১

১৩ রাগঙ্গসত্ত্বহৃদ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ। ঐ, দ।৪।২

১৪ তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ। ঐ, দ।১।৬

১৫ কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ। ঐ, দ।৩।১-২

ভাবাদি প্রেমের অঙ্গসমূহ ভক্তগণে সতত বিদ্যমান। এই অঙ্গসমূহের বিবৃতিতে কবির উক্তি ;—

[১]ভাব আদি হৈলা সব প্রেমের অঙ্গতা শোভা[২] কান্তি[৩] দীপ্তি[৪] মাধুর্য[৫] প্রগল্ভতা[৬]।
ঔদার্য[৭] ধৈর্য[৮] লীলা[৯] বিলাস[১০] বিচ্ছিত্তি[১১] বিভ্রম[১২] কিলকিঞ্চিত[১৩] মোট্টায়িত[১৪] রীতি।
এই সব প্রেমের বিলাসভাবগণ নিত্য ভক্তগণে থাকে সর্ব লক্ষণ।

প্রেম হইতে মহাভাব[১৫] এবং মহাভাব হইতে প্রবল সাত্ত্বিক ভাব উদিত হয়। সাত্ত্বিক ক্রমে উদ্দীপ্ত ও সুদীপ্ত হইয়া রূঢ় অধিরূঢ় উন্মাদ দিব্যোন্মাদ[১৬] ইত্যাদি প্রেমবিলাস উৎপাদন

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ২৭

২ সা শোভা রূপভোগাদ্যৈর্যৎ স্যাদঙ্গভূষণম্। উ. নী, অনুভাব।৬৪

৩ শোভৈব কান্তিরাখ্যাতা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা। ঐ, ঐ।৬৫

৪ কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভিঃ
উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্তা চেদ্দীপ্তিরুচ্যতে। ঐ, ঐ।৬৫

৫ মাধুর্যং নাম চেষ্টানাং সর্বাবস্থাসু চারুতা। ঐ, ঐ।৬৫

৬ নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্ভতা। ঐ, ঐ।৬৫

৭ ঔদার্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্বাবস্থাগতং বুধাঃ। ঐ, ঐ।৬৫

৮ স্থিরা চিত্তোন্নতির্যাতু তদ্ধৈর্যমিতি কীর্ত্যতে। ঐ, ঐ।৬৬

৯ প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ। ঐ, ঐ।৬৬

১০ গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্মণাং
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্। ঐ, ঐ।৬৭

১১ আকল্পকল্পনাল্পাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ। ঐ, ঐ।৬৯

১২ বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ
বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্যয়ঃ। ঐ, ঐ।৭০-৭১

১৩ গর্বাভিলাসরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্। ঐ, ঐ।৭০-৭১

১৪ কান্তস্মরণবার্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ
প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্যতে। ঐ, ঐ।৭৩

১৫ রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে
মহিষীগণের রূঢ় অধিরূঢ় গোপিকানিকরে।
অধিরূঢ় মহাভাব দুই ত প্রকার। চৈ. চ, ২।২৩

১৬ এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে। উ. নী, স্থা।১৩৭

করে। এইরূপে প্রেমভক্তির কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া নিবন্ধকার অন্য গ্রন্থ হইতে যে সাহায্য লইয়াছেন, তাহার উল্লেখে বলিয়াছেন ;—

[১]এই ত প্রেমের কথা সংক্ষেপে কহিল অন্যগ্রন্থ-কথা ইতে বহুত লেখিল।

গ্রন্থকথা-শ্রবণের ফলশ্রুতিতে কবির উক্তি ;—

[১]ইহার শ্রবণে ভাব প্রেম ভক্তি জানি শ্রীরূপপাদারবিন্দ-আজ্ঞা অনুমানি।

অতঃপর কবি ভক্তিবিষয়ে নিজ অক্ষমতা প্রকাশে সবিনয়ে বলিয়াছেন ;—

[১]নিজকৃত নহে কিন্তু গ্রন্থের বচন কৃপা করি আস্বাদ করিবে ভক্তগণ।
নিজাভীষ্ট চরণে করিয়ে বহু নতি কহিতেই কথা মোর কিসের শকতি।
দুই এক শ্লোকমাত্র করিল বিচার ভাবভক্তি প্রেমভক্তি সাধন-আচার।

গ্রন্থ-শেষে নিবন্ধকার গুরুদেব, শ্রীরূপগোস্বামী ও মহান্তগণের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন এই বলিয়া ;—

[১]কৃষ্ণভক্তি বর্ণিলাম গ্রন্থরস-কথা শুনিলে পরম সুখ পাইবে সর্বথা।
[২]শ্রীগুরু-পাদারবিন্দ নিজ শিরে ধরি শ্রীরূপগোসাঞীর পাদপদ্মে নমস্করি।
বন্দিয়া সকল মহান্তের পদধূলি রসময়দাস কহে কৃষ্ণভক্তিবল্লী।

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ২৭
২ ঐ, ২৮

॥ বক্তব্যবিষয়ের বস্তুসংক্ষেপ ॥

॥ প্রথম লহরী ॥

এই অংশে উত্তমাভক্তির স্বরূপলক্ষণাদি আলোচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অনুশীলনে, সর্ব বাসনা হইতে মুক্তিতে এবং জ্ঞানকর্মবন্ধ-মোচনে উত্তমাভক্তি লাভ হয়। নিবন্ধকারের মতে, কর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য সংযম শুচিতা, ভক্তির অঙ্গ নহে; প্রকৃত ভক্তের মধ্যে জ্ঞান-কর্মাদি স্বতঃই প্রকাশ পায়। প্রকৃত বৈরাগ্যে ভক্তের কোনও বিষয়ে আসঙ্গ থাকে না, অনাসঙ্গ ভাবেই তিনি কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন; ফলে, কৃষ্ণের প্রতি ভক্তের আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ফল্গুবৈরাগ্যভাবাপন্ন ব্যক্তি মুক্তিকামনায় প্রাকৃতবুদ্ধি অনুসারে সমস্ত বিষয়ে আসক্তি পরিহার করেন। পার্থিব বিষয়ে সংসর্গ অর্থাৎ ভোগ অথবা মুক্তিকামনা প্রকৃতপক্ষে ভক্তির বিরোধী। উত্তমাভক্তির প্রকৃতি ষড়্‌বিধ,—ক্লেশঘ্নী (দুঃখ দূর করিবার শক্তি), শুভদায়িনী (শুভদানের ক্ষমতা), মোক্ষলঘুতাকারিণী (মোক্ষের লঘুতার বা অনাসক্তির প্রকাশক), সুদুর্লভা (অতি দুঃখে লব্ধ ভক্তি), সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা (ইহা গভীরানন্দস্বরূপ এবং ব্রহ্মলাভ-সুখ হইতেও উর্ধ্বে) এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী (যে ভক্তি কৃষ্ণকে প্রেমে মুগ্ধ করিয়া আকৃষ্ট করে)। শাস্ত্রযুক্তিতে শ্রীকৃষ্ণভক্তিলাভ হয় না।

সামান্য রুচি জন্মিলেই সাধক ভক্তিলাভ করেন।

॥ দ্বিতীয় লহরী ॥

ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণায় অর্থাৎ শ্রবণ কীর্তন ও দর্শনাদি দ্বারা সাধনীয়া সামান্যভক্তিই সাধনভক্তি। ভাবে বা অন্তরস্থিত অনুভূতিতে ইহা লভ্য নহে।

বৈধীমার্গ ও রাগমার্গ ভেদে সাধনভক্তি দ্বিবিধ। অনুরাগের উৎপত্তি বিনা কেবল শাসনভয়েই যে ভক্তির উদয় হয়, তাহা বৈধীভক্তি। ইহা বৈষ্ণবশাস্ত্রের নিয়মানু-সারে লভ্য। ইহার অঙ্গ চতুঃষষ্টি-প্রকার; তন্মধ্যে শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্যা ভাগবত-শ্রবণ, স্বজাতীয় ভক্তের সহবাস, মথুরামণ্ডলে অবস্থান ও নাম-সংকীর্তন, এই পঞ্চবিধই ভক্তির শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। একাঙ্গ ও অনেকাঙ্গ সাধনে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। একাঙ্গ-সাধনে অর্জুন উদ্ধব প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় প্রকার সাধনে মহারাজ অম্বরীষ উদাহরণস্থল।

রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা। ব্রজবাসী রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী। রাগানুগা এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা। যাঁহার চিত্তে রাগানুগা ভক্তি প্রগাঢ়, তিনি রাধাকৃষ্ণের

লীলারসে বিহ্বল; তাঁহার মঙ্গলামঙ্গলের বিচার থাকে না, অর্থাৎ তিনি দ্বন্দ্বাতীত হন। ব্রজবাসী ভক্তদিগের প্রেমাচরণের অনুসরণে ভগবানের আরাধনাই রাগমার্গের ভজন।

রাগাত্মিকা ভক্তি সম্বন্ধানুগা ও কামানুগা ভেদে দ্বিবিধ। যাঁহারা শ্রীনন্দ যশোদা সুবলাদির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বাহ্যলীলারস আস্বাদনের অভিলাষী, তাঁহাদের স্ব স্ব সম্বন্ধানুরূপ ভক্তি সম্বন্ধানুগা; যাঁহারা ব্রজগোপীদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মধুর রসাস্বাদের অভিপ্রায়ে তদনুরূপ ভাবের অনুসরণ করেন, তাঁহাদের সেই কামাত্মিকা ভক্তিই কামানুগা। কামানুগা ভক্তি সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তাবেচ্ছাময়ী ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত কেলিবিষয়ে ভক্তি সম্ভোগেচ্ছাময়ী এবং যূথেশ্বরীর ভাবে ভাবিতা ভক্তি তত্তাবেচ্ছাময়ী।

'কুঞ্জসেবা'-ভজনে শ্রীকৃষ্ণভক্তি-লাভ হয়। শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরতিমঞ্জরী প্রভৃতির মধ্যে যে-কোনও নর্মসখীর অনুগতভাবে রাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবাই কুঞ্জসেবা। কুঞ্জসেবার সাধক হৃদয়রূপ কুঞ্জে সাক্ষাদ্‌ভাবে রাধাকৃষ্ণের সেবা করেন।

॥ তৃতীয় লহরী ॥

ভাব প্রেমের প্রথমাবস্থা। ইহাতে অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবসমূহের অল্পমাত্র উদয় হয়। সাধনবলে ক্লেশ দুর্বাসনা বিনষ্ট হইলে এবং ভগবানের নামগুণ-শ্রবণে চিত্ত নির্মল হইলে হৃদয়ে যে ভাবচন্দ্রের উদয় হয়, তাহাই ভাবভক্তি। ইহার ক্রমিক পরিণাম, প্রেমভক্তি।

ভাবভক্তি দুই প্রকার,— সাধনাভিনিবেশজ এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রসাদজ। সাধনাভিনিবেশজ ভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধ। বৈধীসাধকের চিত্তে রুচি উৎপাদন করিয়া এবং কৃষ্ণে আসক্তি জন্মাইয়া রতি আবির্ভূত করে; রাগানুগা কৃষ্ণদর্শনজন্যরতি-লক্ষণা; ইহা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া প্রেমভক্তিতে পর্যবসিত হয়।

সাধনব্যতিরেকে সহসা যে ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রসাদজাত। ইহা তিন প্রকার,— বাচিক আলোকদানজ ও হার্দ। বচনপ্রসাদে 'বাচিক', দর্শনদানে 'আলোকদানজ' এবং অন্তরপ্রসন্নতায় 'হার্দ' ভক্তি উৎপন্ন হয়।

যাঁহাদিগের হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুরমাত্র জন্মিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিতে ক্ষান্তিবৈরাগ্যাদি অনুভাব প্রকাশ পায়।

কীর্তনাদি হেতু মুমুক্ষুদের মধ্যে অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব দৃষ্ট হইলেও তাহা রতি নহে,— রত্যাভাস। ইহা দুই প্রকার,— ছায়া ও প্রতিবিম্ব। এই দ্বিবিধ রত্যাভাস মোক্ষকামীর হৃদয়ে উৎপন্ন হইলেও চিরস্থায়ী হয় না, শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মার হৃদয়েই ইহা চিরস্থিতি লাভ করে।

সাধনব্যতিরেকে যে ভাবোদয় হয়, তাহা প্রাগ্‌ভবীয় অর্থাৎ পূর্বজন্মের সুসাধন জন্য।

কৃষ্ণের প্রতি উত্তরোত্তর অভিলাষবৃদ্ধিই রতির উল্লাস বা আধিক্যের ফল। এই উল্লা কোটি চন্দ্রের কিরণ হইতেও স্নিগ্ধতর।

॥ চতুর্থ লহরী ॥

প্রেমভক্তি ভাবভক্তির পরিপক্ক অবস্থা। ভাবের গাঢ় (সান্দ্রানন্দ) পরিণতিই প্রেমভক্তি। ইহাতে সাধকের মন সম্পূর্ণভাবে কোমলতা প্রাপ্ত হয়; অনন্যমমতাও প্রেমভক্তির অন্যতম লক্ষণ।

সাধনভক্তির পুনঃপুনঃ অনুশীলনে রতির আবির্ভাব হয়; এই রতি গাঢ় হইলেই প্রেমে পরিণত হয়। নারদাদি সাধকগণের মতে, ইহাই প্রেমভক্তি। কৃষ্ণভিন্ন বিষয়ে মমত্ব পরিহারই ইহার লক্ষণ।

ভাবোত্থ ও কৃষ্ণপ্রসাদোত্থ ভেদে এই রতি (ভাব) দ্বিবিধ। অন্তরঙ্গ ভক্ত্যঙ্গের নিরন্তর অনুশীলনে যে পরমোৎকর্ষ ভাব, তাহাই ভাবোত্থ প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে সঙ্গদানজ প্রেম প্রসাদোত্থ। ইহা মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত এবং কেবল ভেদে দ্বিবিধ। ইহার প্রথম প্রেম বিধিমার্গানুসারী; কৃষ্ণে অবিচ্ছিন্নমতিত্ব দ্বিতীয় প্রেম।

শ্রদ্ধাদি অষ্ট সোপান অতিক্রমের পরে নবম স্তরে প্রেমলাভ হয়। প্রেমসঞ্চারে স্নেহাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পায়। এই প্রেম হইতে পরিশেষে মহাভাবের উৎপত্তি।

॥ গ্রন্থকারের অন্যান্য রচনাবলী ॥

রসময়দাসের অন্য রচনার মধ্যে 'প্রাপ্তিদুর্লভ' ও 'ভাণ্ডতত্ত্বসার' নামে দুইখানি বৈষ্ণব-নিবন্ধগ্রন্থের উল্লেখ[১] পাওয়া যায়। উভয় গ্রন্থই সহজিয়া সাধনমার্গের মর্মনির্দেশক। 'প্রাপ্তিদুর্লভ' গ্রন্থখানি সহজিয়া সাধনবিষয়ক। যে সহজিয়া রতি অতি দুর্লভ সাধনায় পাওয়া যায়, তাহারই পদ্ধতি ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। 'ভাণ্ডতত্ত্বসার' যোগধর্ম ও ভক্তিধর্মের সংমিশ্রণে রচিত; 'ভাণ্ড' কায়ার প্রতীক, তাহার তত্ত্বের নির্যাসই 'ভাণ্ডতত্ত্বসার'। রসময়দাসের গীতগোবিন্দের বঙ্গানুবাদ সুবিদিত ও বহুল প্রচলিত। ইহার মুদ্রিত গ্রন্থ ও নানা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে[২]। বিশ্বভারতীর সংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যে রসময়দাসের তিন খানি গীতগোবিন্দের বঙ্গানুবাদ আছে[৩]।

১ বা. সা. ই, পৃ ৪২৩

২ ঐ পৃ ৬৩৩ ও পাদটীকা

৩ বি. ভা. পুঁ, ২৩৫৪, ২৮৫৩, ৪০৮৩

অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় রসময়দাসের 'রসতত্ত্বসার' ও 'সূচক' নামে গ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন[১]। 'রসতত্ত্বসার' রসিকদাসের ভনিতায়ও পাওয়া যায়, বলিয়াছেন[২]। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে তিনি 'রসতত্ত্বসারের' আলোচনায়[২] রসময়দাসের উল্লেখমাত্র না করিয়া রসিকদাসের নামে গ্রন্থকর্তৃত্ব আরোপ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় মনীন্দ্রবাবু 'সূচক' গ্রন্থখানি রসময়দাসের ভনিতায় আছে বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৫৯ সংখ্যক পুঁথিখানির উল্লেখ করিয়াছেন,[৩] কিন্তু 'সূচক' সম্পর্কে আলোচনায় বলিয়াছেন,[৪] ইহার গ্রন্থকার রাধাবল্লভদাস। তাঁহার সমগ্র গ্রন্থে রসময়দাসের 'সূচক' গ্রন্থের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। আমরা এই গোঁজামিলের অর্থভেদ করিতে পারিলাম না।

॥ রসময়দাসের 'গীতগোবিন্দ-ভাষা' ও 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর' তুলনা ॥

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' অনুবাদকগণের মধ্যে রসময়দাস অন্যতম ও প্রাচীনতম। শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর সহিত এই অনুবাদগ্রন্থের অপ্রকাশিত পুঁথি-অবলম্বনে[৫] সংক্ষেপে তুলনা-মূলক আলোচনা করা যাইতেছে।

গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী গ্রন্থদ্বয়ের বিষয় মূলতঃ ভিন্ন। গীতগোবিন্দের অনুবাদে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর বিষয় ভক্তিতত্ত্বমূলক। বৈধী ও রাগমার্গের সাধনতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে আলোচিত হইয়াছে। 'গীতগোবিন্দ-ভাষা' অনুবাদগ্রন্থ হওয়ায় মূলবহির্ভূত বিষয়যোজনার অবকাশ ইহাতে অতি-অল্পই। শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী ও গীতগোবিন্দ-ভাষার রচয়িতা একই বলিয়া উভয় গ্রন্থে কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

---

১ গো. চৈ. স. কা, পৃ ৩০০

২ ঐ পৃ ৫৯, ৭৮, ১৩৭, ২৪০, ২৭১, ২৭৪, ২৭৯

৩ ঐ পৃ ৩০০

৪ ঐ পৃ ২৮০

৫ 'গীতগোবিন্দভাষা', বি. ভা. পুঁ, ২৩৫৪

ভনিতা, অতি দীন অতি হিন রসময়দাস।

শ্রীগীতগোবিন্দভাষা করিলা প্রকাশ। ৫৬ক

পুষ্পিকা: ইতি শ্রীগীতগোবি[ন্দ] কিন্দুবিল্বীয় শ্রীজয়দেব কবিরাজকৃত গীতগোবিন্দাক্ষ: প্রবন্ধ: সমাপ্ত:। অস্থানস্থিতিহেতোগু র্ণবানাপিহাগুতামেতি। জয়তিস্তনাবলম্বি মনিরমনীয়ো যথাহারঃ। লিখিতং শ্রীগোবিন্দদাস বৈরাগি:। শ্রীহরিঃ। সন ১২১৭ শাল তারিখ ২৯ বৈশাখ বৃহস্পতিবার শুক্লপক্ষে তিথি ৭ সপ্তমী বেলা ৬ ছয় দণ্ডে গ্রন্থ সমাপন। মোকাম তারাপুর। শ্রীহরির্জয়তি।

বিশ্বভারতী-সংগ্রহে ইহার ২৮৫৩ ও ৫০৮৩ সংখ্যক পুঁথি দুইখানি অর্বাচীন।

জয়দেবের অনুসরণে গীতগোবিন্দ-ভাষার বন্দনাংশে গুরুর বন্দনা নাই ; শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বল্লীতে নিবন্ধকার স্বাধীনভাবে প্রথমে 'শ্রীগুরুচরণে' প্রণতি জানাইয়াছেন। এই গ্রন্থে রসময়দাস স্বীয় সাধকজীবনের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন ; সেই সাধনায় গুরুর আজ্ঞানুবর্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে হয় ; এই হেতু রসময়দাস শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে গুরুরই পাদবন্দনা সর্বাগ্রে করিয়াছেন।

মূলে না থাকিলেও যুগপ্রভাবে রসময়দাস গীতগোবিন্দ-ভাষায় 'শচীসুত ব্রজেন্দ্রকুমারের' প্রথমে বন্দনা করিয়াছেন।—

জয় জয় শচীসুত ব্রজেন্দ্রকুমার কৃপা করি দেহ নিজ সেবা অধিকার। গী. ভা, ১খ

উভয় গ্রন্থে 'নিত্যানন্দ প্রভুর' বন্দনায় বিশেষ ঐক্য আছে ;—

জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপার সাগর। গী. ভা, ১খ

জয় জয় নিত্যানন্দ প্রভু কৃপার সাগর। শ্রী. ভ, পৃ ১

এই দুই গ্রন্থেই রসময়দাস নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনার পরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের বন্দনা করিয়াছেন।—

জয় জয় অদ্বৈত গোসাঞী কৃপার ধাম তোমার চরণে করি সহস্র প্রণাম। গী. ভা, ১খ

পরে, রসময়দাস শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে গদাধর পণ্ডিত শ্রীনিবাস আচার্য স্বরূপ জগদানন্দ হরিদাস মুকুন্দ নরহরি শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাত্মগণের পাদবন্দনা করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি গীতগোবিন্দ-ভাষায় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য প্রভুর বন্দনার পর অন্য কোনও বৈষ্ণবের বন্দনা না করিয়া বলিয়াছেন ;—

গৌরভক্তগণ সব করিল বন্দন শ্রবণে অভীষ্টলাভ সংসার মোচন। গী. ভা, ১খ

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে দেবতার বা অপদেবতার বন্দনা নাই, কিন্তু গীতগোবিন্দের অনুবাদে রসময়দাস বলিয়াছেন ;—

অরিষ্টদেবের করি স্মরণ বন্দন তারপর করি গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ। গী. ভা, ১খ

পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে বৈধী ও রাগ মার্গে ভজনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে ; গীতগোবিন্দের অনুবাদে একস্থানে এই ভজনের কথা পাওয়া যায়।—

রাগমার্গে পথিক হইব জেই জন নিত্যলীলা স্মরণের পরম কারণ।
শ্রীগীতগোবিন্দ নাম গ্রন্থ মহাসার সর্বলোক স্মরণের নাহি অধিকার।
কেবল রসিক ভক্ত ইথে অধিকারী অতি গূঢ় কুঞ্জলীলা জানিবে বিচারি। গী. ভা, ১খ

এই 'কুঞ্জলীলার' কথা রসময়দাস শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন ;—

আর এক কথা কহি ভজনের সার কুঞ্জে সেবা পাইতে পরম অধিকার। শ্রী. ভ, পৃ ২২

কবির ক্ষমাপ্রার্থনা ও বিনয়প্রকাশ উভয় গ্রন্থের আরম্ভে প্রায় একরূপ।—

এই কাব্যে এক পদ্য লিখিতে না পারি শ্রীজয়দেব গোসাঞী সশঙ্ক আচরি। গী. ভা, ১খ

চর্বণ করিব তার চর্বিত প্রসাদ শ্রীরূপগোসাঞী মোর ক্ষম অপরাধ। শ্রী. ভ, পৃ ১

দুই গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতেও কবির বিনয়প্রকাশ একরূপই।—

অতি দীন অতি হীন রসময়দাস শ্রীগীতগোবিন্দ-ভাষা করিলা প্রকাশ। গী. ভা, ৬ক

নিজাভীষ্ট-চরণে করিয়ে বহু নতি কহিতেই কথা মোর কিসের শকতি। শ্রী. ভ, পৃ ২৭

শুদ্ধাভক্তির লক্ষণে রসময়দাস যাহা বলিয়াছেন, গীতগোবিন্দ-ভাষায় তাহার অনুবৃত্তি পাওয়া যায়;—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা। শ্রী. ভ, পৃ ৫

শ্রীকৃষ্ণপাদারবিন্দে একান্ত স্মরণ অন্য অভিলাষ জ্ঞান কর্ম বিসর্জন। গী. ভা, ৩খ

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর 'রাগমার্গ'-ভজন-প্রসঙ্গে গীতগোবিন্দ-ভাষার নিম্নলিখিত পয়ার দ্রষ্টব্য;—

রাধাকৃষ্ণ রসকেলি অবিধেয় জানি প্রতিপাদ্য প্রতিপদ সম্বন্ধ বাখানি।

সে সব ভাবিত অন্তঃকরণ যাহার সেই অধিকারী প্রেমিক ভক্ত নাম তার।

রাগমার্গ বিনে তবে জানিতে না পারি অতএব রাগানুগা ভক্তি-অধিকারী। গী. ভা, ৪ক

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর বন্দনাংশে ও গীতগোবিন্দ-ভাষার প্রথম সর্গে নিম্নোক্ত ছত্রগুলির বেশ মিল আছে;—

চর্বণ করিব তার চর্বিত প্রসাদ শ্রীরূপগোসাঞী মোর ক্ষম অপরাধ। শ্রী. ভ. পৃ ১

তবে যে লেখিয়ে করি উচ্ছিষ্ট চর্বণ আপন অশুদ্ধ চিত্ত করিতে শোধন। গী. ভা, ১০খ

সাধনভক্তি-প্রসঙ্গে রসময়দাস 'রাসস্থলী'-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, গীতগোবিন্দে তাহার ঐক্য আছে;—

মুরলীর ধ্বনি করি মহারাসস্থলে আনিঞা সকল গোপী ছাড়িল বিরলে। শ্রী. ভ, পৃ ২১

... ছাড়িলা সকল গোপী মহারাসস্থলে। গী. ভা, ১৩ক

কৃষ্ণবিরহে রাধার অবস্থাবর্ণন-প্রসঙ্গে গীতগোবিন্দে রসময়দাস যে উক্তি করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে তাহার অনুকরণ দেখা যায়;—

কি বলে কি করে কিছু বুঝিতে না পারি। গী. ভা, ১৮ক

কি করে কি বলে কিছু নাহিক নিয়ম। শ্রী. ভ, পৃ ২১

বাক্যাংশে ও শব্দপ্রয়োগেও উভয় গ্রন্থের সাদৃশ্য আছে;—

বিলাসের কূপ শ্রী. ভ, পৃ ১০

অমৃতের কূপে গী. ভা, ৮খ

ব্যাল ব্যাত্র শ্রী. ভ, পৃ ১২
ব্যাল গৃহে গী. ভা, ১৭ক
আপনা শোধিতে শ্রী. ভ, পৃ ২
আপন অশুদ্ধ চিত্ত করিতে শোধন গী. ভা, ১০খ
অত্যন্ত নিগূঢ় অর্থ না পারি বুঝিতে শ্রী. ভ, পৃ ২
অত্যন্ত দুর্গম শ্লোক নারি বুঝিবারে গী. ভা, ১০খ

॥ সাহিত্যবিচারে গ্রন্থের স্থান ॥

রসময়দাসের শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী বাঙ্গালা-সাহিত্যের একটি অপূরণীয় অংশের অভাব পূর্ণ করিয়াছে। ভক্তিরসের এইরূপ একখানি সর্বাঙ্গীণ তত্ত্বগ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যে দুর্লভ। উপরন্তু, বৈষ্ণবধর্মের চূড়ান্তসিদ্ধান্ত-গ্রন্থরূপে স্বীকৃত চৈতন্যচরিতামৃতের সহিত শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর কয়েক স্থলে সাদৃশ্য হেতু গ্রন্থখানির প্রামাণিকতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে সাধনভক্তি ও ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে প্রেমভক্তিতত্ত্বের আলোচনা আছে। এই দুই পরিচ্ছেদের বক্তব্য বিষয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর ভক্তিতত্ত্ব-বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে যে সাদৃশ্য আছে, তাহা লক্ষণীয়। ইহা ভিন্ন অন্য ভক্তিরসগ্রন্থের সহিত শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর তুলনাত্মক অধ্যয়নে শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর বৈশিষ্ট্য সপ্রমাণ হয়। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে (১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে) রচিত রঘুনাথ ভাগবতাচার্য-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', ষোড়শ শতকের শেষভাগে (খৃ ১৫৯৯) রচিত কবিবল্লভের 'রসকদম্বের' সহিত তুলনামূলক বিচারে পূর্বোক্ত অভিমত সমর্থিত হইবে।

চৈতন্যচরিতামৃতের সহিত শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর তুলনায় দেখা যায়, উভয় গ্রন্থের অংশবিশেষের পঙ্‌ক্তিরচনায় ভাব ও ভাষার বিশেষ ঐক্য রহিয়াছে।

কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ; সাধনায় ইহা কভু লভ্য নহে। এতৎসম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতকারের প্রসিদ্ধ উক্তি রসময়দাসের গ্রন্থে যথাযথ পাওয়া যায়,—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয় শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়। চৈ. চ, ২।২২
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয় শ্রবণাদ্যে শুদ্ধচিত্তে করেন উদয়। শ্রী. ভ, পৃ ৯

চৈতন্যচরিতামৃতের অপর একটি শ্লোকও শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে আছে,—

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার। চৈ. চ, ২।২২ ; শ্রী. ভ, পৃ ১০

বৈধীভক্তি-প্রসঙ্গে উভয় গ্রন্থের উক্তির সাদৃশ্য নিম্নলিখিত ছত্রেই সপ্রমাণ হয়,—

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায় বৈধীভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়। চৈ. চ, ২।২২

রাগহীন ভজে ভক্তি শাস্ত্রআজ্ঞা মানি বৈধীভক্তি বলি তারে পুরাণে বাখানি। শ্রী. ভ, পৃ ৯

ভক্তির অধিকারীর বিভাগনির্ণয়ে উভয় গ্রন্থে সাদৃশ্য আছে,—

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান মধ্যম অধিকারী সেই মহা ভাগ্যবান। চৈ. চ, ২।২২

... শাস্ত্রাদি না জানে তার মধ্যম আখ্যান। শ্রী. ভ, পৃ ১০

যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। চৈ. চ, ২।২২

কনিষ্ঠ কোমল শ্রদ্ধা হয়ে যুক্তি হৈতে। শ্রী. ভ, পৃ ১০

ভক্ত্যঙ্গগুলির আলোচনা-প্রসঙ্গে উভয় গ্রন্থে কোন কোনও বিষয়ে মিল আছে,—

এক অঙ্গ সাধে কেহো সাধে বহু অঙ্গ। চৈ. চ, ২।২২

একাঙ্গ সাধন আর অনেক অঙ্গতা। শ্রী. ভ, পৃ ১৪

গুরু পাদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। চৈ. চ, ২।২২

সংশ্রয়ী গুরুপদে একান্ত শরণ। শ্রী. ভ, পৃ ১১

সাধনভক্তির প্রকারভেদ-সম্বন্ধে উভয় গ্রন্থেই ঐক্য দেখা যায়,—

এই ত সাধনভক্তি দুই ত প্রকার এক বৈধীভক্তি রাগানুগা ভক্তি আর। চৈ. চ, ২।২২

দ্বিবিধ প্রকার হয়ে সাধনের অঙ্গ বৈধী রাগমার্গ ভক্তি ভজনপ্রসঙ্গ। শ্রী. ভ, পৃ ৯

প্রেমোদয়ের সোপানবর্ণনা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও রসময়দাস একমত,—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়।
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থনিবর্তন।
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয় নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়।
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর।
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম সেই প্রেম প্রয়োজন সর্বানন্দধাম। চৈ. চ, ২।২৩

প্রেমপ্রাদুর্ভাব ক্রমের কহিয়ে বিচার প্রথমে শ্রদ্ধার আসি হয়ে অধিকার।
তবে সাধুসঙ্গ তবে ভজন-আচার অনর্থনিবৃত্তি তবে নিষ্ঠা-অধিকার।
তবে রুচি গাঢ় হঞা আসক্তি জন্ময় আসক্তি গাঢ় হঞা ভাব করেন উদয়।
ভাব গাঢ় হৈলে তবে হয়ে প্রেমোদয় প্রেম উদয়ের এই সোপান নিশ্চয়। শ্রী. ভ, পৃ ২৭

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে[১] রঘুনাথ ভাগবতাচার্য জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে কোনও পার্থক্য স্বীকার করেন নাই,—

---

১ বঙ্গবাসী সং, ১৩১৭; [বিশ্বভারতী-সংগ্রহে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর ১৮৯৪ সংখ্যক পুঁথিখানি বোধ হয় প্রাচীনতম।

জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে নাহি কিছু ভেদ জ্ঞান হৈলে হয় তবে ভববন্ধ ছেদ। শ্রী. প্রে, পৃ ৩০

কিন্তু রসময়দাস জ্ঞানযোগকে ভক্তিপথের অন্তরায় বলিয়াছেন ;—

সাযুজ্য আভাস পায়ে সকামী গণনা কর্মী জ্ঞানী কৃষ্ণকে না পায় কোনো জনা। শ্রী. ভ, পৃ ৪

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য স্বীকার করেন, জ্ঞান না জন্মিলে ভক্তির উদ্গম হয় না এবং ভক্তির উদ্ভব হইলে জ্ঞান তিরোহিত হয় ; কিন্তু রসময়দাসের বক্তব্য, জ্ঞানযোগে জ্ঞানী নিজেকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন মনে করেন ; এই সোঽহংজ্ঞান রসময়দাস অনুমোদন করেন না ; কারণ ইহাতে কৃষ্ণকে আপন ভাবিতে পারা যায় না। নিবন্ধকার আরও বলেন ;—

মোক্ষফল ন্যক্কার করয়ে ভক্তগণ সর্বসুখ তেজে কৃষ্ণসেবার কারণ।

জ্ঞানী সব সদা ধ্যান করে নিরাকার তা সভার কভু নাহি ভক্ত্যে অধিকার। শ্রী. ভ, পৃ ৪

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর রচয়িতা ভক্তিতত্ত্বেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ও শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর মধ্যে কোন কোনও স্থানে ভাবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রঘুনাথ পণ্ডিত ও রসময়দাস উভয়েই লিখিয়াছেন, কৃষ্ণভক্ত মুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কৈবল্যমুক্তি দিতে চাহিলেও সাধক কৃষ্ণভক্তি ছাড়া আর কিছু প্রার্থনা করেন না।—

কৈবল্য সম্পদ আমি দিলেঅ না লয় সব ঠাঞি নিরপেক্ষ উদার আশ্রয়। শ্রী. প্রে, পৃ ৪৩৮

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতেও এই একই সুর ধ্বনিত হয়,—

সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্য করিয়া ভক্তগণে দিতে চাহে আপনে যাচিয়া।

তভু কদাচিৎ ভক্ত তাহা নাহি লয়ে সেবা বিনু ভক্তগণ কিছু না মাগয়ে। শ্রী. ভ, পৃ ৬

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট সংসারতরণের উপায় জিজ্ঞাসা[১] করিলে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত্যঙ্গগুলির উল্লেখে ভক্তির পথ নির্দেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে চৌষট্টি-প্রকার ভক্তির অঙ্গের মধ্যে কিছু কিছু উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে ইহার সমস্ত অঙ্গই সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষিত, দেখা যায়। এস্থলেও শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে ভক্তিতত্ত্বের উৎকর্ষের পরিচয় রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর ৪৫৪ পৃষ্ঠায় এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর ১৮ হইতে ২৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পর্যালোচনা করিলে উভয়ের পার্থক্য লক্ষিত হইবে ; রসময়দাস সর্বত্র ভক্তিতত্ত্বের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে সাধনভক্তি-প্রসঙ্গে বৈধীমার্গের বিষয় উল্লিখিত আছে। কবিবল্লভ-বিরচিত 'রসকদম্ব' গ্রন্থে[২] নিবন্ধকার কৃষ্ণপ্রেম-লাভের নিমিত্ত কয়েকটি স্তর নির্ণয় করিয়াছেন।

১ শ্রী. প্রে, পৃ ৪৫৩-৫৪. ২৯ অধ্যায়

২ ব. সা. প. সং, ১৩৩২

স্তরগুলি এইরূপ,—শ্রবণ কীর্তন স্মরণ সেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য ও আত্মসমর্পণ। এই নবধা ভক্তির বর্ণনায় কবি বলেন, 'শ্রবণে' ভক্তি জন্মিলে 'কীর্তনে' আসক্তি হয়; কীর্তনে ভক্তির উদয় হইলে 'স্মরণে' কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার হয়।—

শ্রবণ কীর্তন আর স্মরণ সেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য সমর্পণ।
প্রথমেহি শুনে জীব কৃষ্ণের চরিত্র তাহাতে শ্রবণ ভক্তি লভে সুনিশ্চিত।
শুনিতে শুনিতে নিত্য কৃষ্ণকথা কহে কহিতে কীর্তন ভক্তি জন্মে জীবদেহে।

নবধা প্রকারে করে ভক্তির নিদান সমর্পণ বিহনে না জন্মে বাহ্যজ্ঞান। র, পৃ ৫০-৫১

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী-রচয়িতা রসময়দাস কৃষ্ণভক্তি-লাভের পূর্বোক্তরূপ স্তরবিন্যাস করেন নাই। বৈধীমার্গে কৃষ্ণের ভজনে যাহা করণীয়, তাহা স্তরে স্তরে বা ক্রমে ক্রমে না করিয়া একসঙ্গেই করিতে হয়, অর্থাৎ যাবৎ বিধিকর্ম দ্বারা যুগপৎ কৃষ্ণসেবার কথা বলিয়াছেন; তাহাতে কৃষ্ণভক্তির প্রতি কবির আন্তরিকতা সুপরিস্ফুট। রসময়দাস বলিয়াছেন;—

শ্রবণ গোবিন্দকথা প্রণাম কীর্তন যত্ন করি কৃষ্ণনাম করিব গ্রহণ।
শ্রীমূর্তি সেবিব ব্রজলোক-অনুসারে রসিক বৈষ্ণবসঙ্গে থাকিব নিরন্তরে। শ্রী. ভ, পৃ ২০

কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত সাধকের লজ্জা ভয় ও কলঙ্কবোধ থাকে না; রসকদম্বের গ্রন্থকার কবি-বল্লভ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর রসময়দাস উভয়েই এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কবি-বল্লভ বলিয়াছেন, কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত সাধক লজ্জা ভয় কলঙ্ক মৃত্যুশঙ্কা কিছুই গ্রাহ্য করেন না এবং কলঙ্ক শিরোধার্য করিয়া উন্মত্তবৎ আচরণ করেন, কিন্তু রসময়দাস তাঁহার গ্রন্থে এই অংশটি বিশেষ পরিস্ফুট করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতা রসময়দাসের রচনায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

রসকদম্বকার বলিয়াছেন;—

দৈবযোগে ঘটে যদি বিচ্ছেদ সঞ্চার আপনে কলঙ্ক তারা করে আপনার।
লাজ ভয় না মানে [উন্মত্ত] হঞা থাকে মরণ কলঙ্ক লজ্জা কিছু নাহি দেখে। র, পৃ ৫২

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে রসময়দাসের ভাষায়;—

প্রণয়-উৎকর্ষ যার আছয়ে অন্তরে মহা-উৎকণ্ঠিত কৃষ্ণ দেখিবার তরে।
ইতিমধ্যে দৈবে পাইল কৃষ্ণদরশন আপনার ভালমন্দ ছাড়িল তখন।
কৃষ্ণমুখ নিরখি রহিলা অনিমিখে কোথায় আছয়ে কিছু বিচার না দেখে।
মহারৌদ্র বৃষ্টি বাত শিলাবরিষণ কিছু নাহি মানে কৃষ্ণমাধুরীতে মন।
ভর্ৎসন করয়ে গুরু-পরিজনগণ তাতে দুঃখ নাহি জন্মে কৃষ্ণানন্দে মন। শ্রী. ভ, পৃ ২০-২১

রসময়দাসের বর্ণনায় গভীর আবেগ বিশেষ লক্ষণীয়। কবিবল্লভ অহৈতুকী ভক্তির কথায়

বলিয়াছেন ;— সাধক কৃষ্ণভক্তিবিষয়ে ফলকামনা করেন না, অথচ সকল ভক্তিরসের অধিকারী হন ; কিন্তু রসময়দাস এই অহৈতুকী ভক্তির কথা সংক্ষেপে না বলিয়া বিস্তৃতভাবে ইহার লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ;— সাধক সর্বদা কৃষ্ণের অহৈতুকী ভক্তিতে আত্মস্থ হন। এই ভক্তি মহাশক্তিময়ী। ভগবান্ যদি সাধককে পঞ্চবিধ মুক্তি দিতে চাহেন, তবুও ভক্ত তাহা কখনও গ্রহণ করেন না ; কেবল কৃষ্ণসেবাই সাধকের কাম্য। সালোক্যাদি মুক্তি সাধকের কাছে তৃণস্বরূপ। ইহা কবিবল্লভের ভাষায় ;—

অহৈতুকী ভক্তি তারা নিরবধি করে গুণযোগে নিগুর্ণ ভজয়ে নিরন্তরে।
ফলবাঞ্ছা না করে না ধরে ভিন্ন যোগে অথচ সকল রস করে উপভোগে। র, পৃ ৩৯

রসময়দাসের ভাষায় ;—

অহৈতুকী নিরন্তরা কৃষ্ণের ভকতি কৃষ্ণপদপ্রাপ্তি লাগি ধরে মহাশক্তি।
সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্য করিয়া ভক্তগণে দিতে চাহে আপনে যাচিয়া।
তভু কদাচিৎ ভক্ত তাহা নাহি লয়ে সেবা বিনু ভক্তগণ কিছু না মাগয়ে।

এই ভক্তিযোগ আত্যন্তিক বলবান সালোক্যাদি মুক্তিসুখ যাতে তৃণজ্ঞান। শ্রী. ভ, পৃ ৬-৭

ভক্তিরস-বিশ্লেষণে রসময়দাস অপূর্ব পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সখীভাবেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের গূঢ় লীলার মর্ম হৃদয়ঙ্গম ও যুগলসেবার অধিকারলাভ হয়। এই সেবা অহৈতুকী ভক্তির একটি অঙ্গ। কবিবল্লভ ও রসময়দাস উভয়েই এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন ; কিন্তু রসময়দাসের আলোচনা স্ফুটতর।—

শক্তিতে আসক্তি করে সখীভাব করি রতি ভিন্ন ভিন্ন দ্বারে করে নানা কেলি।

এইরূপে কৃষ্ণরসে আনন্দ বাঢ়ায় ভাবিতে ভজিতে কৃষ্ণ অনুরাগ পায়। র, পৃ ৪৪

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর রচয়িতা বলিয়াছেন ;—গুরুর আজ্ঞানুসারে শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরতিমঞ্জরী প্রভৃতি সখীগণের যে কোনও একজনের অনুগত হইয়া রাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবা অবশ্য করণীয় ; কারণ রাধাকৃষ্ণের সেবায় যে আনন্দ তাহাই সখীগণের একমাত্র কাম্য। মনে মনে সখীদের অনুগত হইয়া রাধাকৃষ্ণের সেবা দ্বারা সাধক ভাবসিদ্ধ হইয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন।—

শ্রীরূপমঞ্জরী আর শ্রীরতিমঞ্জরী শ্রীগুণমঞ্জরী আর লবঙ্গমঞ্জরী।

কুঞ্জসেবা যত ইহা সভার গোচর ইহা সভার আজ্ঞা বিনে সেবন দুষ্কর।
ইহা সভার অনুগত আজ্ঞাকারী হৈব সদা রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিব।
রাগানুগা-ভজনে মিলিব কুঞ্জসেবা দেখিব দোঁহার রূপ ভরি রাত্রি দিবা। শ্রী. ভ, পৃ ২২

'রসকদম্ব' নামেই ধারণা জন্মে, গ্রন্থখানিতে শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা আছে; কিন্তু গ্রন্থপাঠে তাহার সন্ধান মিলে না; অপর পক্ষে, 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী' এই নাম-শ্রবণে যে ভাব জন্মে, গ্রন্থপাঠেও সেইরূপ শান্ত দাস্যাদি বৈষ্ণব ভক্তিরসের পূর্ণ সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। ভক্তি-রসপিপাসু সাধক ভক্তিরসতত্ত্বের আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বল্লীরই অধিকতর সমাদর করিবেন।

অতঃপর যে আদর্শ প্রমাণ গ্রন্থের অনুসরণে রসময়দাস তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেই 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর' সহিত 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর' তুলনামূলক আলোচনায় 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর' বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনপূর্বক আমরা এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিব। শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর চারিটি লহরীতে সামান্যাদি চতুর্বিধ ভক্তির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। রসময়দাস তাঁহার গ্রন্থের লহরীচতুষ্টয়ের প্রথম লহরীতে বর্ণিত সামান্য ভক্তি ও দ্বিতীয় লহরীতে সাধনভক্তি সবিস্তর আলোচনা করিয়া ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির আলোচনা সংক্ষেপে সমাপ্ত করিয়াছেন। ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির সাধনা সাধারণের প্রায় অসাধ্য; পক্ষান্তরে, বিধিমার্গে ভজনা সকলের সাধ্য বিবেচনায়, মনে হয়, রসময়দাস এই অংশেরই আলোচনা বিস্তৃততর করিয়াছেন। উপরন্তু, নিবন্ধকার ইহাতে বর্ণনায় বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বর্ণনাবৈচিত্র্যে অন্য গ্রন্থেরও সাহায্য লইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ভাবানুবাদ। ইহার যে সকল স্থানে মৌলিকতা রহিয়াছে, তাহা উল্লেখ করিতেছি,—

শ্রীরূপগোস্বামী গ্রন্থারম্ভে ছয়টি শ্লোকে গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন; রসময়দাসও উক্ত ছয়টি শ্লোকের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন; কিন্তু উভয় গ্রন্থের প্রথম শ্লোকদ্বয় তুলনা করিলে রসময়দাসের রচনায় বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইবে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রথম শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ,—যিনি সমগ্র রসের অমৃতময়মূর্তিস্বরূপ, যিনি প্রসরণশীল কান্তির দ্বারা তারকা ও পালি নাম্নী গোপীদ্বয়কে বশীভূত করিয়াছেন, যিনি শ্যামা ও ললিতাকে কবলিত করিয়াছেন, রাধাপ্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে ইহার সটীক বিস্তার এইরূপ,—শ্রীরূপগোস্বামীর পাদবন্দনা করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দেহ উজ্জ্বল। বৃন্দাবনের রাসতত্ত্ব তাঁহার মধ্যে বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণের দেহ দ্বাদশ রস দ্বারা গঠিত; যথা,—শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার হাস্য অদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ও ভয়। সর্বশাস্ত্রে প্রমাণ আছে, শ্রীকৃষ্ণ এই রসসাহায্যে বিলাস করেন। শ্রীকৃষ্ণ এই রসময় ত্রিভঙ্গমূর্তি ধারণ করিয়া সর্বদাই বৃন্দাবনে উদিত হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসরণশীল অঙ্গের কান্তি দেখিয়া পালি ও তারা সখীদ্বয় বশীভূত হইলেন এবং রাধার 'সর্বকালের প্রাণনাথ কৃষ্ণ' শ্যামা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করিলেন। অতঃপর রসময়দাসের ভাষায়,—

ভক্তিহীন মুক্তি অর্থ বুঝিতে না পারি শ্রীরূপ-উচ্ছিষ্ট মুখে আস্বাদন করি।
অত্যন্ত নিগূঢ় অর্থ না পারি বুঝিতে যথা তথা কহি মাত্র আপনা শোধিতে।
রাধার প্রাণনাথ কৃষ্ণ হয় সর্বকাল সর্বোৎকর্ষ প্রথম শ্লোক পরম রসাল। শ্রী ভ, পৃ ২

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দ্বিতীয় শ্লোকে 'বরাকরূপোঽপি' পদে 'বরাক' শব্দের উল্লেখ আছে। রসময়দাস এই শব্দটিতে মূলব্যতিরিক্ত সুন্দর অর্থ-যোজনা করিয়া যথেষ্ট মৌলিকতা দেখাইয়াছেন;—

বরাক শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ বর শ্রেষ্ঠ আ সম্যক্ অর্থের যোজন।
সভাকার শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যে করে গায়ন বরাক শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ। শ্রী ভ, পৃ ২

শ্রীরূপগোস্বামী মঙ্গলাচরণের পরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিষয়বিভাগাদির বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু রসময়দাস গ্রন্থবিভাগ উল্লেখ করার পূর্বে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রশস্তি রচনা করিয়া তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,[১]—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু একটি শ্রেষ্ঠ ভক্তিমূলক গ্রন্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের ইহা অলঙ্কারস্বরূপ। ইহাতে সাধ্য সাধন ভাব ও প্রেম ভক্তিতে বিবিধ ভজনের প্রসঙ্গ বিবৃত আছে। ইহা ছাড়া, নিষ্কামভক্তি মোক্ষকামনা তান্ত্রিক-মত মধুরাখ্যভক্তি অনুভাবাদি দ্বাদশরস-বর্ণনা রসাভাস ভাবাভাস কেবলাভক্তি মৈত্রীভাব বৈরীভাব ইত্যাদির আলোচনা আছে।

শ্রীরূপগোস্বামী 'গ্রন্থবিভাগের' আলোচনার পরে উত্তমা ভক্তির লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু রসময়দাস প্রেমভক্তির আলোচনা করিয়া মায়াবাদী বৈদান্তিকের মতের সহিত কৃষ্ণভক্তের তুলনা করিয়াছেন। উত্তমা ভক্তির লক্ষণবর্ণনা-কালেও রসময়দাসের বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। রসময়দাস বলেন,—প্রেমভক্তি জন্মিলে রাগ অনুরাগ মান স্নেহ প্রণয় ভাব মহাভাব উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণভক্ত সকামভক্তি কখনও কামনা করেন না; কিন্তু মায়াবাদী বৈদান্তিক ভক্তির পরিবর্তে মুক্তিকামনা করিয়া থাকেন এবং আপনাকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন মনে করেন। 'ব্রহ্মের সাদৃশ্য হয়ে আপনার মনে[১]।' ফলে,— 'কর্মী জ্ঞানী কৃষ্ণকে না পায় কোনো জনা[১]।' কিন্তু কৃষ্ণভক্ত জ্ঞানের ও কর্মের পথ ত্যাগ করিয়া ভক্তির পথ আশ্রয় করেন; সেই ভক্তি অনিমিত্ত ও কামনাহীন। ভক্তিপথের সাধক মোক্ষপ্রাপ্তিকে 'ন্যক্কার' মনে করেন। নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁহার কোনও বোধ থাকে না। তিনি নিশ্চিত জানেন, 'অকৈতবা ভক্তি' না জন্মিলে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ হয় না। উত্তমাভক্তি-বর্ণনায় রসময়দাস বলিয়াছেন,— জ্ঞানকর্ম-সম্পৃক্ত ভক্তির শক্তি অসাধারণ, কিন্তু শ্রেষ্ঠভক্তি-রূপে তাহা স্বীকৃত হয় না।

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ৪

হেতুশূন্য ভক্তিই শ্রেষ্ঠ[১]। এই আলোচনা মূল ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নাই, শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ[২] মাত্র বর্ণিত আছে।

রসময়দাস তাঁহার গ্রন্থে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে উত্তমা ভক্তির লক্ষণ[২] উদ্ধৃত করিয়া স্বাধীনভাবে শ্লোকটির অর্থ আস্বাদনকল্পে রূপগোস্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। 'ক্ষমিহ অপরাধ' এই উক্তিতে বৈষ্ণবদীনতা-ব্যতীত নিবন্ধকারের মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্যও সপ্রমাণ করে। শ্লোকটির অর্থবিচারেও অভিনবত্ব পরিদৃষ্ট হয়। রসময়দাস বলিয়াছেন,—উত্তমা ভক্তি লাভ করিতে হইলে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও কামনা, অন্য দেবদেবীর উপাসনা, দেহের প্রতি মমতা, লাভ, পূজাদি দ্বারা নিজের খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ত্যাগ করিতে হইবে। মনের মধ্যে যে সমস্ত পাপ ও হিংসাবৃত্তি আছে এবং বর্ণাশ্রমের বিচার রহিয়াছে, তাহা ত্যাগ করিলে কৃষ্ণভক্তিতে অধিকার জন্মে। এই ভক্তিলাভের জন্য জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ সর্বথা ত্যাজ্য। কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগী হইয়া সর্বদা সাধুসঙ্গে বাস ও অসৎসঙ্গ-বর্জন কর্তব্য। কর্ম হইতে সর্বদা অসম্পৃক্ত থাকিতে হইবে। কৃষ্ণকথাশ্রবণ নামসংকীর্তন ইত্যাদি ভক্তির চিহ্ন। নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা দূর করিতে হইবে। সাধুমুখে কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব প্রেমরসতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। ভক্তিশাস্ত্র-জ্ঞান ছাড়া কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণভক্তগণকে জানা যায় না। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে স্বর্গলাভ হইতে পারে, কিন্তু বৈকুণ্ঠলাভ হয় না। কৃষ্ণের পরিচর্যাই প্রেমসেবা; এই হেতু ভক্তকে সর্বদা কৃষ্ণের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি ভক্তিশাস্ত্রমতে বর্জনীয়। অতঃপর কবির কথায়;—

এইরূপে শীলন হইলে মুনিভাব নিত্য-পরিবার সঙ্গে কৃষ্ণ হয়ে লাভ।

এই ত লক্ষণ অর্থ কহিল বিচারি শ্রীরূপগোসাঞীর পাদপদ্মে নমস্করি। শ্রী. ভ, পৃ ৬

ইহার পরেও রসময়দাস নূতন কথা বলিয়াছেন। সংক্ষেপে সেইগুলি আলোচিত হইতেছে;—কৃষ্ণভক্তি মহাগুণসম্পন্ন। সূর্যের কিরণে যেমন প্রেতগণ পলায়ন করে, তেমনি কৃষ্ণভক্তির তেজে সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া যায়। ভক্তির লক্ষণবিচারে নিবন্ধকার ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তের মনে মোক্ষবাঞ্ছা এবং অন্যের প্রতি অভিলাষ থাকে না; তিনি ইন্দ্রিয়গণকে সর্বদা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত রাখেন; ভক্তি ছাড়া ভুক্তি বা মুক্তি চাহেন না এবং সালোক্যাদি মুক্তিসুখ তৃণজ্ঞান করেন[৩]।

সাধনভক্তি-বিশ্লেষণের পূর্বে যে কয়টি কথা রসময়দাস বলিয়াছেন, তাহা মৌলিক।

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ৫-৬

২ ভ. র. সি, ১।১।৯

৩ শ্রী. ভ, পৃ ৬-৭

শ্রীরূপগোস্বামী সাধনভক্তির আলোচনায় প্রথমেই ইহার স্বরূপনির্ণয়[১] করিয়াছেন; কিন্তু রসময়দাস সাধনভক্তির বিশ্লেষণের পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ কিছু নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন,— সাধনভক্তিকে প্রেমভক্তির অঙ্কুর বলা যায়; সাধনভক্তির অনুশীলনের ফলে ভাবভক্তি জন্মে এবং সেই ভাবভক্তি হইতে প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়। সাধনপ্রসঙ্গ সর্ববেদের সারস্বরূপ। ভক্তি দুই প্রকার,— সাধ্যরূপা ও সাধনরূপা। সাধ্যভক্তি আট প্রকার,— ভাব প্রেম স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ও মহাভাব। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাহা সাধ্য নহে বা তাহার কোনও সাধনাও নাই; কিন্তু জীবের হৃদয়স্থ প্রেমের উদ্দীপনের নামই সাধন[২]।

শ্রীরূপগোস্বামী বৈধীভক্তির লক্ষণ[৩] একটিমাত্র শ্লোকে সমাপ্ত করিয়া ভাগবত ও পদ্মপুরাণ হইতে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা বৈধীভক্তির আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু রসময়দাস দৃষ্টান্তে দৃষ্টি না দিয়া বৈধীভক্তির স্বরূপলক্ষণ বিস্তৃতভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি বলেন,—পুত্র পিতার প্রতি ভক্তি না করিলে পিতৃদ্রোহী হয়; এইরূপ জগৎপিতা কৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি না করে, সে পিতৃদ্রোহী সুতরাং কৃষ্ণদ্রোহী হইয়া নরকে পতিত হয়। এইরূপ বিধির বা শাস্ত্রশাসন ভয়েই যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই বৈধীভক্তি। বৈধীভক্তি হইতে প্রকৃত শ্রদ্ধা জন্মিলে সাধক কৃষ্ণভক্তির অধিকারী হন[৪]।

শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন, সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি ভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী নহে[৫]; কিন্তু রসময়দাস উক্ত পঞ্চবিধ মুক্তি বিশেষভাবে ত্যাগ করিবার কথাই বলিয়াছেন; কারণ, যাঁহারা প্রেমভক্তির মাধুর্য আস্বাদন করিয়াছেন, সেই ভক্তগণ মোক্ষকামনায় কখনও প্রলুব্ধ হন না। কবির কথায়;—

পঞ্চবিধা মুক্তিকথা বিশেষে ছাড়িব নহিলে ভক্তির স্পর্শ কেমনে হইব। শ্রী. ভ, পৃ ১০

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লেখ আছে, কৃষ্ণ ও নারায়ণের মধ্যে স্বরূপতঃ কোনও প্রভেদ নাই, কেবল প্রেমময় রসনিবন্ধনেই শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ লক্ষিত হয়[৬]। রসময়দাস ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বিশেষভাবে বলিয়াছেন, কৃষ্ণভক্ত নারায়ণের প্রসাদ পর্যন্ত কামনা করেন না।—

কৃষ্ণরসে যার ঐকান্তিক উপাসনা লক্ষ্মীকান্ত-প্রসাদ সে না করে প্রার্থনা। শ্রী. ভ, পৃ ১০

১ ভ. র. সি, ১।২।২

২ শ্রী. ভ, পৃ ৯

৩ ভ. র. সি, ১।২।৫

৪ শ্রী. ভ, পৃ ৯

৫ ভ. র. সি, ১।২।২৮

৬ ভ. র. সি, ১।২।৩২

ইহা ভক্তিরসাশ্রিত মনের সবলতার বিশেষ পরিচায়ক। কৃষ্ণভক্তির গভীর তত্ত্বকথা এই কয়টি ছত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে।

ভক্ত্যঙ্গগুলির প্রসঙ্গে 'গুরু' সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামী যাহা বলিয়াছেন,[১] রসময়দাস তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া গুরুর সবিস্তর মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়াছেন।— শ্রীগুরুচরণে একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ হইতে হইবে। গুরুকেই শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া সেবা করিতে হইবে। গুরুর নিকট ভাগবতধর্ম-শিক্ষাগ্রহণ দীক্ষামন্ত্রাদি-গ্রহণ ইত্যাদি অবশ্য করণীয়। শ্রীকৃষ্ণবুদ্ধিতে গুরুকে আদর করিতে হইবে। গুরুর আজ্ঞানুসারে শ্রীকৃষ্ণভজন কর্তব্য। যত্নপূর্বক প্রশ্ন করিয়া গুরুর নিকট হইতে ভজনাদি শিক্ষণীয়। অসূয়া মাৎসর্য ত্যাগ করিয়া বিশ্বাসসহকারে গুরুর সেবা করা উচিত। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিয়াছেন ;—

জানিহ শ্রীগুরুদেবে আমার সমান। শ্রী. ভ, পৃ ১২

এই কয়টি কথায় যেন ভারতীয় সনাতন গুরুবাদ ও গুরুমাহাত্ম্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্ত্যঙ্গগুলির প্রসঙ্গে প্রত্যেক অঙ্গের দৃষ্টান্ত ও পূর্ণসংজ্ঞা লিপিবদ্ধ হইয়াছে[২]। কিন্তু রসময়দাস উক্ত অঙ্গসমূহের সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্তগুলি পরিহার করিয়াছেন ; কারণ, সংজ্ঞাদৃষ্টান্ত-ব্যতিরেকেই অঙ্গগুলি স্বয়ংবোধ্য[৩]।

মহারাজ অম্বরীষের প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলা হইয়াছে, ভক্ত্যঙ্গসমূহের সাধন করিয়া অম্বরীষ কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে অঙ্গগুলির পৃথক পৃথক উল্লেখ করিয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে[৪] ; কিন্তু রসময়দাস তাঁহার গ্রন্থে অম্বরীষের উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন[৫]।

রাগভজনের কথাবিশ্লেষণে রসময়দাস যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বহুশ্লোক-বিচার বর্জন করিয়াছেন, ইহা তাঁহার উক্তি হইতেই জানিতে পারা যায় ;—

মধ্যে মধ্যে বহুশ্লোক-বিচার ছাড়িঞা ভজনপ্রসঙ্গ লেখি আপন শোধিঞা। শ্রী. ভ, পৃ ১৫

সাধনভক্তি-বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে নিবন্ধকারের মৌলিকতা সমধিক। তবে ইহাতে প্রসঙ্গতঃ উজ্জ্বলনীলমণি হইতে কোন কোনও বিষয় গৃহীত হইয়াছে। এই মৌলিকতার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইল। তিনি বলেন,—সাধক কৃষ্ণভক্তিলাভার্থ গোপীপ্রেম-কথা শ্রবণ করেন,

---

১ ভ. র. সি, ১।২।৪৩

২ ভ. র. সি, ১।২।৬৩

৩ শ্রী. ভ, পৃ ১১-১৪

৪ ভ. র. সি, ১।১।১৩০

৫ শ্রী. ভ, পৃ ৪

কৃষ্ণভজনের কথায় মন নিবিষ্ট করেন এবং মনের আনন্দে পরিপাটিরূপে কৃষ্ণকে সেবা করিতে থাকেন ; সখীর মুখে রাধাকৃষ্ণলীলার কথা শুনিয়া শাস্ত্রযুক্তি ব্যতিরেকে কৃষ্ণলাভের উপায় চিন্তা করেন। ব্রজগোপীগণের রাগাত্মিকার সমান প্রেম নাই। ব্রজাঙ্গনাগণ রাগাত্মিকা ভক্তিতে নিত্যসিদ্ধা। রসময়দাস স্বয়ং এই প্রেমভক্তির অভিলাষী হইয়া বলিয়াছেন ;—

গোপিকার অনুগা হইব অনুরাগে অন্য অভিলাষ-কথা চিত্তে নাহি লাগে। শ্রী ভ, পৃ ১৭

কৃষ্ণপ্রেমে এরূপ তন্ময়তা হয় যে সাধক ভক্তিবিরোধী কর্মকে শত্রু জানিয়া সর্বদা তাহা পরিহার করেন। রাগমার্গের কথা কাহার নিকটে শুনিতে পাইবেন, এই চিন্তাই নিরন্তর তাঁহার মনে জাগরূক থাকে, শাস্ত্রবিধির কথা কখনও মনে স্থান পায় না এবং রাগমার্গের পথিকের সঙ্গ সর্বদা কামনা করেন। এই রাগানুগা ভক্তিরসের স্থায়িভাব আলম্বন উদ্দীপন অহোরাত্র আস্বাদন করেন, রাগ অনুরাগ স্নেহ মান প্রণয় ভাব মহাভাব ইত্যাদির কথা বিচার করিতে থাকেন এবং শাস্ত্রযুক্তি অবহেলা করিয়া ভক্তের সঙ্গে কৃষ্ণদর্শনের চেষ্টা করেন। নিবন্ধকার নিজ মনের কথাও এস্থানে প্রকাশ করিয়াছেন ;—

রাগানুগা ভজন কথন-অধিকারী তাঁর স্থানে যুগ্মমন্ত্র নিব যত্ন করি।

রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা জিজ্ঞাসা করিব নিজাভীষ্ট-অনুগত সতত হইব। শ্রী ভ, পৃ ১৭-১৮

কুঞ্জসেবা ও সখীভাবের কামনায় নিবন্ধকার কর্মযোগ জ্ঞানযোগ মুক্তি তন্ত্র মন্ত্র দৈব ঈশ্বরত্ব সমস্তই ত্যাগ করিয়া গোপীর অনুগত হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু এই গোপীভাবের অন্ত না পাইলে, কি কর্তব্য তদ্বিষয়ে বলিয়াছেন ;—

যদবধি না পাইল ভাবের অবধি শাস্ত্রতর্ক-আজ্ঞায়ে ভজন নিরবধি। শ্রী. ভ, পৃ ১৮

শ্রীমূর্তি-দর্শনে মধুরভাবে সাধকের মন লুব্ধ হয়, কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে কৃষ্ণকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা আসে, এমন কি, সাধু-সজ্জনের মুখে ব্রজলীলা শুনিতে শুনিতে সাধক তন্ময় হইয়া যান। এই অবস্থায় কৃষ্ণের দর্শন ঘটিলে, সাধক স্থির থাকিতে পারেন না, নিজ ভালমন্দের কথা মনে আসে না, নির্নিমেষ লোচনে কৃষ্ণমুখ দেখিতে থাকেন এবং কলঙ্কভয়ের বা তিরস্কারের কথা মনে স্থান পায় না। প্রখর গ্রীষ্ম ঝড়বৃষ্টি শিলাবর্ষণ কিছুই সাধককে বিচলিত করিতে পারে না। এই অবস্থায় ভক্ত কি বলেন আর কি করেন, তাহার নির্ণয় পাওয়া যায় না।—

রাগী-ভক্তিলক্ষণ-আচার সুদুর্গম কি করে কি বলে কিছু নাহিক নিয়ম। শ্রী. ভ, পৃ ২১

রাগানুগা ভক্তি প্রগাঢ় হইলে ভক্ত বিহ্বল হইয়া রাধাকৃষ্ণের গুণলীলা-রস আস্বাদন করেন, অন্য কথা তাঁহার মনে স্থান পায় না, স্বয়ং রাধাকৃষ্ণের নাম গুণ লীলা গান করেন এবং রাধাকৃষ্ণের বিরহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া যান। রসিক ভক্ত দেখিলে সাধক কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়, কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের লীলাকাহিনী ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন।

পরিশেষে, নিবন্ধকার 'সখীভাবে' কৃষ্ণসেবাধিকার-লাভের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সেবাধিকার কেবল সখীভাবেই লাভ করা যায়। রাধাকৃষ্ণের গূঢ় লীলার মর্ম সখীগণ হইতেই বুঝিতে পারা যায় ও যুগলসেবার অধিকার লাভ হয়। অতএব শ্রীগুরুর আজ্ঞানুসারে শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরতিমঞ্জরী প্রভৃতি সখীগণের মধ্যে যে-কোন একজনের অনুগা হইয়া রাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবা করিতে হয়; কারণ সখীদিগের রাধাকৃষ্ণের সেবানন্দই একমাত্র সুখ। মনে মনে এই সখীদের অনুগত হইয়া রাধাকৃষ্ণের সেবা করিলে ভাবসিদ্ধ হইয়া সাধক ব্রজলোকে জন্মগ্রহণ করেন। নিবন্ধকার নিজেও শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখীগণের মধ্যে একের অনুগা হইয়া রাধাকৃষ্ণের সেবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন। এই সাধনভক্তি-প্রসঙ্গে রসময়দাস অধিকতর বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া নিজ সাধকজীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীরূপগোস্বামী ভাবভক্তিরস-বিশ্লেষণের পূর্বে ভাবভক্তির উৎপত্তিবিষয়ে কিছু না বলিয়া প্রথমেই ভাবভক্তির স্বরূপলক্ষণ[১] বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু রসময়দাস ইহার স্বরূপলক্ষণাদির বর্ণনার পূর্বে ভাবভক্তির উৎপত্তিসম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন;—

ক্লেশ দুর্বাসনা সব নাশিল সাধনে নির্মল হইল চিত্ত শ্রবণ-কীর্তনে।

তার চিত্তে ভাবচন্দ্র করেন উদয় অবিদ্যা অজ্ঞান-তম করি পরাজয়। শ্রী. ভ, পৃ ২৩

তৃতীয় লহরীতে ভাবভক্তিরসবিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে রসময়দাস যে 'চন্দ্রকান্তির' উপাখ্যান[২] বিবৃত করিয়াছেন ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাহা উল্লিখিত হয় নাই।

'শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজ'ভাব তিন প্রকার,— বাচিক আলোকদানজ ও হার্দ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে 'বাচিক' ও 'আলোকদানজ' ভাবের স্বরূপলক্ষণাদি আলোচিত হয় নাই, দৃষ্টান্তই প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে এই তিনেরই স্বরূপলক্ষণের বিশদ আলোচনা আছে।[২] ভাবের বা রতির উদ্গমে ক্ষান্তি অব্যর্থকালতা বিরাগ মানশূন্যতা আশাবন্ধ ইত্যাদি অনুভাবগুলি প্রকাশ পায়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অধিকাংশ অনুভাবের স্বরূপলক্ষণ ও দৃষ্টান্ত[৩] উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু রসময়দাস ইহার নামই করিয়াছেন,[৪]— 'অনুভাব ভাবের বোধক পরমাণ'। প্রেমভক্তিরসবিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে রসময়দাস বলিয়াছেন, শান্তক্তের মধ্যে স্নেহ মান প্রণয় রাগ ইত্যাদি কখনও উৎপন্ন হয় না; কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই প্রসঙ্গ নাই।

---

১ ভ. র. সি, ১।৩।১

২ শ্রী ভ, পৃ ২৪

৩ ভ. র. সি, ১।৩।১১-১৮

৪ শ্রী. ভ, পৃ ২৪

এই সকলের আলোচনায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, রসময়দাসের শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী নিবন্ধখানি শ্রীরূপগোস্বামী-কৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অনুসরণে রচিত ; যথাযথ অনুবাদ নহে। ভক্তিরসের মূল বক্তব্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ববিভাগে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর উপজীব্য হইতেছে ভক্তিরস ; সেইজন্য উক্ত গ্রন্থের অন্য বিভাগগুলির প্রতি রসময়দাসের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই, কেবল পূর্ববিভাগের অনুসরণে রসময়দাস তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর অন্য বিভাগের বিষয় শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে আলোচিত না হইলেও ইহা সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। এ-বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করিয়া আমাদের বক্তব্য স্ফুটতর করিতেছি। প্রখ্যাত কোনও গ্রন্থের এক বা একাধিক অংশ-অবলম্বনে নূতন বিষয় সৃষ্টি করিয়া অনেক কবি প্রথিতযশাঃ হইয়াছেন। অধুনাও এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ভাগবতাদির অনুসরণে অনেক কবি নানা নূতন বিষয়ের সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন। অনেকে ভাগবত রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদির কোন একটি অংশ অবলম্বন করিয়া যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বাঙ্গালা-সাহিত্যে নূতন অবদান।

রসময়দাস ব্যতীত আরও কয়েকজন কবি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-অবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে নন্দকিশোর দাসের 'রসকলিকা' বা 'রসপুষ্পকলিকা' গ্রন্থ[১] প্রাচীনতম। এই গ্রন্থ ষোলটি 'দল'-এ বা অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার একটি বৈশিষ্ট্য, রসশাস্ত্রের বিচারে শ্রীচৈতন্যজীবনী হইতে দৃষ্টান্তপ্রদর্শন। ইহাতে গ্রন্থকারের রচিত বহু সংস্কৃত শ্লোক রহিয়াছে। এই গ্রন্থেও শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর ন্যায় চৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব আছে। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' নামে একটি বাঙ্গালা নিবন্ধ গ্রন্থ[১] পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু ইহার আকর সংস্কৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নহে,—ভক্তিরত্নাকর ও উজ্জ্বলনীলমণি। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু' নামে একখানি অনূদিত নিবন্ধগ্রন্থ[১] পাওয়া যায় কৃষ্ণদাসের ভনিতায়। কৃষ্ণদাস তাঁহার গুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মূল নিবন্ধ হইতে ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ২৭৮৯ সংখ্যক পুঁথিখানি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' নামে একখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ গ্রন্থ[১]। ইহার রচয়িতার নাম জানা যায় নাই। 'কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব' গ্রন্থ[১] শ্রীরূপগোস্বামীর মূল ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-অবলম্বনে রচিত। লেখকের নাম নয়নানন্দ। রচনাকাল (খৃ ১৭৩৩)। ইনি উত্তর রাঢ়ের কবি। এই সকল গ্রন্থ ছাড়া 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পয়ার' নামে[১] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পুঁথিখানি রসময়দাসের ভনিতায় রহিয়াছে তাহা এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পুঁথির অন্যতর এবং এতৎসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী গ্রন্থে কোনো অসম্পূর্ণতা আছে, মনে হয় না। ইহাই নিবন্ধকারের

---

১ বা. সা. ই, পৃ ৪০৩-৪, ৪০৬, ৬৩৬, ৬৩৭, ১০৩১

বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ প্রাকৃতজন ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ন্যায় বিরাট্ গ্রন্থখানির রসগ্রহণ করিতে পারেন না; মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের মধ্যেই গ্রন্থখানির আলোচনা অধ্যয়ন অধ্যাপনা সম্ভব; এই হেতু শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী জনসমাজের বড় একটি অভাব পূর্ণ করিয়াছে। এক সময় প্রায় সমগ্র বঙ্গে গ্রন্থখানির প্রচলন ছিল, মনে হয়; কারণ উত্তরবঙ্গে রঙ্গপুর জেলায় ইহার একখানি পুঁথি ও পশ্চিমবঙ্গে দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ভক্তিরসতত্ত্ব অতি দুরূহ; বিদগ্ধ সাধকেরই ইহা বোধগম্য, অন্যের নহে। কিন্তু রসময়দাস এরূপ সরল ও সহজ ভাষায় গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন যে অর্থোপলব্ধিতে পাঠকের অসুবিধা হয় না। উপমাদির সাহায্যে কঠিন কঠিন অংশগুলি সুস্পষ্ট হইয়াছে এবং পরিশেষে 'মধুররসতত্ত্ব' পরিবেশন করিয়া কবি গ্রন্থখানির পরিসমাপ্তি মধুময় করিয়াছেন।

॥ ভাষার বৈশিষ্ট্য ॥

গ্রন্থখানির ভাষাগত বৈশিষ্ট্য অনেক; ইহার আলোচনা করা যাইতেছে। এই বিষয়ের দৃষ্টান্তাদির জন্য সম্পাদিত মূলগ্রন্থ, তাহার পাঠান্তর ও 'পাঠ পাঠান্তর শুদ্ধি'-অংশও দ্রষ্টব্য; গ্রন্থরচনার বহু পরবর্তীকালের প্রতিলিপি এবং বিভিন্ন প্রতিলিপিতে শব্দপ্রয়োগের প্রভেদ হেতু এই নূতন রীতি গৃহীত হইল; মূলগ্রন্থে তৎসম ও তদ্ভব শব্দের শুদ্ধি করিয়াও মধ্যযুগের বাঙ্গালার ভাষাগত বৈশিষ্ট্যরক্ষার চেষ্টা করা হইয়াছে।

॥ ধ্বনিবিচার ॥

১ 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী' গ্রন্থ পয়ার ছন্দে রচিত; ইহাতে ত্রিপদী নাই। পয়ারে চতুর্দশ অক্ষরের আধিক্য ও ন্যূনতা মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হয়। নিম্নে কয়েকস্থলে চতুর্দশ অক্ষরের ন্যূনতা দেখাইয়া বিচার করা যাইতেছে ;—

শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র দীপ্ত কলেবরে। শ্রী. ভ, পৃ ১

এখানে 'শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র' স্থলে 'শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্রমা' পড়িলে ছন্দঃ ঠিক থাকে।

সাধ্যসাধন ভাব প্রেমবিবরণ। ঐ ৩

'সাধ্যসাধন' স্থলে 'সাধ্যসাধনের' পড়িলে ছন্দঃ পতন হয় না।

রাগ অনুরাগ মান স্নেহ প্রণয়। ঐ ৩

এখানে 'স্নেহ' স্থানে 'সিনেহ' পড়িলে ছন্দঃ ঠিক থাকে।

হেতু শব্দে কর্মজ্ঞানভুক্তি-ত্যাগ। ঐ ৪

'হেতু শব্দে'-র পরে 'হয়' পড়িলে ছন্দঃ পতন হয় না।

অপ্রারব্ধ প্রারব্ধ পাপ দুই হয় । ঐ পৃ ৭

'প্রারব্ধ' স্থানে 'প্রারব্ধক' পড়িলে ছন্দঃ ঠিক থাকে।

এক্ষণে কতিপয় চতুর্দশ অক্ষরের আধিক্যের নমুনাও দেখানো যাইতেছে ;—

জয় জয় নিত্যানন্দ প্রভু কৃপার সাগর। ঐ ১

'জয় জয়' স্থানে একবার মাত্র 'জয়' পড়িলে ছন্দঃ পতন হয় না। যেমন,—'জয় প্রভু নিত্যানন্দ কৃপার সাগর।

শ্রীজীবগোসাঞীর পাদপদ্মে নমস্করি। ঐ ১

এখানে 'শ্রীজীবগোসাঞীপাদ-পদ্মে নমস্করি পড়িলে ছন্দঃ রক্ষা হয়।

সুহৃদগণের সুখে অজ্ঞ হঞা আমি করি। ঐ ২

এস্থলে 'আমি' বাদ দিলে ছন্দঃ ঠিক থাকে।

সামান্য ভক্তি সাধন ভাব প্রেমের বিচার। ঐ ৩

'সামান্য ভক্তি' স্থলে 'সামান্য' পড়িলে ছন্দঃ পতন হয় না।

চারি পুরুষার্থ তৃণ-তুল্য দেখায় তাথে। ঐ ৮

'দেখায়' স্থানে 'হয়' পড়িলে ছন্দঃ ঠিক থাকে।

উপরি উক্ত ছত্রগুলিতে চতুর্দশ অক্ষরের ন্যূনতা বা আধিক্য থাকিলেও সুর করিয়া পড়িলে বা গান করিলে ছন্দঃ পতন হয় না। কবিতাগুলি প্রায়ই গীত হইত; সুতরাং গীতকালে ছন্দঃ রক্ষা করা সম্ভব।

নিম্নলিখিত ছত্রে অ-কারান্ত শব্দের স্বরান্ত উচ্চারণ করিয়া পড়িলে ছন্দোভঙ্গ হয় ; কিন্তু হলন্ত উচ্চারণ করিলে ছন্দোদুষ্ট উদাহরণগুলি প্রায়ই সব ঠিক হইয়া যায় ;—

ভক্তজনের লক্ষণ কহিল বার বার। ঐ ৬

ত্রিধা ভক্তির পৃথক পৃথক লক্ষণ প্রচার। ঐ ৯

উদয় করেন প্রেমের অঙ্কুর সে হয়ে। ঐ ৯

এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়।

২ 'ই' 'ঈ', 'উ' 'ঊ'—ইহাদের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে কোনও পার্থক্য নাই। বাঙ্গালার উচ্চারণসাম্যে ভ্রান্ত লিপিকরই এইজন্য দায়ী ;—বিজ (বীজ) ঐ ৭, বৈধি (বৈধী) ঐ ৯ ; আনুকুল্য (আনুকূল্য) ঐ ৬; গুরূ (গুরু) ঐ ১

৩ রেফাক্রান্ত বর্ণের দ্বিত্ব প্রায়ই সর্বত্র রাখা হইয়াছে ;—আচার্য্য (আচার্য) ঐ ১, চর্ব্বণ (চর্বণ) ঐ ১, নির্দ্দেশ (নির্দেশ) ঐ ১, মূর্ত্তি (মূর্তি) ঐ ২

৪ রেফযুক্ত বর্ণের কচিৎ দ্বিত্ব হয় নাই ;—ননির্বিঘ্ন ঐ ১০, বিনির্মুক্ত ঐ ৬

৫ রেফের অমূলক প্রয়োগ ;—উর্ষ্মা (উষ্মা) ভক্তির ঐ পৃ ৪, ভক্তিতর্ত্ব (ভক্তিতত্ত্ব) ঐ ৪, পুরুষোর্ত্তমে (পুরুষোত্তমে) ঐ ৪

৬ নিম্নে উদ্ধৃত পদগুলি স্থানীয় ভাষার প্রভাবে লিপিকরের লিখিত ;—দুইর ঐ ৯, কোনো জনা ঐ ৪, বোল (বল) ঐ ১১

৭ 'য' প্রায়ই উচ্চারণ হেতুই সানুনাসিক হইয়াছে ;—য়ঁয় (হয়) ঐ ২, যেঁ (যে) ঐ ২, মাধুর্য্যাদি (মাধুর্যাদি) ঐ ৩

৮ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' মতো কয়েকটি সানুনাসিক পদের ব্যবহার লক্ষণীয় ;—দিঞা ঐ ১, নাহিঁ ঐ ১, দোঁহার ঐ ১, হঙ ঐ ১, হঞা ঐ ২

৯ অনেক স্থলেই ণ ন ও ল—এই তিন বর্ণের বিপর্যয় ঘটিয়াছে। ইহার জন্য লিপিকরই দায়ী ;—পদধূনি (পদধূলি) ঐ ১, সর্বশাস্ত্রে বনে (সর্বশাস্ত্রে বলে) ঐ ১, সুনাবন্য (সুলাবণ্য) ঐ ১

১০ স্ত্রীপ্রত্যয়নিষ্পন্ন 'য়ী' স্থলে 'ই' ধ্বনি প্রয়োগ ;—রাগমই (<রাগময়ী) ঐ ১৫

১১ ক্রিয়াপদে আদ্যক্ষরের 'ই'-কার কখনও 'এ'-কারে পরিণত হইতে দেখা যায় ;—লেখিল, লিখিল ঐ ৬, লেখি, লিখি ঐ ১৫

১২ অল্পপ্রাণ স্থানে মহাপ্রাণ ;—তভু ঐ ৬, সভার ঐ ১

১৩ 'ও' স্থানে মহাপ্রাণ উচ্চারণে 'হো' ;—ভজমান জনেরেহো ঐ ৮, দেখিলেহো ঐ ১৫

১৪ ঘোষবৎ মহাপ্রাণবর্ণের উচ্চারণ ঠিক আছে ;—বাঢ়এ ঐ ৩

১৫ সন্ধির বিশিষ্টতা ;—ভক্ত্যে (ভক্তি+এ) ঐ ৪

১৬ স্বরসঙ্গতি ;—কোনো ঐ ৪, কারো ঐ ১৬। হলন্ত উচ্চারণে স্বরসংযোগে সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন,—কার্+ও=কারো, কোন্+ও=কোনো

১৭ স্বরের পূর্বে 'অ'-কার আগমে 'এ' বর্ণের স্বতন্ত্র ব্যবহার ;—বাঢ়এ ঐ ৩, আছএ ঐ ১

১৮ স্বরাগমে বিপ্রকর্ষ ;—ভকত ঐ ২, পরকার ঐ ২৪, পরমাণ ঐ ২৩

১৯ 'আ' ধ্বনির অপপ্রয়োগ : ('অ'-এর বিবৃত উচ্চারণ) ;—মাহান্ত (মহান্ত) ঐ ৮

২০ 'আ' স্থানে 'উ' ধ্বনি ;—বিনু (<বিনা) ঐ ৬

২১ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয় ;—মৈত্রী ভাব ঐ ৩, কৃষ্ণ-আকর্ষিণী প্রেমা ঐ ৮, ভক্তিবিরোধিনী কর্ম ঐ ১৭, ঐশী ভাব ঐ ১৭

॥ পদবিচার ॥

২২ বিশেষ্যের পরে সভা গণ সব বহু সকল ইত্যাদি বহুত্বসূচক শব্দের যোগে বহুবচন করা হইয়াছে ;—তোমা সভায় ঐ ১ ; ভকতমকরগণে ঐ ২ ; সব ভক্ত্যের, ঐ ২ ; ভজনপ্রসঙ্গ বহু ঐ ৩ ; সকল ধাতুর অর্থ ঐ ৬

২৩ সর্বনামের বহুবচনে 'সভা' এই সর্বনামের অনুপ্রয়োগ এবং ইহাতেই বিভক্তি যোগ হইয়াছে ;—তোমা সভার ঐ পৃ ১, তা সভার ঐ ৪

২৪ কারকবিভক্তি ;—

প্রথমা—অ, এ : বৈষ্ণব ঐ ১, গৌরাঙ্গ ঐ ১ ; নন্দের কুমারে ঐ ২, সর্বশাস্ত্রে ঐ ২

দ্বিতীয়া ও চতুর্থী—এ : শ্যামাললিতারে ঐ ২ ; কৃষ্ণে সমর্পিব ঐ ১৪

তৃতীয়া—দিঞা, এ : ভক্তিদান দিঞা ঐ ১ ; শ্রবণ কীর্তনে ঐ ২৩

পঞ্চমী—হইতে : ভক্তকৃপা হৈতে ঐ ২৪, ভাবোদয় হৈতে ঐ ২৩

ষষ্ঠী—এর, র : ভক্তজনের ঐ ২৪, রাগের ঐ ২৪ ; তার ঐ ২৪

সপ্তমী—এ : শ্রীগুরুচরণে ঐ ১, জীবনে মরণে ঐ ১

২৫ সর্বনামের বহুবচনে যে 'রা' বিভক্তি আছে, তাহা ষষ্ঠীর 'র' হইতে আসিয়াছে ;—পরাভব করি তারা ঐ ২

২৬ সর্বনামের বিভক্তি ;—

প্রথমার একবচন—মুঞি ঐ ২ ; বহুবচন—রা : তারা ঐ ২

দ্বিতীয়া—এ, কে : মোরে ঐ ৪ ; তাকে ঐ ১২

পঞ্চমী—হইতে : যাহা হৈতে ঐ ১৩

ষষ্ঠী—র, কার : তার ঐ ১, মোর ঐ ২ ; সভাকার ঐ ২

সপ্তমী—তে : তাতে ঐ ৩, ইহাতে ঐ ৩

২৭ 'য'-কার স্থানে 'জ'-কার (প্রাকৃত প্রভাব) ;—জার (যার) ঐ ১৮

২৮ সর্বনাম-বিশেষণ শব্দ ;—সে সেই এই এ কোন তা ইত্যাদি ;—সে সব ভক্তের ঐ ২ ; সেই সব জিহ্বা ঐ ২ ; এই মঙ্গলাচরণ ঐ ২ ; এ চারি ভক্তির ঐ ৩ ; কোন ভকতে ঐ ৩ ; তা সভার ঐ ৪

২৯ বর্তমানকালের ক্রিয়াবিভক্তি ;—

উত্তমপুরুষে ;— -ওঁ -ঙ -ইএ -ই-ও : করোঁ, মাগোঁ ঐ ১ ; হঙ ঐ ১ ; করিএ ঐ ১ ; করি ঐ ১, পারি ঐ ২ ; বন্দো ঐ ২

প্রথমপুরুষে ;— -এ -য়ে -য় : আছএ ঐ ২ ; হয়ে ঐ ৭, আছয়ে ঐ ১ ; কয় ঐ ২

৩০ '-ইএ' কর্মবাচ্যে ;—তোমার পাদারবিন্দে করিএ বিনয়। ঐ ১, পুরাণে শুনিএ ইথে প্রমাণ বিস্তর। ঐ ১৯

৩১ নিশ্চয়ার্থে 'ত' প্রয়োগ ;—হয়ে ত অমঙ্গল ঐ ৯, সেই ত বৈষ্ণব হয়ে ঐ ১৩

৩২ মধ্যম পুরুষে '-হ', '-অ' বিভক্তি ;—ভক্তি দেহ দান ঐ ১ ; ভক্তিদান দিঞা কর আপন কিঙ্কর। ঐ ১, শ্রীরূপগোসাঞী মোর ক্ষম অপরাধ। ঐ ১

৩৩ অতীতকালে ধাতুর উত্তর '-ইল' '-ঐল' '-ইলা' প্রত্যয় ;—করিল বন্দন (উত্তম পুরুষ) ঐ পৃ ১ ; আপনে গৌরাঙ্গ কৈল (প্রথম পুরুষ) ঐ ১, গ্রন্থের আরম্ভে কৈল (উত্তম পুরুষ) ঐ ১ ; গ্রন্থ প্রকাশ হইলা (প্রথম পুরুষ) ঐ ২

৩৪ ভবিষ্যৎকালে ধাতুর উত্তর '-ইব' প্রত্যয়, উত্তম পুরুষে ;—চর্বণ করিব ঐ ১, করিব বিচার ঐ ১, বন্দিব সদাই ঐ ২, জ্ঞানকর্ম ছাড়িব ঐ ৫, সাধুসঙ্গে সদা হৈব ঐ ৫

৩৫ অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে সমাপ্তিসূচক ক্রিয়া ;—বুঝিবে বিচারি ঐ ৫, কহিল বিচারি ঐ ৬

৩৬ নিমিত্তার্থে ধাতুর উত্তর '-ইতে' প্রত্যয় ;—করিতে ঐ ১, শোধিতে ঐ ২

৩৭ অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয় ;—'-ইঞা' (-'ইআ'-র সানুনাসিক উচ্চারণে) ; '-ইআ, -য়া', ইহার সংক্ষেপে 'ই' ;—দিঞা ঐ ১, করিঞা ঐ ২ ; ধরি ঐ ১, দেখি ঐ ২

৩৮ পরবর্তী ক্রিয়ার কালনিরূপণে পূর্ববর্তী ক্রিয়ার ধাতুর উত্তর প্রত্যয় '-ইলে' ;—ইষ্টদেব-স্মরণ করিলে ভক্তি মিলে। ঐ ১, অনিমিত্ত হইলে উঠে প্রেমের তরঙ্গ। ঐ ৪, এ সব ছাড়িলে হয় ভক্ত্যে অধিকার। ঐ ৫

॥ উপসংহার ॥

রসময়দাসের শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী ভাগবত গীতা পঞ্চরাত্র ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ইত্যাদি গ্রন্থোক্ত ভক্তিধর্ম অবলম্বন করিয়া রচিত। পরমেশ্বরে পরম অনুরক্তিই ভক্তি। এইরূপ রাগানুগা ভক্তির বশে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকটে উপস্থিত হন; কিন্তু স্বল্প সাধনায় এই ভক্তি লভ্য নহে; ঐকান্তিক সাধনায়ই ইহাতে ভক্তের অধিকার জন্মে। ভক্তির উৎকর্ষে ভগবানের পরমপ্রেম-লাভ হয়। রসময়দাস এই ভক্তির ক্রমবিকাশের আলোচনায় সাধনভক্তি ভাবভক্তি এবং পরিশেষে প্রেমভক্তি বিবৃত করিয়াছেন। ইহার সমর্থনে তাঁহার সুসঙ্গত যুক্তি রহিয়াছে। শাস্ত্রসম্মত সযত্ন সাধনে যে ভক্তি জন্মে তাহাই বৈধীভক্তি। বৈধীভক্তিতে সাধকের চিত্ত কৃষ্ণে একনিষ্ঠ হইলে, শাস্ত্রের আর প্রয়োজন থাকে না, তখন প্রকৃত অনুরাগ জন্মে। পরে, এই অনুরাগ ঘনীভূত হইয়া গাঢ় রতিতে পরিণত হইলে প্রেমভক্তির উদয় হয়। ভক্তির বিকাশে, ক্রমে, সাধন ভাব ও প্রেম, এই গ্রন্থে যথারীতি আলোচিত হইয়াছে। মধুররসের সাধনাই শ্রেষ্ঠ। এই রসের সাধকের স্বরূপলক্ষণাদি রসময়দাস অতিপরিস্ফুটভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কেবল কাব্যের নায়ক-নায়িকারূপে নয়, নিজ উপাস্য ও পরম দেবতারূপে গ্রহণ করিয়া রূপগোস্বামী রাগানুগা ভক্তিমার্গের পথিক হইয়াছিলেন। সেই পথেই তিনি শ্রীকৃষ্ণরাধার অপ্রাকৃত লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সখী শ্রীরূপমঞ্জরীর অবতাররূপে অভিহিত হইয়াছেন। এই আদর্শের অনুসরণকারী বৈষ্ণব সাধক কবি রসময়দাস আন্তরিকভাবে ভক্তিরসবিশ্লেষণ করিয়াছেন; তাহার প্রমাণ, তাঁহার কামনানিবেদনে। সাধনভক্তির উপসংহারে কবি শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরতিমঞ্জরী প্রভৃতি সখীগণের অনুগতভাবে কৃষ্ণসেবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন[১]। তিনি স্বয়ং সাধক ছিলেন, এই হেতু তাঁহার রচনায় গভীর আন্তরিকতার পরিচয় পরিস্ফুট। কিন্তু কবি পরকীয়া প্রেমসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই, ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছেন[২]।

গ্রন্থকার ভাগবত গীতা পদ্মপুরাণ পঞ্চরাত্র ইত্যাদি ভক্তিগ্রন্থ হইতে বিবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বক্তব্য সুপরিস্ফুট করিয়াছেন; কবির রচনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতা। গীতায় ভগবান্ অর্জুনকে কর্মবন্ধন

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ২২

২ ঐ পৃ ১৬

হইতে মুক্তির জন্য যে উপদেশ দিয়াছেন,[১] নিষ্কাম সাধনায় ইহা যে অত্যাবশ্যক, তাহা রসময়দাস বিশেষভাবে[২] উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তিরসবিশ্লেষণে কবি শান্তাদি রস ও তাহাদের বিভাব অনুভাবাদি সবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন, দার্শনিক মতবাদও পরিত্যক্ত হয় নাই। এই গ্রন্থে গীতা, ভাগবতাদি নানা পুরাণের উল্লেখ থাকায় কবির সংস্কৃতে বিশেষ অনুরাগ ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজে যে ভক্তিধর্ম প্রচলিত, সেই ধর্ম অনুসারেই গ্রন্থকার নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন; সুতরাং ইহাতে অনুমান হয়, গ্রন্থখানি বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল।

বৈষ্ণবধর্ম বেদমূলক। বিষ্ণুর উপাসনা বিষয়ে প্রাচীন প্রমাণ ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় পাওয়া যায়[৩]। এই বৈষ্ণবধর্মের নানা ধারার পরিচয় উপনিষদে মহাভারতে আগমশাস্ত্রে পুরাণে ও ধর্মসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে[৪]। অল্পে সুখ নাই, পরিপূর্ণ লাভেই পূর্ণ সুখ[৫]; বৈষ্ণব ধর্মে এই ঔপনিষদ উপদেশের সুগভীর সাধনা আছে। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ যে 'ভূমার' সন্ধান দিতে পারে নাই, চৈতন্যপ্রবর্তিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম তাহার সন্ধান দিয়াছে। রসময়দাস-কৃত এই গ্রন্থে যে মধুররসের অর্থাৎ প্রেমভক্তি আলোচিত হইয়াছে, তাহা সেই পরিপূর্ণ সুখেরই পূর্ণ অবস্থা। জীব ও ব্রহ্ম এক নহে; কিন্তু জীব ও ব্রহ্ম অচিন্ত্যাভেদাভেদ; অর্থাৎ প্রজ্বলিত অগ্নি এবং তাহার স্ফুলিঙ্গের মতো তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম ও জীব এক হইলেও শক্তিতে বিভিন্ন। ভগবান্ জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়-রহিত; অথচ তিনি গুণগ্রাহী। তাঁহার অপ্রাকৃত শরীর, কিন্তু তিনি কৃপাসিদ্ধ ভক্তের নিকট আত্মপ্রকাশ[৬] করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম এই মতই আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র মত অবলম্বন এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়াছেন; ফলে, প্রাক্‌চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব-ধর্মমতগুলি নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে না পারিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মে বিলীন হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ

---

১ যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্। গী, ৯।২৭

২ কর্মার্পণ না করিলে সকাম ভক্তি হয়। শ্রী. ভ, পৃ ৪

৩ তমুস্তোতারঃ পূর্ব্যং যথা বিদঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্তন
আস্য জানন্তোনাম্ চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ১।১৫৬।৩

৪ বা. বৈ. ধ, পৃ ২১

৫ যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

৬ ব. সা. স, পৃ ৩২-৪৩

পরিপূর্ণ রসের নিধান; রসগ্রহণেই তাঁহার আনন্দ,[১]—এই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য রসস্বরূপ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ ও তাঁহাকেই সর্বস্ব সমর্পিত করিয়া তাঁহারই জন্য বাঁচিয়া থাকার একমাত্র হেতু ভক্তি; ইহারই নাম প্রেম। শ্রবণকীর্তনাদিতে শ্রদ্ধার উৎপত্তির ফলে সাধকের মনে একনিষ্ঠ রতির আবির্ভাব হয় এবং বিজাতীয় ধর্ম ও মায়া বিদূরিত হওয়ায় সাধক ভগবৎপ্রেম লাভ করিলে তিনি আপনাকে কৃষ্ণের নিত্যসেবক মনে করেন[২]। শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী-রচয়িতা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের এই শাশ্বত সত্য তাঁহার ললিতমধুর ধ্বনি-বিচিত্র স্বচ্ছন্দ ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন;—সেবা বিনু ভক্তগণ কিছু না মাগয়ে। শ্রী. ভ, পৃ ৬

যাঁহারা সংস্কারমুক্ত ও তত্ত্বপিপাসু, তাঁহারাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতে আছে, ভগবান্‌কে কেহ তপস্যা বা সাধনভজন করিয়া পায় না; ইহা কেবল ভক্তির উদ্গমে সাহায্য করে। এই জন্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভগবান্ সাধনসিদ্ধ নহেন, কৃপাসিদ্ধ। এই সূত্রে তত্ত্বজ্ঞ চৈতন্যচরিতামৃতকারের উক্তি;—নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। চৈ. চ, ২।২২; রসময়দাস ইহারই প্রতিধ্বনিতে বলিয়াছেন;—শ্রবণাদ্যে শুদ্ধচিত্তে করেন উদয়॥ শ্রী. ভ, পৃ ৯

সাধক আত্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান পরিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় সর্বদা রত থাকেন। ইহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের পরম পুরুষার্থ। এই দাস্য রতি হইতেই সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রসের বিকাশ হয়। মধুররসের চরমোৎকর্ষ ব্রজগোপীগণের মধ্যেই সুপ্রকট।

ভগবানের এই রসোপাসনা প্রথম শতাব্দীতে দ্রবিড়দেশে আলবার-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ও লক্ষ্মীকে ইহারা পূজা করেন[৩]। শ্রীমদ্ভাগবতের পরা বা অহৈতুকী ভক্তির, আলবার-সম্প্রদায়ের উপাসনার সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ভাগবতের নারীভাবই অহৈতুকী ভক্তি। ইনি পূর্ণানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের ভাবপ্রধান অনুভূতি হইতে উৎপন্না ও আত্মবিসর্জনপরায়ণা। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মে ইহাই গোপীভাব। রসময়দাসের ভাষায়[৪] ইহার স্বরূপ;—অপূর্ব মাধুরী সেই গোপীগণের প্রেম, নির্মল উজ্জ্বল স্নিগ্ধ যেন শুদ্ধ হেম। ব্রজগোপীগণের এই ভক্তি দেখিয়া উদ্ধব বলিয়াছিলেন, পুনর্জন্মে তিনি

---

১ রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।

২ জীব তত্ত্ব হয় নহে কৃষ্ণের স্বরূপ। চৈ. চ, ২।২০

৩ দ্রষ্টব্য বা. বৈ. ধ.

৪ শ্রী. ভ, পৃ ১৫

ব্রজললনাগণের চরণরেণু যাহাদের উপর পতিত হয়, বৃন্দাবনের এমন কোনও গুল্ম লতা ও ওষধির মধ্যে যে কোনোটিতে যেন জন্ম লাভ করেন[১]। এই গোপীভাবই শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত বৈষ্ণবভাবের চরমোৎকর্ষ এবং পঞ্চরসের শ্রেষ্ঠ 'মধুররসের' সাধনাবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণসেবাই ব্রজগোপীগণের একমাত্র কাম্য। রসময়দাস গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের এই ধারাটিই অনুসরণ করিয়াছেন। মধুররসের সাধনায় 'প্রেমভক্তি' উপজীব্য করিয়া নিবন্ধকার বলিয়াছেন;—

প্রেমোন্মত্ত জন সুখ দুঃখ নাহি জানে   কৃষ্ণের পরম রসে মগ্ন রাত্রি দিনে।

প্রেমানন্দে পূর্ণ থাকে প্রেমী ভক্তগণ নিজ ভালমন্দ তারা না জানে কখন। শ্রী. ভ, পৃ ২৭

অন্তরের প্রেরণায় প্লাবিত রাগানুগা ভক্তিরসের এই উক্তির মধ্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের চিরন্তন সুরটিই অনুরণিত হইয়াছে।*

শান্তিনিকেতন,
জন্মাষ্টমী, ১৩৬৩

শ্রীদুর্গেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

---

১ আসামহং চরণরেণুজুষামহো স্যাম্
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথং চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্। ভা, ১০।৪৭.৬১

* এই গ্রন্থসম্পাদনে আমি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসুখময় শাস্ত্রী শ্রীনিতাই-বিনোদ গোস্বামী শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু শ্রীদেবীপ্রসাদ পট্টনায়ক ও শ্রীমতী কণিকা বিশ্বাস আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আনুকূল্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। সাহিত্যপ্রকাশিকা-গ্রন্থমালার সাধারণ-সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আমি এই গবেষণাকার্য সম্পন্ন করিয়াছি।

সাহিত্য-প্রকাশিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

রসময়দাসের

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী

॥সঙ্কেত॥

অ—'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লিকা' (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সং ১৩, সন ১৩১৩, পৃ ১৬৯ হইতে বিবৃত ১৫ সংখ্যক) পুঁথির পাঠ

ক—'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী' (বিশ্বভারতীর ৫৯ সংখ্যক) আদর্শ পুঁথি

খ—'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পয়ার' (কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের ৫০৫৬ সংখ্যক) পুঁথি হইতে

॥ মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ॥

[১]/৭শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥[২]

শ্রীগুরুচরণে করোঁ অনন্ত প্রণতি
যাহা বিনু জীবনে মরণে নাহিঁ গতি।
জয় জয় মহাপ্রভু গৌর ভগবান[৩]
তোমার পাদারবিন্দে ভক্তি দেহ দান[৪]।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রভু[৫] কৃপার সাগর
ভক্তিদান দিঞা কর আপন কিঙ্কর।
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু[৬] দীন দুঃখীর জীবন
দন্তে তৃণ করি মাগোঁ[৭] দেহ প্রেমধন।
গদাধর পণ্ডিত ঠাকুর শ্রীনিবাস
ভক্তি দিঞা কর মোরে আপনার দাস।
স্বরূপ জগদানন্দ প্রভু হরিদাস[৮]
তোমা সভার পাদপদ্ম জন্মে জন্মে আশ[৯]।
শ্রীমুকুন্দ[১০] নরহরি শ্রীরঘুনন্দন
তোমা সভার পদ[১১]-ধূলি মস্তকভূষণ।
শ্রীরূপগোসাঞী আর প্রভু সনাতন
দোহার[১২] পাদারবিন্দ আমার জীবন।
শ্রীগোপালভট্ট প্রভু ভট্ট রঘুনাথ
জন্ম জন্ম দোহার[১৩] দাসের হঙ দাস।
রঘুনাথদাস-পদ হিয়া-মাঝে ধরি
শ্রীজীবগোসাঞীর পাদপদ্মে নমস্করি।

শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর-মহাশয়
তোমার পাদারবিন্দে করিএ বিনয়।
অনন্ত বৈষ্ণব সব[১৪] করিল বন্দন
নিজাভীষ্ট পদধূলি মস্তক[১৫]-ভূষণ।
ইষ্টদেব-স্মরণ করিলে ভক্তি মিলে
মহান্ত বৈষ্ণব সুখী সর্বশাস্ত্রে বলে।
শ্রীরূপগোসাঞীর কথা অনন্ত অপার
আপনে গৌরাঙ্গ কৈল শক্তির সঞ্চার।
রসামৃতসিন্ধু নাম গ্রন্থ মহাশূর
রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা বিলাস প্রচুর।
অতি[১৬]-সুলাবণ্য কথা আছয়ে লিখন
অল্পমাত্র আস্বাদ করিতে হয় মন।
চর্বণ করিব তার চর্বিত প্রসাদ
শ্রীরূপগোসাঞী মোর ক্ষম অপরাধ।
গ্রন্থের আরম্ভে কৈল মঙ্গল ঘটনা
বস্তুনির্দেশ করি কৃষ্ণচন্দ্রের বর্ণনা।
গ্রন্থের প্রথম শ্লোক করিতে বিচার
শ্রীরূপপাদারবিন্দে[১৭] করি নমস্কার।
শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র দীপ্ত কলেবরে[১৮]
বৃন্দাবনে রাসস্থলী তাহার অন্তরে।

১অ. /৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ২খ. অতঃপর অতিরিক্ত, শ্রীরূপসনাতন। অথ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পয়ার লিখ্যতে॥ বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুৎপদকমলং শ্রীগুরূন বৈষ্ণবাশ্চ তাং মন্ত্ররূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং। সজীবং সাদ্বৈতং সাবধৌতং পরিজন-সহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান সহগণললিতাম্বিতাংশ্চ। অতঃপর অ অতিরিক্ত, অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ইত্যাদি। ৩অ. কৃপার সাগর ৪অ. ভক্তিদান দিয়া মোরে করহ কিঙ্কর ৫অ. মহা-৬খ.-গোশ্যাঞি (অতঃপর সঙ্কেত 'খ' লিখিত হইবে না; প্রতি পাঠান্তর 'খ' পুঁথির পাঠ বুঝিতে হইবে) ৭ মাগী ৮ তোমার চরণারবিন্দে জন্মে জন্মে আস ৯ তোমা বই আর কেহ নাঞি দুঃখি সভার ১০ খণ্ডবাসী ১১ তোমারচরণ- ১২ তোমার ১৩ তোমার ১৪ -গণ ১৫ সর্বাঙ্গে ১৬ -বড় ১৭ গুরুকৃষ্ণভক্তীয় জনার ১৮ করে ব্রজপুরে

দ্বাদশ রসের মূর্তি নন্দের কুমার
শান্ত আর দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার।
হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়[১]
কৃষ্ণের বিলাস ইথে সর্বশাস্ত্রে কয়।
সর্বরস-করম্বিত ত্রিভঙ্গ সুন্দর
বৃন্দাবনে উদয় করয়ে নিরন্তর।
প্রসরণ অঙ্গের কান্তির ছটা দেখি
বশীকার[২] হইলেন পালি তারা[৩] সখী।
আত্মসাৎ করিলেন শ্যামা ললিতারে
রাধিকার প্রীতিকর্ত্তা[৪] নন্দের কুমারে।
চন্দ্রপক্ষে এই সূত্র[৫] আছয়ে লিখন
শ্রীজীব-টীকার অর্থ অতি[৬] বিলক্ষণ।
ভক্তিহীন মুক্তিঞ[৭] অর্থ বুঝিতে না পারি
শ্রী[৮]রূপ-উচ্ছিষ্ট মুখে আস্বাদন করি।
অত্যন্ত নিগূঢ় অর্থ[৯] না পারি বুঝিতে
যথা তথা[১০] কহি মাত্র আপনা শোধিতে।
রাধার প্রাণনাথ কৃষ্ণ হয় সর্বকাল
সর্বোৎকর্ষ প্রথম[১১] শ্লোক পরম রসাল[১২]।
দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ করিএ সোচন[১৩]
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু শচীর নন্দন।
হৃদয়ে প্রেরণ করি শক্তি সঞ্চারিলা
প্রভুর কৃপায় লক্ষ গ্রন্থ প্রকাশ হইলা।
বরাক শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ[১৪] ভক্তগণ[১৫]
বর শ্রেষ্ঠ আ সম্যক্ অর্থের যোজন।
সভাকার শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যে করে গায়ন
বরাক শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ।
চৈতন্যচন্দ্রের[১৬]রূপ করিঞা বন্দন
পুনর্বার বন্দে[া] ইষ্টদেবের চরণ।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করিব বিচার
গুরু কৃষ্ণ দোঁহারে করিল নমস্কার।
মোর প্রভু [শ্রী] সনাতন নিত্য শরীর[১৭]
রসামৃতসিন্ধু তাঁর বিশ্রাম[১৮] মন্দির।
তাঁরে সুখ দিতে সিন্ধু বাতুল[১৯] কৌতুকে
পুনর্বার ভক্তগণে বন্দে[া] মহাসুখে।
ভকতমকর-গণে করোঁ নমস্কারে
যারা সব রসামৃত-সমুদ্রেত চরে[২০]।
পরাভব করি তারা কালজাল-ভয়
হরিভক্তিরসামৃত-সমুদ্রে খেলয়।
সমিলিত[২১] ভক্ত[২২]-নদী করে সর্বঠাঞি
সে সব[২৩] ভক্তের পদ বন্দিব সদাই।
মীমাংসকগণে অতি কঠিন রসনা
বড়বাগ্নি সেই সব জিহ্বার তুলনা।
সেই সব জিহ্বা কুণ্ঠ করি[২৪] সর্বকাল
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দীপ্ত চিরকাল।
ভক্তির প্রস্তাব সর্বলোকহিতকারী
সুহৃদগণের সুখে অজ্ঞ হঞা আমি[২৫] করি।
গ্রন্থারম্ভে কৈল এই মঙ্গলাচরণ
এবে ভক্তিরস-তত্ত্ব করিল লিখন।

---

১ করুণাদি সপ্তরস হয় ২ -ভূত ৩ তায় ৪ প্রীতকথা ৫ পা মত ৬ আতি ৭ শ্লোক ৮ স্ব- ৯ কথা ১০ দুই এক শ্লোক ১১ পা পক্ষ ১২ সর্বোত্ত পাঠ শ্লোকে সর্বথা মিশাল ১৩ পা সূচন ১৪ পা গুন ১৫ প্রয়োজন ১৬ তাঁর পাদপদ্ম ১৭ বিশ্রাম মন্দির সনাতন নিজ সুখে ১৮ পা বিধান ১৯ প্রেমদায় ভক্তিসুখ বাতুল ২০ নিরন্তর ভক্তিসিন্ধু বিহার জাহার ২১ পা অসীম ২২ পা মুক্তির ২৩ এমন ২৪ বড়বায়ানন্দত্তো (?) করিব ২৫ অন্ধ হৈঞা সুহৃজন নিমিত্ত্য গ্রন্থ

রসামৃতসিন্ধু নাম ভক্তি-গ্রন্থরাজ
বৃন্দাবনে বিলসই বৈষ্ণব সমাজ।
ভজনপ্রসঙ্গ বহু[১] আছয়ে[২] লিখন
সাধ্যসাধন-ভাব প্রেম-বিবরণ[৩]।
অকাম নিষ্কাম আর মোক্ষকাম[৪] যত
বৈদিকী তান্ত্রিকী ঐশ্বী[৫] মাধুর্যাদি মত।
অনুভাব বিভাব সাত্ত্বিক ব্যভিচারী
আলম্বন উদ্দীপন সহায়ী[৬] বিচারি[৭]।
দ্বাদশ রসের কথা আছয়ে বিস্তার
রসাভাস ভাবাভাস উপরস আর।
মৈত্রী বৈরী স্থিতিভাব সঙ্কুলাদি[৮] করি
কেবলা সঙ্কুলা কথা কহিল বিচারি।
এইরূপে সূত্র বহু করিঞা লিখন
শ্রীরূপগোসাঞী কৈল গ্রন্থ প্রকটন[৯]।
হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ মহাসার
পূর্বাদিক হএ চারি বিভাগ তাহার[১০]।
তাতে পূর্ব বিভাগে লহরী চারি তার[১১]
সামান্ত ভক্তি সাধন ভাব প্রেমের বিচার[১২]।
এ চারি ভক্তির বিচার চারি লহরীতে
ভাব প্রেম ক্রমে উদয় সাধন হইতে।
প্রথমে সামান্ত ভক্তি দ্বিতীয়ে সাধন
তৃতীয়ে কহিল[১৩] ভাবভক্তি-প্রয়োজন।
চতুর্থে কহিল[১৪] প্রেমভক্তির বিচার
ক্রমেত বাঢ়এ[১৫] প্রেম হইঞা[১৬] বিস্তার।
রাগ অনুরাগ মান স্নেহ প্রণয়[১৭]
ভাবমহাভাব-রূপ ক্রমেত বাঢ়য়[১৮]।
এ সব প্রসঙ্গে যেবে নাহি প্রয়োজন
প্রসঙ্গ পাইঞা কিছু কহিল লক্ষণ[১৯]।
ভক্তির লক্ষণ কহি দ্বিবিধ প্রকার
সাধ্যরূপা[২০] যেক হয়ে সাধনরূপা[২১] আর।
দ্বিবিধলক্ষণ-কথা কহিল[২২] টীকাতে
ভাবভক্তি প্রেমভক্তি সাধন হইতে।
ক্লেশ পাপ পাপবীজ[২৩] অবিদ্যা সকল[২৪]
ইহা সভা নাশিতে সাধন মহাবল।
ভাবভক্তি মোক্ষসুখ করে তিরস্কার
অন্তবস্তু নহে সর্ব সাধনের সার।
তবে যে দেখিয়ে কোনো ভকতে জন্মিলা
জানিহ সে কৃষ্ণভাব প্রকট হইলা।
ইহাতে প্রমাণ আছে পুরাণ-বচন
কর্মকাণ্ড জ্ঞানমার্গ অতীত লক্ষণ।

---

১ ইংথ ২ পা। তাহাতে ৩ মহাধন ৪ অতিরিক্ত, ভক্তি ৫ তান্ত্রিকৈশ্বর্য্য ৬ পা কহিল ৭ ভাবকরী ৮ সঙ্করাদি ৯ গ্রন্থের ঘটন। অতঃপর অতিরিক্ত,

অপর সব্দের অর্থ অকর্ম্ম কহিয়ে।
সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্লোক জানিবে নিশ্চয়ে।
মহানন্দি রসধাম চিতশক্তি বিলাস।
মুক্তিভক্তি দাতা নিত্য লিলার আবাস।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য গুণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব অবতার সর্ব্ব কারণ প্রধান।
সর্ব্বকাল ভূতা নন্দব্রজেন্দ্রকুমার।
জয়তি শব্দের কহি অর্থের প্রচার।
অকর্ম্মক ধাতু শব্দে সর্ব্বোৎকর্ষণ দেখি।
সর্ব্বসুখ চারিপুত্ত টিকাকার লেখি।

১০ পূর্ব্বকর্ম্মে চতুর্ভাগে করিলা বিচার ১১ ভক্তি ভেষ নিরূপণ করিব প্রথমে ১২ চতুর্বিধা লহরী করিব ক্রমে ক্রমে ১৩ কহিব ১৪ কহিব ১৫ বাঢ়িব ১৬ বড়াই ১৭ আদি করি ১৮ ভাব আর মহাভাব কহিয়ে বিস্তারি ১৯ কহিব বিচারি ২০-ভাব ২১ সাধনাঙ্গ ২২ থাকিল ২৩ অতিরিক্ত, অত ২৪ বচন

দাস্যং কর্মার্পণং এই আছয়ে লক্ষণ
কেমতে ছাড়িতে কহ কর্ম-প্রয়োজন।
কর্মার্পণ [না] করিলে সকামভক্তি হয়ে
ভক্তি বিজ্ঞজনের সম্মত কভু নহে।
কর্ম-অঙ্গ ছাড়িয়া করিব ভক্তি-অঙ্গ
অনিমিত্ত হইলে উঠে প্রেমের তরঙ্গ।
মোক্ষফল ন্যক্কার[১] করয়ে ভক্তগণ
সর্বসুখ তেজে[২] কৃষ্ণসেবার কারণ।
জ্ঞানী সব[৩] সদা ধ্যান করে নিরাকার
তা সভার কভু নাহি ভক্ত্যে অধিকার।
কেমনে[৪] কৃষ্ণের সেবা কভু নাহি জানে
ব্রহ্মের সাদৃশ্য[৫] হয়ে[৬] আপনার মনে।
সাযুজ্য[৭]-আভাস পায়ে[৮] সকামী গণনা
কর্মী জ্ঞানী কৃষ্ণকে না পায় কোনো জনা।
প্রেমভক্তি-লক্ষণ কহিতে শক্তি কার
কৃষ্ণ-আকর্ষিণী[৯]-রূপা কৃষ্ণের আকার।
কৃষ্ণ পাইবারে কিছু অপেক্ষা না করে
প্রেমের কারণ প্রেম মহাগুণ[১০] ধরে।
যে বেশে সাধনভক্তি কহি বিবরিঞা
শ্রীরূপপাদারবিন্দ হৃদয়ে ধরিঞা।
ইথে অপরাধ মোরে না করিহ বল
শ্রীরূপগোসাঞী দোষ ক্ষমিহ সকল।
আপন পাপিষ্ঠ চিত্ত করিতে শোধন
বিচার করিব শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ।

ভক্তির লক্ষণ শ্লোক করিতে ব্যাখ্যান
শ্রী[১১]রূপগোসাঞী-পাদপদ্ম করি ধ্যান।
হেতুশূন্য ভক্তির বিশিষ্ট কহিবারে
লক্ষণ কহিয়ে সাধুশাস্ত্র-অনুসারে।
উত্তমা ভক্তির কথা শুন সর্বজনে[১২]
সর্বাত্মিকা ভক্তি জ্ঞানকর্মাদি-মিশ্রণে।
জ্ঞানকর্মাদি-মিশ্রা ভক্তি অপূর্ব বল[১৩] ধরে
সিদ্ধের্গরীয়সী ভক্তি[১৪] না কহি তাহারে।
হেতু শব্দে কর্মজ্ঞানভুক্তি[১৫]-ত্যাগ
হেতু শূন্য বিনে না জন্ময়ে অনুরাগ।
নির্মৎসর[১৬] ভক্তগণের[১৭] বেদ্য কৃষ্ণকর্ম
ভকতরসিকে জানে ভক্তিতত্ত্ব[১৮]-মর্ম।
অহৈতুক্যব্যবহিতা আত্যন্তিকী ভক্তি
সেই শুদ্ধা ভক্তি তাতে কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি।
আত্যন্তিকী ভক্তি বিনে কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়
অনিমিত্ত ভাগবতী-ভক্তি সেই হয়[১৯]।
সাধকের লিঙ্গদেহ দাহন করিঞা
সিদ্ধ দেহ করে কৃষ্ণপ্রাপ্তির লাগিঞা।
অহৈতুক্যব্যবহিতা পুরুষোত্তমে ভক্তি
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তি তার খ্যাতি[২০]।
আত্যন্তিকী শুদ্ধা ভক্তি সেই ত নিশ্চয়[২১]
সিদ্ধের্গরীয়সী সেই ভাগবতে কয়।
ভাগবত-অনুসারে শ্রীরূপ আপনে
স্পষ্ট করি শুদ্ধা ভক্তির কহেন লক্ষণে।

---

১ কি কার্য্য ২ ভক্তে ৩ ভাব ৪ কেবল ৫ সাহসে ৬ নহে ৭ সারূপ্য ৮ গায় ৯-কথাকর্ষণি ১০ সদ্‌গুণফল ১ শ্ব- ১২ ভক্তগণ ১৩ কলে ১৪ ভক্তি সিদ্ধের্গরীয়সি ১৫ মুক্তিকর্ম্ম ১৬ নির্ম্মঞন ১৭ সাধুজনে ১৮ এই সব ১৯ এই হেতু ভাগবতে অহৈতুকী কহে ২০ নাম ২১ ভাব গন্ধ মাত্র সিদ্ধ হয় সর্বকাম

॥ শুদ্ধভক্তের্লক্ষণং যথা ॥

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ইতি ॥

অতঃপর শ্লোক-অর্থ করিয়ে আস্বাদ
শ্রীরূপগোসাঞী মোর ক্ষমিহ অপরাধ।
আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন কহি ভক্তি
কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তি লাগি ধরে মহাশক্তি।
স্বরূপ লক্ষণ এই ভক্তির কহিল
তটস্থ লক্ষণ দুই পদে বিচারিল।
অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা দেহাদি মমতা
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি ছাড়িব সর্বথা।
চিত্তের কৈতব দ্রোহ বর্ণাশ্রম আর[১]
এ সব ছাড়িলে হয় ভক্ত্যে অধিকার।
জ্ঞান কর্ম ছাড়িব কৃষ্ণের ভক্তি লাগি
সাধুসঙ্গে সদা হৈব কৃষ্ণ-অনুরাগী।
সদা অসৎসঙ্গ-ত্যাগ কর্মসঙ্গ[২]-হীন
কৃষ্ণকথাশ্রবণাদি[৩] এই ভক্তিচিহ্ন।
নিরাকার ব্রহ্মের ভাবনা যেই জ্ঞান
মুমুক্ষুজনের সেই[৪] প্রাপ্তির আধান[৫]।
সেই জ্ঞান ভক্ত কভু চিত্তে না ধরিব
ভজনতত্ত্বের জ্ঞান কভু না ছাড়িব।
জ্ঞানবুদ্ধ্যে ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান না ছাড়িব
তাহা বিনে ভক্তিতত্ত্ব কেমনে জানিব।

কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব প্রেমরসতত্ত্ব
ভক্তিশাস্ত্রে সাধুমুখে জানিয়ে মহত্ত্ব।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেম কৃষ্ণভক্তগণে
জানিতে না পারি ভক্তিশাস্ত্র-জ্ঞান বিনে।
অতয়েব ভক্তিনিষ্ঠ জ্ঞান আচরিব[৬]
নিরাকার ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞান ছাড়ি দিব[৭]।
স্মৃত্যাদ্যুক্ত[৮] নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম
স্বর্গপ্রাপ্তি-কারণ সে জানিহ এ মর্ম।
তাতে কৃষ্ণলোকপ্রাপ্তি[৯] না হয়ে কখন
অতয়েব ত্যাজ্য কর্মকাণ্ড-প্রয়োজন।
কৃষ্ণপরিচর্যা কর্ম প্রেমসেবা হয়
তাহা কভু না ছাড়িব ভাগ[ব]তাদ্যে কয়।
মুক্তি পঞ্চবিধ কর্ম ত্রিবিধ[১০] প্রকার
ভক্তিশাস্ত্রে কহে তাহা[১১] ত্যাগ করিবার।
আদি শব্দে কহে[১২] সাংখ্য বৈরাগ্যাদি করি
ফল্গু-বৈরাগ্য ত্যাজ্য[১৩] বুঝিবে বিচারি।
প্রাতিকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন করে[১৪] দুষ্টগণ[১৫]
কৃষ্ণ-বহির্মুখ ভাব[১৬] আসুরী গণন[১৭]।
প্রাতিকূল্যে ত্যাগ আনুকূল্যের গ্রহণ
আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ভক্তি হন।

---

১ করি ২ জ্ঞানকর্ম ৩ শ্রবণে কৃষ্ণের কথা ৪ মাত্র ৫ প্রধান ৬ ছাড়ি দিবা ৭ নহিলে কৃষ্ণের ভক্তি কেমনে হইবা ৮ স্মৃতিশাস্ত্রে কহে ৯ অতিরিক্ত, কর্ম্মে ১০ দুই ত ১১ কর্ম্ম ১২ যোগ ১৩ এই ১৪ জাতিকুলশীল আদি কয় ১৫-জন ১৬ জেই ১৭ অসুরের গণ

রোচমানা[১] প্রবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণপদে যেই[২]
সেই আনুকূল্য অর্থ কহিলাঙ এই[৩]।
কৃষ্ণানুশীলন পদ সূত্রের লক্ষণ
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-কার্য্যে করিল যোজন[৪]।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করি[৫] ধাত্বর্থ-লক্ষণা
কায়[৬] বাক্য মন তাহে করিল ঘটনা।
সকল ধাতুর অর্থ ক্রিয়াপাঠ[৭] কয়
ক্রিয়া শব্দে ধাতু-অর্থ জানিবে নিশ্চয়।
ক্রমে ক্রমে বাড়িতে মানস ভাব কয়[৮]
সাধন[৯]-রূপা ভাবরূপা প্রেমরূপা হয়।
তত্ত্ব সম্বন্ধমাত্র কিম্বা তদর্থে গ্রহণ
গুরুপাদাশ্রয়াদিক লক্ষণে পোষণ।
অতএব অব্যাপ্তিদোষের গন্ধ নাঞী
তত্ত্বসম্মতা[১০] তদর্থতা লেখিল গোসাঞী।
দুর্গমসঙ্গমনী[১১] টীকায় এই অর্থ কয়
অনু শব্দে পুনঃ পুনঃ শীলনাদি হয়।
টীকাকারের এই অর্থ করিল বিচার
হেতুশূন্য কৃষ্ণভক্তিলক্ষণ-আচার।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই টীকার লিখন
প্রবৃত্তি শ্রীগুরু[১২]-পাদপদ্মে অনুক্ষণ।
নিবৃত্তি হইব সদা দুষ্ট কর্ম্ম[১৩] হইতে
এই ত টীকার[১৪] অর্থ কহিল সাবহিতে।
এইরূপে শীলন হইলে মুনিভাব
নিত্য-পরিবার সঙ্গে কৃষ্ণ হয়ে লাভ।
এই ত লক্ষণ অর্থ কহিল বিচারি
শ্রীরূপগোসাঞীর পাদপদ্মে নমস্করি।

ধর্ম্মরূপ আর লীলার প্রফুল্লিতকারী
এই মত কৃষ্ণভক্তি মহাগুণধারী[১৫]।
প্রথমে পালায় যত অমঙ্গলগণে
প্রেতগণ ভাগে যৈছে সূর্যের কিরণে।
ভক্তির লক্ষণ ইবে করিতে বিচার
ভক্তজনের লক্ষণ কহিল বারবার।
ভক্তির বিশুদ্ধতা পাই ভক্তের দেহেতে
মোক্ষবাঞ্ছা[১৬]-শূন্য ভক্তি কহে ভাগবতে।
শ্রীনারদপঞ্চরাত্র তাহাতে প্রমাণ
সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত জানিবে প্রধান।
কৃষ্ণপরমার্থে চিত্ত হইব নির্মল
ইন্দ্রিয়-প্রেরণে ভক্তি পরম বিরল।
মনভৃঙ্গ কৃষ্ণপাদপদ্মে নিয়োজিব
শুনিতে গোবিন্দকথা কর্ণ প্রসারিব।
মুখ নেত্র হস্ত পাদ নাসিকা রসনা
শ্রীকৃষ্ণপাদারবিন্দে করিব প্রেরণা।
পূর্ব অর্থ স্ফুট করিবারে শ্লোক কহি
ইহার প্রমাণ ভাগবত ও পাদ্মে চাহি[১৭]।
অহৈতুকী নিরন্তরা কৃষ্ণের ভকতি
কৃষ্ণপদপ্রাপ্তি লাগি ধরে মহাশক্তি।
সালোক্য সাষ্টি´ সারূপ্য সামীপ্য করিয়া
ভক্তগণে দিতে চাহে[১৮] আপনে যাচিয়া।
তভু কদাচিৎ ভক্ত তাহা নাহি লয়ে
সেবা বিনু ভক্তগণ কিছু না মাগয়ে।
কৃষ্ণসেবা বিনু অন্য বাঞ্ছা[১৯] নাহি তার
তুচ্ছ গণে মুক্তি[২০] নাহি করে অঙ্গীকার।

---

১ রুচিমন ২ আর ৩ আনুকুল্য ভক্তির লক্ষণ বেদসার ৪ কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণকর্ম্ম করিল জে জন ৫ কহি ৬ সব ৭ কৃপাপার ৮ এই ছত্রটি আদর্শ পুঁথিতে নাই ৯ চেষ্টা- ১০ -সম্বন্ধ ১১ -সঞ্জীবনি ১২ -রূপ ১৩ সঙ্গ ১৪ টীকাকার এই ১৫ ধর্ম্মরূপ নলিনীকে প্রফুল্লিত করে। এইরূপে কৃষ্ণরূপ মহাগুণ ধরে। ১৬ -বার্ত্তা ১৭ পড়হি ১৮ দেন প্রভু ১৯ কর্ম্ম ২০ কিন্তু কদাচিৎ

যেই ভক্তিযোগ আত্যন্তিক বলবান
সালোক্যাদি মুক্তিসুখ যাতে তৃণজ্ঞান।
সালোক্যাদি পদ এই ভক্তির লক্ষণ
ভক্তের লক্ষণ ইথে জানিবে কেমন।[১]
ভক্তি বিনু ভক্ত ভুক্তি মুক্তি নাহি চায়ে
ভক্তের লক্ষণে ভক্তিলক্ষণ[২] বুঝায়ে।
ক্লেশঘ্নী শুভদাতা মোক্ষলঘুকৃতা
সুদুর্লভা সান্দ্রানন্দ বিশেষ[৩]-আত্মিকা।
শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী[৪] ভক্তি মহাগুণ ধরে
পাপ পাপবীজ অবিদ্যা ক্লেশ[৫] নাশ করে।
অপ্রারব্ধ প্রারব্ধ পাপ দুই হয়[৬]
তাহা নাশ করে ভক্তি মহাতেজোময়[৭]।
একাদশ স্কন্ধে তার শুনহ প্রমাণ
অগ্নি যেন প্রজ্জলিত মহা বলবান।
কাষ্ঠ সব দাহ করে আত্মসাৎ করে
এমতি কৃষ্ণের ভক্তি জানিবে অন্তরে।
অপ্রারব্ধ পাপ[৮] ধ্বংস করয়ে সর্বথা
প্রারব্ধ ধ্বংস করে শুন তার[৯] কথা।
তৃতীয় স্কন্ধের ইথে আছয়ে প্রমাণ
দুর্জাত্যারম্ভক[১০] পাপ প্রারব্ধ তার নাম[১১]।
প্রারব্ধাপ্রারব্ধনাশে ভক্তি বলবান
পদ্মপুরাণের শ্লোক তাহাতে প্রমাণ।
অপ্রারব্ধফল পাপ কূট বীজ নাম[১২]
বাসনাদিফলোন্মুখ প্রারব্ধাদি কাম[১৩]।

কূট শব্দে উন্মুখাদি[১৪] বীজ বাসনাদি
ক্রমে নষ্ট করে হরিভক্তি মহাসিদ্ধি[১৫]।
পাপবীজ-নাশে হরিভক্তি বলবান
ষষ্ঠ স্কন্ধের শ্লোক ইহাতে প্রমাণ।
হরিভক্তি তেজোময় মহাশক্তি ধরে
পাপ পাপবীজ বিনাশিয়া শুদ্ধ করে।
অবিদ্যা বিনাশ করি চিত্ত[১৬] শুদ্ধ করে
চতুর্থ স্কন্ধে আর পদ্মপুরাণে প্রচারে।
অবিদ্যা দাহন[১৭] করি ভস্মসাৎ করে
দাবানলে পন্নগী পোড়াঞা যেন মারে।
হরিভক্তি হৃদয়ে পশিঞা এই মত
অবিদ্যা বিনাশ করি করে শুদ্ধ চিত্ত।
শুভদত্ব গুণ ভক্তির[১৮]আছয়ে অপার
ভক্তকে অনুরক্ত হয়ে[১৯]সকল সংসার।
মহাগুণ মহাসুখ মিলায় তাহারে
আপনার প্রেমেতে জগত বশ করে।
যে ভক্ত অর্চনা করে কৃষ্ণের বচন[২০]
জগত তপিত প্রেমে কৈল সেইজন।
স্থাবর জঙ্গম সব[২১] তাহাতে রঞ্জিল
অকিঞ্চনা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ কহিল।
ভক্তির নিবাস হয়ে ভক্তের হৃদয়ে
সদ্‌গুণাদি থাকে ভক্তে ভক্তির আশ্রয়ে।
সুখদত্ব[২২] গুণ ভক্তির[২৩] ত্রিবিধ প্রকার
বৈষয়িক ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য[২৪] সুখ আর।

১ আদর্শ পুঁথিতে নাই ২ আপনে ৩ বিশয় ৪ কৃষ্ণ আকর্ষণে ৫ ক্লেশ পাপ তার বীজ ত্রিধা ৬ নাম ৭ -ধাম ৮ প্রারব্ধপাতক ৯ তাহাতে প্রমাণ আছে ভাগবত ১০ দুর্ধ্যাদি আরম্ভ ১১ প্রধান ১২ কুটুম্বিজনার ১৩ প্রারব্ধাঙ্গিকার ১৪ অকথাদি ১৫-রত্ননিধি ১৬ বীজ আর অবিদ্যা নাশিয়া ১৭ বিহীন ১৮ মহাগুণ ১৯ হয় তার ২০ চরণ ২১ আজি ২২ -বড় ২৩ আছে ২৪ বিষয় ঐশ্বর্য্য সুখ ব্রজ

মহাশ্চর্য সিদ্ধি ভুক্তি মুক্তি আদি[১] করি
পরম আনন্দ পায় ভক্তি-অধিকারী।
হরিভক্তি মহাদেবী মহাবলবান
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি তার চেড়ির[২] সমান।
দাসীগণ জৈছে ফিরে আজ্ঞা শিরে ধরি
তৈছে সিদ্ধি ভুক্তি মুক্তি[৩] ভক্তির আজ্ঞাকারী[৪]।
পাদ্মতন্ত্র পঞ্চরাত্র আর ভাগবত
এই সব শাস্ত্রের প্রমাণে আছে ব্যক্ত।
সুদুর্লভা মহাগুণ দুইত প্রকার
অনা[৫]-সঙ্গ সাধনে না পায়ে সঙ্গ তার।
যজ্ঞাদিক পুণ্যে সুলভ[৬] স্বর্গভোগ
মুক্তিপদ[৭] সুলভ[৮] করয়ে জ্ঞানযোগ।
তেমন সাধন শত সহস্র করিলে
পরম দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি নাহিঁ মিলে।
বহুকালব্যাপী যদি করয়ে সাধন
কৃষ্ণ তত্ব[৯] যাচিয়া না দেন ভক্তিধন[১০]।
ভজমান জনেরেহো[১১] নাহি দেন ভক্তি
যুধিষ্ঠির প্রতি যেই নারদের যুক্তি[১২]।
কৃষ্ণরতি অল্প উদয় কৈলে চিত্তে
চারি পুরুষার্থ তৃণতুল্য দেখায় তাথে।
যদ্যপি পরার্ধ গুণ ব্রহ্মানন্দসুখে
পরমাণু তুলনাতে তাহা নাহি দেখে।
কৃষ্ণ-আকর্ষিণী প্রেমার হয়ে এই রীত
কৃষ্ণকে আকর্ষে প্রিয়বর্গের সহিত।
কৃষ্ণপ্রেমা সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা-রূপ
কৃষ্ণ-আকর্ষিণী অতি দুর্বোধ স্বরূপ।
ভাগবত তন্ত্রাদির আছয়ে প্রমাণ
কোন ছাড় মুঞি তাহা করিতে ব্যাখ্যান।[১৩]
অগ্রে যে কহিল ত্রিধা ভক্তির লক্ষণ
তাতে দুই দুই লক্ষণ[১৪] করিল লিখন।
অল্প রুচি হইলে কৃষ্ণের ভক্তি জানি
যুক্তিমাত্র কেবল করিয়ে টানাটানি।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব[১৫]বিভাগে
সামান্যভক্তির গুণ[১৬] কহিলেন[১৭] আগে।
শ্রীরূপপাদারবিন্দ করিঞা বন্দন
প্রথম লহরী-ভাষা করিল বর্ণন[১৮]।
সকল মহান্ত-পদধূলি শিরে ধরি
রসময় দাস কহে[১৯] প্রথম লহরী ॥১॥[২০]

১ সাধ্য আর পরমৈশ্বর্য্য ভক্তি মুক্তি ২ পা চিড়ির ৩ ভূক্তি মুক্তি সিদ্ধ ৪ অধিকারী ৫ অন্য ৬ অন্য কর্ম্ম করিলে দুর্লভ ৭ ধর্ম্ম ৮ শুনিয়া ৯ কভু ১০ প্রেমদান ১১ মনে জানে কৃষ্ণ কভূ ১২ উকতি। ১৩ এইরূপে বহুশ্লোক আছয়ে বিচার। ব্যাখ্যা করিবারে তাথ মুঞি কোন ছার। ১৪ দুই দুই পাদ তাহা ১৫ পূর্ব্বাদি ১৬ কথা ১৭ কহিলাঙ ১৮ বর্ন্নিলাঙ প্রথম লহরির লক্ষণ; অতঃপর অতিরিক্ত, সোনাতন রঘুনাথ শ্রীভট্ট গোসাঞি। জন্মে জন্মে তার পাদপদ্মে মাগি ঠাই। ১৯ বন্দনা করিএ ভক্তি ২০ অতঃপর অতিরিক্ত, শ্রীরূপ সনাতন। চরণে প্রনাম।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ[১]।
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ[২]
শ্রীগোপাল ভট্ট জীব দাস রঘুনাথ[৩]।
অতঃপর শুন কিছু প্রসঙ্গ বিচার[৪]
সেই শুদ্ধা ভক্তি হয়ে[৫] ত্রিবিধ প্রকার।
সাধনভক্তি ভাবভক্তি প্রেমভক্তি আর
ত্রিধা ভক্তির পৃথক পৃথক লক্ষণপ্রচার।
সাধনদ্বারে ত ভাব সাধকহৃদয়ে[৬]
উদয় করেন প্রেমের অঙ্কুর সে হয়ে[৭]।
ভাব-পরিপাকে প্রেম নাম হয়ে তার
সাধনপ্রসঙ্গ শুন সর্ববেদসার।
ভক্তির স্বরূপ হয়ে দ্বিবিধ প্রকার
সাধ্যরূপা সাধনরূপা কহে টীকাকার।
সাধ্যরূপা সাধ্যবস্তু শুন তার কথা
ভাব প্রেম স্নেহ মান প্রণয় রাগ তথা[৮]।
অনুরাগ ভাব মহাভাব বিলক্ষণ[৯]
সাধ্যভক্তি অষ্টভেদ টীকায়ে সূচন[১০]।
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম[১১] সাধ্য কভু নয়
শ্রবণাদ্যে[১২] শুদ্ধ[১৩] চিত্তে করেন উদয়।
কৃষ্ণপ্রেম নিত্য স্থিতি নিত্য ভক্তাধারে
সাধকহৃদয়ে উদয় সাধনের দ্বারে।
সর্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত করিব কৃষ্ণপদে
নিবৃত্তি হইব সদা বিকর্ম আপদে।

সর্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণপদে[১৪] নিযুক্ত হইলে
কৃষ্ণভক্তে সাধন করিঞা তারে[১৫] বলে।[১৬]
দ্বিবিধ প্রকার হয়ে সাধনের অঙ্গ
বৈধী-রাগমার্গ ভক্তি ভজনপ্রসঙ্গ।
রাগহীন ভজে ভক্তি[১৭]-শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি
বৈধী ভক্তি বলি তারে পুরাণে[১৮] বাখানি।
ভাগবতাদি পুরাণ আগমতন্ত্র-কথা
শুনিতে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি জন্ময়ে সর্বথা।
রাগহীন জন[১৯] শাস্ত্র-আজ্ঞা বল দেখি
ভজনে প্রবৃত্তি তারে[২০] বৈধী ভক্তি লেখি।
শাস্ত্রশাসনের ভয়ে করয়ে ভজন[২১]
ইহারে কহিয়ে বৈধী ভক্তির লক্ষণ।
পাদ্মে আর ভাগবতে যেই লক্ষণ কয়
শাস্ত্রশাসন-ভয়ে ভক্তি বৈধী নাম হয়।
স্মর্তব্য সতত কৃষ্ণ-চরণকমল
বিস্মরণ হইলে হয়ে ত অমঙ্গল।
কৃষ্ণ-স্মৃতিবিস্মৃতি ধর্মাধর্ম-সার
এই দুইর কিঙ্কর যত বিধি নিষেধ আর।
মুখ বাহু উরুপাদে চারি বর্ণ[২২] হইল
চারি অঙ্গে আর চারি আশ্রম জন্মিল।
ইথিমধ্যে যেই কৃষ্ণচন্দ্র না ভজিল
বিচারে বুঝহ সেই পিতৃদ্রোহী হৈল।
অবজ্ঞা সে করে যেই তারে না ভজয়
বর্ণাশ্রমে ভ্রষ্ট হঞা নরকে পড়য়।

---

১ বন্দিলাম অদ্বৈতগোসাঞির পদদ্বন্দ্ব ২ বৃন্দাবন মাঝে ৩ নিযুক্ত আছেন রাধাকৃষ্ণসেবা কাজে ৪ সাধনপ্রসঙ্গভক্তি সর্ব্ববেদসার ৫ ভক্তির কথা ৬ ভাবচন্দ্র উদয় হইব অনায়াসে ৭ সাধন করিয়া নাম করিলা প্রকাশে ৮ সর্বথা ৯ রাগ অনুরাগ মহাভাবের লক্ষণ ১০ সোচন ১১-ভক্তি ১২ শ্রবণে ১৩ করিলে ১৪ মন নেত্র নাসা শ্রুতি ১৫ শাস্ত্রে ১৬ অতঃপর অতিরিক্ত, স্মরণ ভজন চিত্ত হইল নির্মল। কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণভক্তি প্রকোষ্ঠে রস বল। ১৭ শ্রদ্ধাহীন ভজন ভজে ১৮ করিল ১৯ পা কিন্তু ২০ প্রবর্ত হইলে ২১ সামান্ত ভাব করয়ে কীর্তন ২২ পাদ হইতে পরিপূর্ণ

এই মত শাস্ত্রশাসনের ভয়ে যেই
ভজনে প্রবৃত্ত হয়ে বৈধী ভক্তি সেই।
বৈধী ভক্তি বলি তার কহিল লক্ষণ
ইহাতে আছয়ে বহু পুরাণবচন।
সে সকল শ্লোক বহু লেখিতে না পারি
দুই এক[১] লিখিলাঙ প্রসঙ্গানুসারি।
জাতশ্রদ্ধ জন কৃষ্ণভক্তে অধিকারী
ননির্বিন্ন নাতিসক্ত[২] শ্লোকার্থ বিচারি।
কোন ভাগ্যে শ্রদ্ধা যার জন্মিল অন্তরে
সে জন কৃষ্ণের পাদপদ্মে ভক্তি করে।
সেই অধিকারী হয়ে ত্রিবিধ প্রকার
উত্তম মধ্যম আর কনিষ্ঠ বিচার।
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার[৩]।
সাধনবিচার তত্ত্ববিচার করিতে
উত্তমের চিত্ত কেহো নারে চালাইতে।
সকল খণ্ডিয়া কৃষ্ণভক্তির স্থাপন
এই ত টীকার অর্থ উত্তম লক্ষণ।
ভক্তির স্থাপন আজ্ঞা জানে বলবান[৪]
শাস্ত্রাদি না জানে তার মধ্যম আখ্যান[৫]।
কনিষ্ঠ কোমল[৬] শ্রদ্ধা হয়ে[৭] যুক্তি হৈতে
মুনি[৮]-ভাব নহে চিত[৯] পারিয়ে ভাঙ্গিতে।
গীতাশাস্ত্রে চতুর্বিধ অধিকারী কয়
সর্বকামী মোক্ষকামী তারা সব হয়।

কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-কৃপায় তারা চারি জন
অকাম হয়েন শুদ্ধভক্তিপরায়ণ।
গজেন্দ্র শৌনক ধ্রুব আর চতুঃসন
শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে শুদ্ধভক্তি-পরায়ণ।[১০]
স্বার্থভাব ছাড়িয়া গোবিন্দভক্তি করে
এই ত শ্লোকের অর্থ করিল বিচারে।
ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহা[১১] যত পিশাচের গণ
এসব থাকিতে ভক্তি নহে প্রকটন।
পঞ্চবিধা মুক্তিকথা বিশেষে ছাড়িব
নহিলে ভক্তির স্পর্শ কেমনে হইব।
ভাগবতের প্রমাণ[১২] আছয়ে বহুতর
বিচার করিতে তাহা[১৩]অত্যন্ত দুষ্কর।
অতয়েব সে সব প্রমাণ না লেখিল
অন্য প্রসঙ্গের কিছু বিচার উঠিল।
সিদ্ধান্তে অভেদস্বরূপ কৃষ্ণ নারায়ণ[১৪]
রসময়মূর্তি কৃষ্ণ[১৫] শ্রীনন্দনন্দন[১৬]।
রসবস্তু-প্রকাশ কহয়ে কৃষ্ণরূপ
কৃষ্ণের মাধুরী সর্ব বিলাসের কূপ।
কৃষ্ণরসে জার ঐকান্তিক[১৭]উপাসনা
লক্ষ্মীকান্ত-প্রসাদ সে না করে প্রার্থনা[১৮]।
সর্বলোক কৃষ্ণভক্ত্যে হয়ে[১৯] অধিকারী
ভক্তিগ্রাহ্য কৃষ্ণকে ভজিব পুরুষ[২০] নারী।
জ্ঞানকর্মাদি ছাড়িলে সে ভক্তিধর্ম-পোষ
ভক্তি-অঙ্গ অনুষ্ঠান না করিলে দোষ।[২১]

---

১ বুঝিয়ে ২ নাবৈরাগ্য নাতিশক্তি ৩ এই শ্লোকের বিচার। ৪ শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান ৫ মধ্যম লেখি যে তারে মহা ভাগ্যবান ৬ কেবল ৭ অন্য ৮ অন্য ৯ শ্রদ্ধা ১০ অতঃপর অতিরিক্ত, শুদ্ধভক্তির পূর্ব এই চারিজন। কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি হুনে ভক্তিপরায়ণ॥ ১১ পরায়ণ ১২ সমান ১৩ শ্লোক ১৪ নারায়ণ কৃষ্ণ যদি একই আকার ১৫ হয় ১৬ নন্দের কুমার ১৭ ঐকান্তিক মধ্যে জার কৃষ্ণ ১৮ সাধনা ১৯ শ্রীকৃষ্ণ ভজনে ২০ মন্ত্রগ্রাহ্য হয় কিবা পুংস ২১ অতঃপর অতিরিক্ত, ভক্তি অনুষ্ঠিক করিলে মহাদোষ। ক্ষণিক কর্ম্ম ছাড়িলে ভক্তির সন্তোষ।

অহৈতুকী ভক্তি করে[১] মুক্তিকর্ম-ত্যাগী
সে কেমনে জ্ঞানকর্মে[২] হৈব অনুরাগী।
ইথে যদি দৈবে হয়ে বিরুদ্ধ[৩] আচার
প্রায়শ্চিত্ত না করিব কহে গ্রন্থকার।
এ রহস্য বৈষ্ণব শাস্ত্রের মত হয়
বৈষ্ণবশাস্ত্রজ্ঞগণ জানেন নিশ্চয়।
কর্ম করি বিকর্মাদি যদি ঘুচাইব
কৃতকর্মে পুনর্বার আবৃত হইব।
নিজ নিজ[৪] অধিকারনিষ্ঠা হৈলে[৫] গুণ
বিপর্যয় হৈলে দোষ শাস্ত্রে নিরূপণ।
ত্যাগ করি স্বধর্ম ভজিব ভগবান
তাহাতে প্রথমস্কন্ধ-বচন[৬] প্রমাণ।
যদি বল ভক্তি বিনে কর্ম[৭] সিদ্ধ নয়
সে বিধি[৮] কর্মীর প্রতি জানিবে নিশ্চয়।
অপক্ক ভজনে দেহ পড়ে[৯] যদি তার
কৃষ্ণেতে বিমুখ[১০] নহে কহে গ্রন্থকার।
কর্ম করি কোন অর্থ কার প্রাপ্তি হৈল
ভক্তিমিশ্রকর্ম-ত্যাগ প্রসঙ্গে কহিল।
ভক্তিবীজ-বিনাশ না হয়ে কোন[১১] কালে
কৃষ্ণের ভকত[১২] জয়ী হয়ে সর্ব[১৩]কালে।
সকল ছাড়িল কৃষ্ণভক্তির কারণে
কহ দেখি কৃষ্ণ তারে ছাড়িব কেমনে।
কৃষ্ণের ভকতজন কভু নহে নাশ
ভক্তিসিদ্ধ হইলে জাইব কৃষ্ণপাশ।
কর্ম সব গুণ দোষ জানিঞা ছাড়িব
শ্রীকৃষ্ণপাদারবিন্দে একান্ত হইব।

সর্ব ধর্ম তেজি করে একান্ত ভজন[১৪]
দেবঋণী[১৫] পিতৃঋণী[১৬] নহে সেই জন।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণ সতত আছয়
দৈবযোগে হয় যদি বিকর্ম-উদয়।
বিকর্ম নাশয়ে কৃষ্ণ[১৭]-ভক্তির প্রসাদে
প্রায়শ্চিত্ত বিনা শুদ্ধ সকল আপদে।
যাঁর আজ্ঞায় প্রায়শ্চিত্ত কহে স্মৃতিগণ
সেই কৃষ্ণ ভক্তের হৃদয়ে অনুক্ষণ।
অন্যকর্ম-ত্যাগ যার কৃষ্ণের লাগিঞা
সে ভক্তে[১৮] আছেন কৃষ্ণ বিকর্ম নাশিয়া।
সর্বধর্ম-পরিত্যাগ গীতাতে কহিল
পুনঃ উদ্ধবেরে কৃষ্ণ কহি নিশ্চয়িল।
সর্ব ধর্ম তেজি শুদ্ধা ভক্তির আশ্রয়
সেই পরম ধর্মাশ্রয়ে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।
সাধনাঙ্গ না জানিলে না হয়ে সাধন
অতয়েব কহেন মুখ্য সাধনাঙ্গগণ।[১৯]
সংশ্রয়ী গুরুপদে একান্ত শরণ
তাঁর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র করিব গ্রহণ।
শ্রীগুরু[২০]-পাদারবিন্দে ভক্তিনিষ্ঠ হৈব
শ্রীকৃষ্ণবুদ্ধি করি গুরুর আদর করিব।
আজ্ঞা-অনুসারী[২১] ভজন করিব
তাঁর স্থানে ভাগবতধর্ম শিক্ষা নিব।
দীক্ষামন্ত্র শিক্ষা করি[২২] ভক্তির আচার
যত্নে প্রশ্ন করিয়া শিখিব[২৩] বারবার।
বিশ্বাসে শ্রীগুরুসেবা করিব সাদরে
অসূয়া মাৎসর্য সব ত্যাগ করি দূরে।

---

১ হয় ভুক্তি ২ কেমতে কর্মেতে ৩ তথি মধ্যে যদি হব নিষিদ্ধ ৪ শেষে ৫ কহি মহা ৬ আছয়ে ৭ বি-
৮ সব ৯ পাত ১০ বিশুদ্ধ ১১ অনুকুল ১২ সেবক ১৩ সেই ১৪ পরিত্যাগ গীতার বচন ১৫ -ধনে ১৬ -ধনে
১৭ করয়ে নাশ ১৮ তাহাতে ১৯ অতঃপর অতিরিক্ত, অতঃপর শুন কিছু ভক্তি অঙ্গের কথা। শ্রবণে আনন্দ সুখ পাইয়ে সর্বথা। ২০ -রূপ ২১ অনুসরি কৃষ্ণ ২২ আর ২৩ যত্ন করি প্রশ্ন করিবেন

উদ্ধবেরে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান
জানিহ শ্রীগুরুদেবে[১] আমার সমান।
সাধুগণ করে যাতে[২] গমন বিস্তার
পরম সুন্দর মার্গ মঙ্গল-আকার।
সেই পথ হয়ে অনর্থের গন্ধহীন
সেই মার্গে গমন করিব হঞা দীন।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধি
ইহা বিনে কভু নহে হরিভক্তি-সিদ্ধি।
স্বতন্ত্রতা কৈলে হয় উৎপাতকল্পনা
ভক্তি[৩]-প্রবর্তক হয়ে শাস্ত্রের শাসনা।
শাস্ত্রহীন ভক্তি যদি করে অবিচারে
শাস্ত্র বিচারিতে শুদ্ধ না কহি তাহারে।
অতয়েব ভক্তিশাস্ত্র-মতে ভক্তি করি
অবিচার-মতে ভক্তি কভু না আচরি।
সদ্ধর্মপৃচ্ছাতে[৪] চিত্ত করিব শোধন
অচিরাতে সর্বার্থে পাইব সেই জন।
ভোগাদি করিব ত্যাগ কৃষ্ণপ্রাপ্তি লাগি
বিষয়বাসনা সব হৈব[৫] চিত্তে ত্যাগী।
কৃষ্ণের নিমিত্তে যদি ছাড়ি ভোগ সুখ
তবে সে গোবিন্দপদ হইব সম্মুখ[৬]।
দ্বারকাদি মহাতীর্থে নিবাস করিব
তবে কৃষ্ণ নিজ পাদপদ্মে ভক্তি[৭] দিব।
গঙ্গার সমীপে আর নীলাচল-পুরে
মথুরা গোকুলে বাস করিব সাদরে[৮]।

সম্বৎসর বাস কিংবা মাস ব্যাপী রহে[৯]
দ্বারকাদি-নিবাসে[১০] কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়ে।
নীলাচল-নিবাসের মহিমা অপার
দেবগণ দেখে তাকে চতুর্ভুজাকার[১১]।
গঙ্গাতীর-নিবাসে কৃষ্ণেতে লভে ভক্তি[১২]
ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গা কৃষ্ণের নিজ শক্তি[১৩]।
ভক্তি-নির্বাহানুরূপ করিব ভোজনাদি
ন্যূনাধিক না করিব এই শাস্ত্রবিধি।[১৪]
হঠাৎকারে ন্যূনাধিক[১৫] করয়ে আচার
পরমার্থে চ্যুত হয়ে[১৬] কহে গ্রন্থকার।
একাদশী কৃষ্ণব্রত আচার করিলে
সর্বপাপ-নাশ হয় কৃষ্ণভক্তি মিলে।
গোবিন্দস্মরণ তার হয়ে সর্বক্ষণ
একাদশী-উপোষণ করে জেই জন।
অশ্বত্থ তুলসী ধাত্রী গো-বিপ্র[১৭] বৈষ্ণব
শ্রদ্ধা করি পূজন করিব এই সব।
কৃষ্ণবিমুখের সঙ্গ কভু না করিব
বরং হুতবহ-জ্বালা পঞ্জরে থাকিব।
কৃষ্ণভক্তি-বিমুখ দেখিব যেই জন
তার সঙ্গ না করিব কভু সাধুগণ।
নানা দেবদেবী-সঙ্গ না করিব চিত্তে
বরং আলিঙ্গিব ব্যাল ব্যাঘ্রের সহিতে।
মহাশেলধারী তারা কৃষ্ণভক্তি-হীন
কৃষ্ণবহির্মুখ দোষে[১৮] পাষণ্ডের চিহ্ন।

---

১ গুরুদেবে জানিবেন ২ জাহা ৩ বৈদিশুক্তি ৪ -জিজ্ঞাসি ৫ তব ৬ উন্মুখ ৭ তারে ৮ কহিল তোমারে ৯ মাসাবধি কহে ১০ বাস কৈলে ১১ পুরুষোত্তমে বাস কথা শুনি ভক্তগণ। নরনারী চতুর্ভুজ দেখে সর্ব্বজন। ১২ আদি শব্দে গঙ্গা কহিল তোমারে ১৩ তেজ ধরে ১৪ অতঃপর অতিরিক্ত, জাবত ভক্তির কথা নির্ব্বাহ করিব। তবে ত আমী উনাদিক ছাড়িব। ১৫ করি ভক্তি ১৬ পরমার্থ তেন চ্যুত ১৭ গোবিন্দ ১৮ আর

বহুশিষ্য-অনুবন্ধ কার্য না করিব
বহুগ্রন্থ-শিক্ষা বহু ব্যাখ্যান বর্জ্জিব।
ব্যবহারে অকার্পণ্য[১] অবিক্লব[২] মতি
আনন্দিত চিত্তে কৃষ্ণপাদপদ্ম-স্মৃতি[৩]।
কাম-ক্রোধ-শোকাদির বশ না হইব
তবে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম মনে স্ফূর্তি[৪] হৈব।
অন্য দেবগণ-নিন্দা পরিহরি দূরে
কৃষ্ণ-আরাধনা সদা করিব[৫]অন্তরে।
পিতা যেন সহজেই পুত্রে দয়া করে[৬]
তেন দয়া[৭]সর্বজীবে দয়ালু অন্তরে[৮]।
প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না পায় যাহা হৈতে
তার শুদ্ধ হৃদয়[৯]কৃষ্ণ নিবসে তাহাতে[১০]।
সেবাপরাধ নামা[১১]-পরাধ করিব বর্জন
সাবধান[১২] হইয়া থাকিব সর্বক্ষণ।
কৃষ্ণনিন্দুকের কভু সঙ্গ[১৩] না করিব
সাধুজন-নিন্দুকের মুখ না দেখিব।
কৃষ্ণনিন্দা সাধুনিন্দা করে যেই জন
অধঃপাত হয়[১৪] মহারৌরবে গমন।
ধরিব বৈষ্ণবচিহ্ন তুলসীর মালা
বাহুমূলে নামাক্ষর শঙ্খচক্রমেলা।
ললাটে করিব হার[১৫] মন্দির সুন্দর
সেই ত বৈষ্ণব হয়ে কৃষ্ণকলেবর।
গোপীচন্দনে লিপ্ত নামাক্ষরধৃতি
তুলসীর মালা কণ্ঠে[১৬] সাধুজন-রীতি।
কৃষ্ণের প্রসাদমাল্য ধরে[১৭] যেই জন
কৃষ্ণভক্তশেষ তিহোঁ যে করে গ্রহণ।

সর্ব রোগ সর্ব পাপ মায়া নাশ করি
কৃষ্ণের প্রসাদে যায় ভবসিন্ধু তরি।
করতালে কৃষ্ণ-অগ্রে নর্তন করিতে
পাপপক্ষী পলায়েন দেহবৃক্ষ হৈতে।
বহুভক্তি করি অগ্রে করয়ে নর্তন
শত মন্বন্তরের[১৮] দোষ করায় নাশন।
একবার কৃষ্ণপদে প্রণাম করিলে
শতাশ্বমেধ তার সম নহে শাস্ত্রে বলে।
অশ্বমেধী জনের ভোগে আছয়ে পতন
কৃষ্ণপ্রণামীর পুনঃ নাহি[১৯] নিবর্তন।
অভ্যুত্থান করিব কৃষ্ণের আগমনে
সকল পাতক নষ্ট হইব[২০] সেই ক্ষণে।
তীর্থগৃহে গতি[২১] ভক্তি দ্বিবিধ[২২] প্রকার
তীর্থ-দরশন এই সাধু ব্যবহার।
গৃহেতে গমন কৃষ্ণসেবন করিতে
শুদ্ধ পদ তা-সভার কহে ভাগবতে।
কৃষ্ণগৃহ-প্রদক্ষিণ করিল যে জন
নষ্ট কৈল সংসারের গমনাগমন।
শুদ্ধি ন্যাস পূর্ব-অঙ্গ করিব অর্চনা[২৩]
এই ভক্তি আচরি কৃতার্থ সর্বজনা।
পরিচর্যাপরায়ণ হইব সর্বথা
শুদ্ধ[২৪] করি গাইব কৃষ্ণের গুণকথা।
সংকীর্তন করিব কৃষ্ণের লীলা নাম
এই ভক্তি আচরি যাইব কৃষ্ণধাম।
মন্ত্র জপি বিজ্ঞপ্তি[২৫] করিব বারে বার
বিজ্ঞপ্তি হয়েন সেই[২৬] ত্রিবিধ প্রকার।

---

১ কাপিণ্য ২ অবিজ্ঞ নর ৩ সদা করিব ভকতি ৪ সোকচিত্ত কৃষ্ণভক্তি কেমনে ৫ আনন্দিত ৬ পুত্রেরে পালয়ে অনুক্ষণ ৭ সেইরূপে ৮ অনুক্ষণ ৯ বিশুদ্ধ শরীর ১০ সহিতে ১১ সেবনাম ১২ লালসে ১৩ কর্ম্ম ১৪ জায় ১৫ আয় ১৬ গলে ১৭ করে ১৮ জন্মান্তরে ১৯ ভব ২০ তার নষ্ট ২১ মুক্তি ২২ বিবিধ ২৩ করিয়ে জবনা ২৪ শ্রদ্ধা ২৫ জপজপ্তি ২৬ পুন

সংপ্রার্থনাত্মিকা[১] দৈন্তবোধিকা লালসা
এই ভক্তি-অঙ্গী হয়ে[২] কৃষ্ণপ্রাপ্তি-আশা[৩]।
কৃষ্ণেতি মঙ্গল নাম[৪] মহামন্ত্র-সার[৫]
গ্রহণ করিলে মাত্র[৬] সর্বসিদ্ধি তার[৭]।
কদা বা যমুনাতীরে করিব কীর্তন
এই মত[৮] বিজ্ঞপ্তি হএ[৯] কহিল লক্ষণ।
স্তবপাঠ পড়ি মহাপ্রসাদ ভক্ষণ
এই ভক্তি করি কৃষ্ণপ্রাপ্তির কারণ।
ধূপমাল্য-সৌরভাদি করিব গ্রহণ
শ্রীবিগ্রহসেবা আর বিগ্রহস্পর্শন।
পূজা আরত্রিকোৎসব দর্শন করিব
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণে কর্ণ নিয়োজিব।
কৃষ্ণের দর্শন কৃষ্ণ-কৃপাবলোকন
স্মৃতি ধ্যান[১০] দাস্ত সখ্য আত্মনিবেদন।
নিজ প্রিয়বস্তু সব কৃষ্ণে সমর্পিব[১১]
কৃষ্ণার্থে[১২] অখিল চেষ্টা সতত করিব।
সর্বথা শরণাপত্তি তদীয় সেবন
তুলসী মথুরা শাস্ত্র কৃষ্ণভক্তগণ[১৩]।
উর্জাদর[১৪]-যাত্রা জন্মযাত্রা আচরিব
শ্রীমূর্তির সেবা বহু শ্রদ্ধায়ে করিব।
ভাগবত[১৫] শুনিব রসিকভক্ত-মুখে রঙ্গে[১৬]
সতত থাকিব স্বজাতীয়[১৭]-ভক্ত-সঙ্গে।
মথুরামণ্ডলে বাস নামসংকীর্তন
এই পঞ্চ-অঙ্গ ভক্তি পরম[১৮] কারণ।
চতুঃষষ্টি-অঙ্গ ভক্তি করিল বিচার
পুরাণবচন ইথে আছয়ে অপার।
দুই এক শ্লোকমাত্র করিল[১৯] সাবহিতে
আপন অশুদ্ধ চিত্ত শোধন করিতে।
জ্ঞান আর বৈরাগ্য না হয় ভক্তি-অঙ্গ
চিত্তকাঠিন্য[২০] হেতু কহিল প্রসঙ্গ।
শ্রীকৃষ্ণভজনে চিত্ত নির্বন্ধ করিব
বিষয়ভোগে অনাসক্ত সর্বকাল হৈব[২১]।
যুক্ত বৈরাগ্যের এই কহিল লক্ষণ[২২]
ফল্গু বৈরাগ্যের এবে কহি বিবরণ।
কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তু প্রপঞ্চ করি জানে[২৩]
সংযম নিয়ম করে মুক্তি-ইচ্ছা মনে[২৪]।
ফল্গু বৈরাগ্যের হয়ে এই ত লক্ষণ
ফল্গু বৈরাগ্যের ত্যাগ যুক্তের গ্রহণ।
ধনশিষ্যদ্বারে ভক্তি প্রতিপন্ন যেই[২৫]
উত্তমতা নাহি ভক্তি-অঙ্গ নহে সেই[২৬]।
বিবেকাদি-গুণ ভক্তিবিশেষ লইব[২৭]
যম নিয়ম শৌচাদিক [২৮]আপুনি জন্মিব।
একাঙ্গ সাধন আর অনেক অঙ্গতা
একাঙ্গ ভক্তিনিষ্ঠ[২৯] যত শুন তার কথা।
পরীক্ষিৎ শুকদেব[৩০] প্রহ্লাদ অক্রূর
লক্ষ্মী পৃথু হনুমান অর্জুন ঠাকুর।
এই সব এক অঙ্গ সাধন করিঞা
কৃষ্ণকে পাইল ভাব[৩১]-নিষ্ঠ চিত্ত হঞা।
অম্বরীষ[৩২] মহারাজ মহাভাগবত
বহু অঙ্গ সাধন করিল বহু মত।

---

১ -দিকা ২ কৃষ্ণ অঙ্গ ৩ প্রাপ্তির লালসা ৪ শ্রীকৃষ্ণ লইলাম এই ৫ রাজ ৬ মন্ত্র ৭ সিদ্ধি সর্বকাজ ৮ রূপে ৯ বিজ্ঞপ্তির ১০ দৈন্ত ১১ কৃষ্ণনিমিত্তে ছাড়িব ১২ তদর্থে ১৩ ভক্তিগুণ ১৪ উজ্রদর ১৫ -কথা ১৬ রসিক সঙ্গে ১৭ অতিরিক্ত, বল ১৮ সভার ১৯ কহি ২০ কারণের ২১ অনাসক্ত বিষয়ে থাকিব সর্ব্বকাল ২২ ভাজননির্বাীর চিত্ত করিব মিশাল ২৩ করিলে ২৪ ফল্গু বৈরাগ্য এই গ্রন্থকার বলে ২৫ ধনীদ্বারে শিষ্যদ্বারে ভক্তি জন্মাইতে ২৬ ভক্তি অঙ্গ নহে হানি হয় উত্তমেতে ২৭ না হয় ২৮ সময় পাইলে সেই ২৯ ভকত ৩০ বৈরাগিকী ৩১ ভবে ৩২ অম্বুঋষি

প্রবল শাস্ত্রের কথা শ্রবণে জন্মিলা
বৈধী ভক্তি বলি নাম পুরাণে লেখিলা।
অতঃপর শুন রাগভজনের কথা
দীপ্তরূপে ব্রজজনে আছয়ে সর্বথা।
নিজাভীষ্ট ব্রজবাসী প্রাপ্তির কারণ
সেবাপ্রাপ্তি-লোভে করে শ্রবণ কীর্তন।[১]
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ এই স্থানে
কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি তার স্বরূপ লক্ষণে।
রাগাত্মিকা ভক্তি যার সম নাহি লেখি
রাগানুগা কহি তার অনুগত দেখি।
অনু[গত] বিনে কার্যসিদ্ধি নাহি হয়
অতয়েব রাগাত্মিকার করিব আশ্রয়।[২]
রাগ ইষ্টে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা
রাগময় আত্মা তার জানিবে সর্বথা।
সেই ভক্তি রাগাত্মিকা সর্বশাস্ত্রে কয়
তার অনুগত বিনু ব্রজ[৩]-প্রাপ্তি নয়।
নিত্য[৪]-সিদ্ধ পরিবার রাগাত্মিকা করি
শ্রুতি মুনি রাগানুগা বুঝিবে বিচারি।
কামরূপা রাগ আর সম্বন্ধরূপা হয়
গোপীগণের প্রেমভাব কাম নাম কয়।[৫]

মধ্যে মধ্যে বহুশ্লোক-বিচার ছাড়িঞা
ভজন প্রসঙ্গ লেখি আপন শোধিঞা।
কামরূপা কহি তার স্বরূপলক্ষণা
সম্ভোগের প্রায় প্রেম করয়ে যোজনা।
কামগন্ধহীন তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ
কিন্তু কৃষ্ণসুখহেতু জানিবে কারণ।[৬]
সমর্থা রতির হয়ে ঐছে ব্যবহার
কৃষ্ণসুখ বিনু কিছু না জানয়ে আর।
সাধারণী সমঞ্জসা দুই গন্ধহীন
সমর্থা কহিয়ে কৃষ্ণসুখেতে প্রবীণ।
নিত্য[৭]-সিদ্ধ গোপীগণে সদা দীপ্ত করে
তা সভার প্রেমচেষ্টা কে কহিতে পারে।
অপূর্ব মাধুরী সেই গোপীগণের প্রেম
নির্মল উজ্জ্বল স্নিগ্ধ[৮] যেন শুদ্ধ[৯] হেম।
তত্তৎ[১০] ক্রীড়ানিদান দেখিয়া কহি কাম
গোপীগণের প্রেম হয়ে কৃষ্ণসুখ-ধাম।
যা সভার[১১] চরণ বাঞ্ছে উদ্ধব ঠাকুর
ইহাতে জানিবে তার কামগন্ধ দুর।[১২]
কামপ্রায়া রতি দেখি কুব্জার দেহে
ইহার প্রমাণকথা ভাগবতে কহে।

---

১ অতঃপর অতিরিক্ত, রাগানুগাত্মিকা অনুশ্রুতা ব্রত যেই জন। রাগানুগা বলি তারে করিল ব্যাখ্যান।
২ অতঃপর অতিরিক্ত, অভীষ্টতা শব্দ কহে প্রেম প্রচুর্য্যতা। স্বরূপ তটস্থ দ্বিধা লক্ষণ সর্বথা।
৩ সে সব ভজনবিনে কৃষ্ণ ৪ লীলা ৫ অতঃপর অতিরিক্ত,
দ্বিবিধ প্রকার রাগাত্মিকার লক্ষণ। সম্বন্ধসঙ্গতা কামরূপা প্রয়োজন।
৬ অতঃপর অতিরিক্ত,
তাহারে কহিয়ে কামরূপার লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণসুখের মাত্র কেবল উদ্ধরণ
কৃষ্ণসুখ বিনে অন্য নাহি প্রয়োজন। এই ত কহিল কামরূপার লক্ষণ।
সংভোগের তৃষ্ণা যাহাতে সুখ নিতে প্রসিদ্ধ কামের তৃষ্ণা কৃষ্ণ সুখকারী
প্রেমের প্রাচার্য্য ইথে জানিবে নিশ্চিতে। কামরূপা লক্ষণের কহিল বিচারি।
৭ লীলা ৮ শুদ্ধ ৯ চারু ১০ তৎঃ ১১ যাহার ১২ অতঃপর অতিরিক্ত,
দেখিয়া গোপীর প্রেম বিস্ময় পাইয়া বহুত করিল স্তব শ্লোক উঠাইয়া।

নন্দরাজ সুবল ঠাকুর দুই জন
সম্বন্ধরূপাতে করি দোঁহার গণন।
ঐশীগন্ধজ্ঞান[1] ইথে না ভাবি সর্বথা
রাগাত্মিকা প্রসঙ্গেতে মাধুর্যসম্মতা।
কাম সম্বন্ধ দুই প্রেমের স্বরূপ
নিত্যসিদ্ধাশ্রয়া[2] সদা হয়ে নিত্য রূপ।
কামানুগা করি আর সম্বন্ধ-অনুগা
দুই রাগাত্মিকা প্রেমের এ দুই অনুগা।
রাগাত্মিকা ভজনের স্ব স্ব-অধিকারী
তার অনুগত হব স্বভাব[3] আচরি।
রাগাত্মিকাভক্তিনিষ্ঠ হএ[4] ব্রজবাসী
তা সভার ভাবে সদা হইব অভিলাষী[5]।
সেই অধিকারী রাগভজনের প্রতি
তাহা বিনে এ ভজন[6] নাহি মিলে কতি।
রাগানুগা ভজনের এই সুনিশ্চয়
ব্রজলোকানুগা বিনে ঐশী ভাব রয়।
অতএব আথা[7] করি তার অনুগতা
অন্যক্রিয়া অন্যভাব ছাড়িব সর্বথা।
রাগবস্তু ব্রজলোকে করিছে উদয়
ব্রজপ্রাপ্তি লাগি সদা করিব আশ্রয়।
তত্তৎ[8] কথা সুমাধুরী করিতে শ্রবণ
প্রবৃত্ত হইলে চিত্ত নহে নিবর্তন।
শাস্ত্রবিধি-বাক্য কিছু অপেক্ষা না করে
ধর্মকথা শুনিতে না যায় কারো ঘরে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির লোভ সদা চিত্তে আশা
লোভেত হরিল[9] চিত্ত কি আর জিজ্ঞাসা।

অতএব ব্রজলোকপ্রাপ্তির কারণ
শাস্ত্রযুক্তি নহে হয়ে[10] লোভ প্রয়োজন।
এই ত লক্ষণ তার[11] লেখিল গোসাঞী
ব্রজনিষ্ঠ চিত্ত বিনে ব্রজ[12] নাহি পাই।
রাগবর্ত্ম-ভজনে যাহার অভিলাষ
শুনিতে এসব কথা তাহার উল্লাস।
গোপিকার প্রেমকথা-ভজন আচরি
ভাবসিদ্ধ হৈলে পায় ব্রজলোকপুরী।
প্রেমসেবা-পরিপাটি করে নিজ সুখে
রাধাকৃষ্ণলীলা[13]-কথা শুনে সখী[14]-মুখে
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা অত্যন্ত দুর্গম
অন্যভাবে নহে তার প্রাপ্তির কারণ।
যেই মতে পাইব রাধাকৃষ্ণ দরশনে
সেই চেষ্টা করে শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে।
রাগাত্মিকা ব্রজবাসী দ্বিবিধ প্রকার
কামরূপা লক্ষণ সম্বন্ধরূপা আর।
নন্দাদির কৃষ্ণেতে সম্বন্ধরূপা রাগ
সম্বন্ধানুরূপ সভার কৃষ্ণে অনুরাগ।
কামরূপা গোপীগণ প্রেমরূপা কহে
কৃষ্ণসুখ লাগি ক্রীড়া করে কৃষ্ণ-সহে।
মাধুর্যভজন ইথে ঐশী গন্ধ নাই
এই হেতু পরকীয়া লেখিল গোসাঞী।
প্রতিমূর্তি-মায়া সব আছে গোপিকার
হ্লাদিনীস্বরূপা-স্পর্শ নাহিক কাহার।
যোগমায়া সকল করেন সমাধান
ভাগবত পদ্মে ইথে আছয়ে প্রমাণ।

---

১ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ২ -প্রিয়া ৩ সে ভাব ৪ চিত্ত ৫ অনুরাগা ৬ এ সব ভজন কথা ৭ আজ্ঞা ৮ উত্তম ৯ হইল ১০ কিন্তু ১১ রতির ১২ রাগাত্মিকা ভক্তি সর্ব্বস্থানেতে ১৩ -নিজ ১৪ সাধু

রাগেতে মজিল[১] মাত্র কৃষ্ণের সহিতে
গোপীর প্রেমপ্রশংসা[২] কহয়ে ভাগবতে।
রাগাত্মিকা[৩] নিত্যসিদ্ধা ব্রজাঙ্গনা গণি
নাহি যার সম ঊর্ধ্ব[৪] প্রেমরসখনি[৫]।
কৃষ্ণের সুখের স্থানে প্রেমের আকার[৬]
তাহা প্রাপ্তি লাগি হৃদয়তৃষ্ণা[৭] নিরন্তর।
গোপিকার[৮] অনুগা হইব অনুরাগে
অন্য অভিলাষকথা চিত্তে নাহি লাগে।
অপেক্ষার কর্ম না করএ কোন কালে
ভক্তিবিরোধী কর্ম ছাড়িল সকলে।
যেই যেই কর্ম কৈলে[৯] ভক্তি হয়ে হানি
সেই সেই কর্ম ছাড়ে নিজ শত্রু[১০] জানি।
রাগভক্তি-কথন[১১] শুনিব কার স্থানে
নিরন্তর ইহাই করয়ে অন্বেষণে[১২]।
শাস্ত্রবিধিবাক্য-কথা না শুনে অন্তর[১৩]
কিছু নাহি লয়ে চিত্ত রাগেত তৎপর।
অন্য কথা স্বাদু[১৪] নাহি লাগে রাগ বিনে
রাগপথিক ভক্তসঙ্গ বাঞ্ছে অনুক্ষণে[১৫]।
স্থায়ী ভাব করি[১৬]আলম্বন উদ্দীপন
এই সব কথা রাত্রি দিনে আস্বাদন।
রাগ অনুরাগ স্নেহ প্রণয় মান আর[১৭]
[১৮]ভাবমহাভাব-কথা শ্রবণবিচার।
বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিক ব্যভিচারী
এ সব প্রসঙ্গ শুনে ভক্তসঙ্গ করি।

যেমতে পাইব রাধাকৃষ্ণ দরশনে
সেই চেষ্টা করে শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে।
রাগমার্গে সাধ্য সাধন জানিবারে
নিরবধি রসিকবৈষ্ণব-সঙ্গ করে।
ভাব মহাভাব তার শুনএ বিচার
রাগপথিকের সদা এই ত আচার।
উজ্জ্বলেতে চতুর্বিধ রাগবিবরণ
শ্যামারাগ নীলীরাগ মঞ্জিষ্ঠা-লক্ষণ।
কুসুম্ভসদৃশ রাগ স্বরূপ প্রকাশ
মঞ্জিষ্ঠা সভার শ্রেষ্ঠ মাদন বিলাস।
মাদন মোদন রূঢ় অধিরূঢ় করি
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগাদি রসের মাধুরী।
রসের বিষয় রসের আশ্রয় পূর্বরাগ
যত্ন করি শুনে ইহার বিষয়বিভাগ[১৯]।
রসের বিষয় কৃষ্ণ নায়ক[২০]-শিরোমণি
রসাশ্রয়ার সর্বশ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরানী।
ঐশীভাবশূন্য শুদ্ধ রাগের ভজন
ঐশী ভাবে নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
রাগভক্তি পরাকাষ্ঠা এ সব বচন
উজ্জ্বল-ভজনশ্রেষ্ঠ রাগপ্রবর্তন।[২১]
রাধাকৃষ্ণ পাইতে যাহার লুব্ধ মতি
লোভে তার রাধাকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্তি।
রাগানুগাভজনকথন অধিকারী
তাঁর স্থানে যুগমমন্ত্র নিব যত্ন করি।

---

১ মিলন ২ এই লাগি গোপীপ্রেম ৩ রাগময়া ৪ অবস্থান উর্দ্ধস্তার ৫-খানি ৬ কৃষ্ণপ্রেমের স্থান রসের সাগর ৭ ভাবিব ৮ রাগাত্মিকা ৯ কর্ম করিলে নব ১০ তাহারে ছাড়িলে মহামত্তপ্রায় ১১ বিচার ১২ অন্বাসন করে সেই জনে ১৩ শুনিল বিস্তর ১৪ কথাস্বাদন ১৫ রাগী ভক্তজনেরে দুর্লভ করি মানে ১৬ সাত্ত্বিকী বিভাব ১৭ বিচার ১৮ অতঃপর অতিরিক্ত, মান ১৯ রসের আশ্রয় আর বিষয় বিভাগ। সমৃদ্ধ সম্ভোগ প্রেমরস পূর্বভাগ ২০ অতঃপর অতিরিক্ত, আলম্বন ২১ অতঃপর অতিরিক্ত, সেই রাগ ব্রজলোকে করিছে উদয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তি লাগি সদা করিব আশ্রয়।

রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা জিজ্ঞাসা করিব
নিজাভীষ্ট-অনুগত সতত হইব।[১]
সখীগণ-মধ্যে নিজ গুরুকে চিন্তিব
সিদ্ধ দেহে তাহা তাঁর অনুগত হইব।
নিরন্তর রাধাকৃষ্ণ করিব স্মরণ
সিদ্ধ দেহ চিন্তি নিত্য করিব সেবন।
প্রিয় নর্ম সখীগণ সেবাপরায়ণী[২]
তার[৩] মধ্যে আপুনি হইব একজনি[৪]।
বহু যত্ন করি কৃষ্ণসেবা মাগি নিব
সময়-উচিত সেবা যতনে করিব।
কৃষ্ণসেবা মানসে[৫] করিব সখীমাঝ
তাম্বুলরচনাদি পাদসম্বাহন কাজ।
কর্মযোগ জ্ঞানমুক্তি বাঞ্ছা তেয়াগিব
বৈধিকী তান্ত্রিকী ঐশী ভাব ছাড়ি দিব।
গোপী-অনুগতা সদা মানসে হইব
কৃষ্ণ সহ রিরংসা মনে ত না বাঞ্ছিব।
নিত্যলীলা মানসে[৬] স্মরণ অনুক্ষণ
রাগমার্গ-ভজনের এই ত লক্ষণ।
গোপিকার প্রেমকথা সদা বাক্যে মনে
ইহা বিনু না জানএ জীবনে মরণে।

বিচিত্র মাদন নাম ভাবের[৭] প্রধান
তাহার বিলাসে চিত্ত লীলার আখ্যান।
মাদন মোহন[৮] যোগ বিয়োগ লক্ষণ
অনন্তভজনে পায় যুগল চরণ[৯]।
ব্রজভাবপ্রাপ্তি লাগি উৎকণ্ঠা অন্তরে[১০]
নিত্যসিদ্ধ-ভাব লাগি তাহাতে সঞ্চারে।
সেই ভাবে সিঞ্চিত হইল তার অঙ্গ
নিরন্তর অশ্রু কম্প প্রেমের তরঙ্গ।
রাধাকৃষ্ণলীলা-কথা সদা স্মরে চিত্তে
প্রেমের কথা বিনে না পারে থাকিতে।
বিধিভক্তি-কথা শাস্ত্র-আজ্ঞা বলবান
তাতে রুচি নাঞি তাতে[১১] না পাতয়ে কান।
শাস্ত্রতর্ক-আজ্ঞায়ে ভজন ভাবহীন
শাস্ত্রতর্ক না মানয়ে রতিপ্রেম-চিহ্ন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-লোভ যার জন্মিল অন্তরে
কি কার্য তর্কের কথা কি কার্য বিচারে।
যদবধি না পাইল ভাবের অবধি
শাস্ত্রতর্ক-আজ্ঞায়ে ভজন নিরবধি।
ভাবের অবিধি শাস্ত্রতর্ক চেষ্টা করে
বৈধীভক্তি-অধিকারী কহিয়ে তাহারে।[১২]

---

১ অতঃপর অতিরিক্ত,

এই মত রাগানুগা স্বভাব নিশ্চয়
পুরাণ প্রমাণ আর ভাগবতে কয়।
রাগ আত্মা যার তারে কহি রাগাত্মিকা
কৃষ্ণ সেবা সাধ্য তবে প্রাপ্তির সাধিকা
রাগাত্মিকা ভজনের হইব অনুরতা
রাগানুগা জানি ভাব ধরিব সর্বথা।
ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত ভাব ভজন থাকিতে
না হয় গোকুল প্রাপ্তি কৃষ্ণের সহিতে।
ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তি যবে আছয়ে অন্তরে
সখীর সঙ্গিনীরূপা সেবা অধিকারে।

২ অতএব সখিভাব করিব ভজন ৩ সখী ৪ জন ৫ এই রূপে কৃষ্ণসেবা ৬ করয়ে ৭ স্থামরসের ৮-মোদন ৯ রাগের উৎপত্তন রাগ বিবর্ত্তন ১০ নগরে ১১ রাগীভজন কভু ১২ অতঃপর অতিরিক্ত,

সখীভাবনে মীলয়ে বৃন্দাবন
সখীর প্রসাদে সজ্জা করিব গ্রহণ।
অন্তর্মনো চেষ্টা সিদ্ধদেহের ভজন
স্থিত দেহে কৃষ্ণ সেবা নাম সংকীর্ত্তন।
তদ্ভাবে ভাবিত চিত্ত হব সর্বকাল
আপনার চিত্ত ভাবে করিব মিশাল।
শ্রুতিগণ গোপিকার অনুগত হৈয়া
বৃন্দাবনে ক্রীড়া কৈল গোপীদেহ পাঞা।
মুণিগণ সাধন করিল এই মতে
পুরাণ বচন ইথে আছয়ে নিশ্চিতে।
রাগমার্গে ভজন করিয়া সাবহিতে
বৃন্দাবনে বিহরিল কৃষ্ণের সহিতে।
গোপিকার অনুগত ছাড়িয়া ভজন
ঐশ্বর্য্যভাব করিলে না মিলে বৃন্দাবন।
অন্যের কি কথা লক্ষ্মী করিল ভজন
ঐশ্বর্য্য ভাবে না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন।

গোপী-অনুগতা বিনু স্বতন্ত্র করএ
তাহাতে ঐশ্বর্যভাব মিশ্রিত রহয়ে।
কামানুগা তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তাবেচ্ছাত্মা গণি।
এই দুই হয়ে কামানুগার বিচারে[১]
সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভাব কৃষ্ণসুখে করে।
রসকেলি-তাৎপর্য সম্ভোগেচ্ছাময়ী
তত্তত্তাবেচ্ছাত্মিকা ভাব আস্বাদি কহি।
যূথেশ্বরীর ভাবে ত ভাবিত যেই হয়[২]
সম্ভোগেচ্ছাময়ীর অনুগতা তারে কয়[৩]।
রিরংসা থাকয়ে যদি কৃষ্ণের সহিতে
নিজেন্দ্রিয়সুখে সঙ্গে বিহার করিতে।
ব্রজ-অনুসারে যদি উপাসনা করি
রিরংসা থাকিলে পায় মহিষীনগরী।
বল্লভীকান্তের মন্ত্রেত যদ্যপি উপাসনা[৪]
তথাপি না পায় ব্রজপুরী সেই জনা[৫]।
মহাকূর্মপুরাণের আছয়ে প্রমাণ
অগ্নিপুত্র পাইল বাসুদেব ভগবান।
অগ্নিপুত্র তপস্যা করিল বহুকাল
নিজেন্দ্রিয়-সুখ তাতে আছিল মিশাল।
কেবল শব্দেত কহি রাগগন্ধহীন
বিধিমার্গ শব্দে কহি বৈধীভক্তি চিহ্ন।
মাধুর্যভজনে যোগ্য নহে ভাব তার
কেবল বৈধীর কথা ভজন যাহার।
বহু যত্ন[৬] করি ব্রজ-উপাসক হইয়া
ব্রজপ্রাপ্তি না হইল রিরংসা লাগিয়া।
মহিষীর গণে বাসুদেবপ্রাপ্তি হৈল
ভজনবিরোধী ভাব প্রসঙ্গে কহিল।
ব্রজাদি লিপ্সু না মতি-গ্রহণ না দেখি
বিচার করিয়া শ্লোক টীকাকার লেখি।
তত্তাবেচ্ছাময়ী ভাব আস্বাদিকা হয়
রাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা কুঞ্জান্তে করয়।
তাঁ সভার ভাবে যেই অনুগত হয়
তত্তাবেচ্ছাত্মিকানুগামিনী তারে কয়।
শ্রীমূর্তির মাধুরী দেখিয়া লুব্ধ মন
অথবা করিল কৃষ্ণলীলার শ্রবণ।
ব্রজলীলা চমৎকার শুনি সাধুমুখে
রসময় কৃষ্ণরূপ দেখিয়া কৌতুকে।
তত্তাব-আকাঙ্ক্ষা[৭] হইল চিত্তে তার
অনায়াসে প্রাপ্তি হৈল সাধনের সার।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তাবেচ্ছাত্মিকাগণ
এই দুই আনুগত্য পরম কারণ।
পুরাণে শুনিএ ইথে প্রমাণ বিস্তর
দণ্ডককাননবাসী যত মুনিবর।
তারা সব এই ভাব ধরি নিরন্তরে
ভাবসিদ্ধ হঞা জন্মিলেন ব্রজপুরে।
গোপিকার ভাব প্রেমস্বরূপ হইলা
গোপীদেহে রাসক্রীড়া বিহার করিলা।
কামানুগা[৮] ভজনের এই মত হয়ে
গোপিকার অনুগত বিনে সিদ্ধ নহে।
অতঃপর সম্বন্ধ-অনুগা কহিবারে
বিচার করিএ ভক্তিগ্রন্থ-অনুসারে।
ব্রজেন্দ্র ঠাকুর আর সুবলান্তের ভাব
সম্বন্ধ-অনুগা হৈলে এই দুই লাভ।

---

১ উপরে ২ দুই সখী ৩ তত্তাবে সাত্মিকা নাম গ্রন্থকার লেখি ৪ নিজ জন্ম করি ৫ -লোকপুরি ৬ জন্ম ৭ ভাবিত ৮ রাগা-

পিতৃসখা দুই ভাব সম্বন্ধে কহয়
এই দুই আনুগত্য করি[১] সিদ্ধ হয়[২]।
কৃষ্ণপুরে এক বৃদ্ধ[৩] বর্ধকি[৪] আছিল
নন্দপুত্র-অধিষ্ঠানে পুত্রভাব কৈল।
ভজনেতে ভাবযোগ্য দেহ সিদ্ধ করি
নন্দ-অনুগত হঞা পাইল ব্রজপুরী।
বাল্য পৌগণ্ড কৃষ্ণের নহে কদাচিৎ
ভক্তে সুখ দিতে তাঁর চন্দ্রপ্রায় রীত।
পতি-পুত্র শুদ্ধ[৫] ভ্রাতৃ-পিতৃ-মাতৃ ভাব[৬]
এ সব সম্বন্ধে হয়ে ব্রজপ্রাপ্তি[৭]-লাভ[৮]।
স্বতন্ত্রতা[৯] না করিব মননারোপণা[১০]
নন্দপরিকরে হৈব আনুগত্যকল্পনা।
স্বতন্ত্র করিঞা যদি ভজনে করয়
ব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তি নয়।
সাধকদেহেতে সেবা দ্বিবিধ প্রকার
মনে সিদ্ধ দেহে হৈব নিত্য পরিবার।
নিরন্তর করিবেন শ্রীকৃষ্ণস্মরণ
আর নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ ব্রজজন।
ভজনের সমাহিত[১১] অনুগত হৈব
আপনার সিদ্ধ[১২]-দেহ সেখানে জানিব।[১৩]
তত্তৎ[১৪] কথা-রত সদা হইব অন্তরে
নিরবধি নিবাস করিব ব্রজপুরে।
ব্রজলোক-অনুসারে সেবনেতে রতা
তদ্ভাবলিপ্সু না মতি হইব সর্বথা।
সিদ্ধ দেহে কুঞ্জসেবা করিব যতনে
সাধকদেহেতে তাহা ভাবিব নির্জনে[১৫]।

শ্রবণ গোবিন্দকথা প্রণাম কীর্তন
যত্ন করি কৃষ্ণনাম করিব গ্রহণ।
শ্রীমূর্তি সেবিব ব্রজলোক-অনুসারে
রসিক বৈষ্ণবসঙ্গে থাকিব নিরন্তরে।
শ্রবণ কীর্তনাদি বৈধী ভজনে লেখিল
রাগে সেই সব অঙ্গ বিচারে কহিল।
স্বযোগ্য ভক্ত্যঙ্গ বৈধী রাগের সঙ্গিনী
এই কথা টীকাকার লেখিল আপুনি।
রাগানুগা ভক্তিভাব অত্যন্ত দুষ্কর
অগ্নিতে বিরল সর্ব ভজনের পর।
রাগময় আত্মা তার রাগাত্মিকা নাম
রাগের বিবর্ত হয়ে সর্বা[১৬]-নন্দ ধাম।
রাগাত্মিকা লক্ষণা পাইল গোপীগণে
রাগবস্তু কৈছে তাহা জানিব কেমনে।
লক্ষণ-অতীত[১৭] কিছু করিব বিচারে
রাগানুগাভজন-লক্ষণ জানিবারে।
আপনার ভালমন্দ না করে বিচার
ইহারে কহিয়ে শুদ্ধ রাগের ব্যবহার।
কি বিধি অবিধি কিছু নাহিক বিচার
কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সুখে সর্বথা বিহার।
রাগাত্মিকা ভজনে সদাই অনুরাগী
রাগাত্মিকার থাকে সদা রাগ চিত্তে লাগি।[১৮]
এই ত রাগের কথা গ্রন্থের লিখন
কৃষ্ণসুখ বিনা আর নাহি প্রয়োজন।
প্রণয়-উৎকর্ষ যার আছয়ে অন্তরে
মহা-উৎকণ্ঠিত কৃষ্ণ দেখিবার তরে।

---

১ এ সব অনুগা বিনে ২ না হৈল ৩ সিদ্ধকি ৪ ব্রজেতে ৫ সুহৃৎ ৬ মিত্রভাবে ৭ -মাঝে ৮ হবে
৯ অতঃপর অতিরিক্ত, ভাব ১০ আপনা ১১ পা সন্নিহিত ১২ নিজ ১৩ অতঃপর অতিরিক্ত,

সিদ্ধ দেহ চিন্তি সদা করিব সেবন ভাবযোগ্য হইলে যাইব বৃন্দাবন।

১৪ তত্ত্ব ১৫ মরমে ১৬ কৃষ্ণ ১৭ তদর্থ ১৮ অতঃপর অতিরিক্ত,

পরিপূর্ণ ভাব কৃষ্ণপ্রাপ্তি পূর্ণতম কৃষ্ণ কহে বিনা আছে তাহার বচন।

ইতিমধ্যে দৈবে পাইল কৃষ্ণদরশন
আপনার ভালমন্দ ছাড়িল তখন।
কৃষ্ণমুখ নিরখি রহিলা অনিমিখে
কোথায় আছয়ে কিছু বিচার না দেখে।
মহা রৌদ্র বৃষ্টি বাত শিলাবরিষণ
কিছু নাহি মানে[1] কৃষ্ণমাধুরীতে[2] মন।
ভৎর্সন করয়ে গুরুপরিজনগণ
তাতে দুঃখ নাহি জন্মে কৃষ্ণানন্দে মন[3]।
এইরূপে শ্লোক বহু আছয়ে লিখন
রাগবর্ত্ম-পথিকের এইত লক্ষণ।
সেই রাগ ব্রজলোকে সদা বিরাজয়
রাগাত্মিকা ভক্তি তা স্বভাব সুনিশ্চয়।
রাগী ভক্তিলক্ষণ আচার সুদুর্গম
কি করে কি বলে কিছু নাহিক নিয়ম।
তাতে কামরূপা যত প্রেয়সীর গণ
তার অনুগতি কৃষ্ণপ্রাপ্তির লক্ষণ।
কামাত্মিকার[4] তৃষ্ণাস্বরূপ পাইবার তরে
অনুগতি তৃষ্ণা[5] যেই[6] ধরিল অন্তরে।
সেই জন মধুর ভজনে অধিকারী
কামানুগা[7] নাম তার জানিবে বিচারি।
কামানুগা হয়ে সেই দ্বিবিধ প্রকার
সম্ভোগেচ্ছাময়ী নাম তদ্ভাবেচ্ছা আর।
কেলি-তাৎপর্য রতি সম্ভোগেচ্ছা নাম
তদ্ভাবেচ্ছা রতি হয়ে সর্বানন্দ ধাম।

রাগবর্ত্মে সেই দশা আশ্রয় করিব
রাধাকৃষ্ণসেবা কুঞ্জে সতত চিন্তিব।
রাগপথিকের হয়ে এই মত রীতি
রাগাত্মিকা[8] ভজনের করিবে অনুগতি।[9]
সেই রাগানুগা ভক্তি প্রগাঢ় হইলে
রাধাকৃষ্ণ-গুণলীলা আস্বাদে বিহ্বলে।
সতত সতৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ-লীলারসে
অন্য বার্তা কভু নাহি শ্রবণে পরশে।
রাধাকৃষ্ণ-নাম গুণ লীলা জিহ্বা গায়
দোঁহার বিয়োগে হয়ে বাউলের প্রায়।[10]
গোপিকার ভজনের মহিমা শুনিতে
নাহি রহে ধৈর্য তার চিত্তে আচম্বিতে।
রসিক বৈষ্ণব দেখি করয়ে জিজ্ঞাসা
কহ দেখি কিরূপে পাইব পীতবাসা।
কেমতে পাইব সেই রাধাঠাকুরাণী
তাহার উপায় কহি জুড়াহ পরাণি।
কহ দেখি ব্রজপুরে ব্রজেন্দ্রকুমার
গোপীগণ সঙ্গে কৈল কিরূপে বিহার।
মুরলীর ধ্বনি করি মহারাসস্থলে
আনিঞা সকল গোপী ছাড়িল বিরলে।
কিরূপে মিলন পুনঃ হৈল বৃন্দাবনে
এ সব মধুর কথা কহিবে নির্জনে।
ব্রজলীলা কহ রাধাকৃষ্ণ দোঁহার গুণ
প্রাণ জুড়াউক মোর নিবেদন শুন।

---

১ জানে ২ মুখমাত্র ৩ অনেক ভর্ৎসয় নিজ পরিবার গণে। তাহাতে আনন্দ পায় শ্লাঘ করি মানে।
৪ কামানুগার ৫ চিত্ত ৬ কৃষ্ণ ৭ রাগানুগা ৮ রাগানুগা ৯ অতঃপর অতিরিক্ত,

কার্য্যরূপা কহি এবে প্রেয়সীর গণ। কামতা ঘন ভক্তিতে রসের কারণ।
তার অনুগত কৃষ্ণপ্রাপ্তির চরণ। বহুত বাচ্যতা যাতে প্রচ্ছন্ন কামতা।
অত্রৈব পরমোৎকর্ষ শৃঙ্গার লক্ষণ। ইহাতে কৃষ্ণের সুখ বাড়িবে সর্ব্বথা।

১০ অতঃপর অতিরিক্ত, তবে সে মিলিব বৃন্দাবনে কুঞ্জসেবা। শ্রীরূপপাদারবিন্দ ইষ্ট করি নিবা।

দণ্ডবৎ চরণে করিয়ে নমস্কার
তাপার্ণব হইতে মোর করহ উদ্ধার।
রাগপথিক রাধাকৃষ্ণলীলা আলম্বনে
এইরূপে গোঙায়ে রসিক ভক্তসনে।
আর এক কথা কহি ভজনের সার
কুঞ্জে সেবা পাইতে পরম অধিকার।
প্রিয় নর্মসখী কুঞ্জসেবা[1]-অধিকারী
গুরু-আজ্ঞায় তা সভার হব[2] অনুচরি।
শ্রীরূপমঞ্জরী আর শ্রীরতিমঞ্জরী
শ্রীগুণমঞ্জরী আর লবঙ্গমঞ্জরী।
শ্রীরসমঞ্জরী আদি রসের আকর
কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ সেবা করে নিরন্তর।
কুঞ্জসেবা যত ইহা সভার গোচর
ইহা সভার আজ্ঞা বিনে সেবন দুষ্কর।
ইহা সভার অনুগত আজ্ঞাকারী হৈব
সদা রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিব।
তবে ভাবসিদ্ধ হঞা জন্মিব গোকুলে
রাধাকৃষ্ণ সেবন করিব কুতুহলে।
সখীগণ সঙ্গেত থাকিব নিরবধি
বাঞ্ছা ভরি সিদ্ধ[3] হৈব ভাবের অবধি।
রাগানুগা ভজনে মিলিব কুঞ্জসেবা
দেখিব দোঁহার রূপ ভরি রাত্রি দিবা।
শ্রীরূপ করিল সাধ্যসাধন বিচার
অতয়েব শ্রীচরণ ভজিব তাহার[4]।

শ্রীরূপচরণ চিত্তে ধারণ করিব[5]
আজ্ঞাকারী অনুগত হইঞা ভজিব।
শ্রীরূপপাদারবিন্দ ইষ্ট করি লৈব
বৃন্দাবনে কুঞ্জসেবা তবে সে মিলিব।
শ্রীরূপ করিল সর্ব ভজন বিচার[6]
সাধ্যসাধন তত্ত্ব করিল[7] বিচার।
তেঁহো ভক্তি-শিক্ষাগুরু তাঁর অনুসার
করিলে সে সিদ্ধ হয়ে ভক্তিধর্ম সার।
অতএব শ্রীরূপ অনুগা হৈতে চাই
রঘুনাথদাস গোসাঞী লেখিল সর্ব ঠাই।
নহিলে কিরূপে আনুগত্য[8] সিদ্ধ হৈব
কুঞ্জসেবা পরিপাটী কেমতে জানিব।
শ্রীরূপানুগত্য যেই ধরিল অন্তরে
অবশ্য যাইব সেই লীলাপরিকরে।[9]
এইত কহিল রাগভজনের কথা
শ্রবণে কৃতার্থ কৃষ্ণ মিলিব সর্বথা।
শ্রীকৃষ্ণের কৃপা আর ভক্তকৃপা হৈতে
রাগানুগা ভজন পাইয়ে সুনিশ্চিতে।
দোঁহার কৃপায়ে পুষ্ট হএন ভজন
পুষ্টিমার্গ রাগানুগা[10] কহে ভক্তগণ।
শ্রীরূপপাদারবিন্দ-আজ্ঞা শিরে ধরি
করিলাঙ বৈধীরাগ[11]-ভজন বিচারি[12]।
শ্রীগুরুপাদারবিন্দ ধরি শিরোপরি
রসময়দাস কহে সাধনলহরী।

---

১ সদা ২ মহাজন হইব তাহার ৩ প্রাপ্তি ৪ অন্যে ভজন আর অনুগত হঞা ৫ করিয়া ৬ শ্রীরূপের আজ্ঞা সর্বভজনের সার ৭ শ্রীরূপ আজ্ঞা সদা ভজন ৮ অনুগা ৯ অতঃপর অতিরিক্ত,

সখীর মণ্ডলী মধ্যে করিব বসতি। নিরন্তর করিলে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ।
দিনে দিনে বাঢ়িয়া পুর্ণিত হব রতি। নিজাতীষ্ট ইষ্টদেব আর কৃষ্ণজন।

১০ পুষ্টমাত্র করিঞা ১১ রাগমার্গ ১২ লহরী। ইতি শ্রীসাধন লহরী

এবে কহি ভাবচন্দ্র[১]-স্বরূপলক্ষণ
শ্রীরূপপাদারবিন্দ করিয়া বন্দন।
ভাবাশ্রিতা তৃতীয়া তু পূর্বে সূত্র[২] আছে
সেই কথা বিচার করিব প্রেমা পাছে।
ক্লেশ দুর্বাসনা সব নাশিল সাধনে
নির্মল হইল চিত্ত শ্রবণ কীর্তনে।
তার চিত্তে ভাবচন্দ্র করেন উদয়
অবিদ্যা অজ্ঞানতম করি পরাজয়।
ভাবের লক্ষণ কহি করিঞা বিচার
প্রেমরূপ সূর্য তার কিরণ[৩]-আকার।
রুচি[৪] মহাগুণে চিত্ত দ্রবীভূত করে
প্রাপ্তি-অভিলাষ-তৃষ্ণা সদাই আচরে।
শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা[৫] কহি তার[৬] নাম
মোক্ষ তিরস্কার করে কৃষ্ণানন্দধাম।
প্রথম বিকার চিত্তে ভাবের লক্ষণ
প্রেমের অঙ্কুর কৃষ্ণপ্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি আশা যার জন্মিল অন্তরে
তার চিত্তে ভাবচন্দ্র উদয় অচিরে[৭]।
অন্য অভিলাষ মোক্ষবাসনা থাকিতে
ভাবগন্ধ কভু তার না জন্ময়ে চিত্তে।
শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে হয়ে ভাবের উদয়
প্রেমের প্রথমাবস্থা জানিহ নিশ্চয়।
চিচ্ছক্তি-বিলাসভাব হ্লাদিনীস্বরূপ
সন্ধিনী সম্বিৎশক্তি হয়ে দুই রূপ।
ভাবচন্দ্র আছে সদা নিত্যপরিকরে[৮]
সেই ভাব ভক্তহৃদি উদয় অচিরে[৯]।

প্রগাঢ় হইলে ভাব প্রেমরূপ কয়
স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ হয়।
সাত্ত্বিক অষ্টম যাতে মহাভাব সীমা
কে কহিতে পারে ভাব স্বরূপমহিমা।
তন্ত্রের প্রমাণ ইথে আছয়ে লিখন
প্রথম বিকার হয়ে ভাবের লক্ষণ।
অল্প[১০] সাত্ত্বিকোদয় ভাবোদয় হৈতে
অশ্রু[১১] পুলকাদি অল্প ব্যক্ত হয় তাতে[১২]।
ভাবাবস্থায় অল্পোদয়[১৩] সাত্ত্বিক সকল
প্রেমাবস্থায়[১৪] পরিপূর্ণ উদয়[১৫] উজ্জ্বল।
মনদেহেন্দ্রিয়[১৬]-বর্গ বিকৃত করিঞা
বিভাবজনিত হয়ে ভাববিম্ব[১৭] হঞা।
চিত্তবৃত্তিরূপা প্রীতিরূপা প্রেমাঙ্কুরা
কৃষ্ণ-আকর্ষিণী রতি সুখার্ণবা পুরা।
তাবৎ[১৮] অবধি সব শাস্ত্রবিধি করে
ভাবচন্দ্র উদয় করিলে যায় দূরে।
আপনি অতন্ত্রভাব[১৯] কারো বশ নয়
শুদ্ধসত্ত্ব দেহে আসি করেন উদয়।
প্রকাশ করিঞা আছে সাধন করিঞা
এই মত দীপ্ত করে শুদ্ধ চিত্ত[২০] পাঞা।
আপনি আস্বাদরূপ স্বয়ংপ্রকাশিনী
কৃষ্ণাস্বাদহেতুরূপা হএন আপনি।
ভক্তদেহে নিত্যভাব উদয় করিঞা
আস্বাদ করিঞা রয়ে প্রেমকারণ[২১] হঞা।
বহুত প্রমাণ ইথে আছয়ে লিখন
শ্রীজীবটীকার অর্থ অতি বিলক্ষণ।

---

১ -তন্ত্র ২ লক্ষণ ৩ সিদ্ধভাব কেবল ৪ কোটি ৫ -বিশেষ ৬ ভাব ৭ জে করে ৮ -বারে ৯ প্রকট আচরে ১০ -মাত্র ১১ কম্প ১২ সমূহ নিশ্চিতে ১৩ অল্প বিবর্ত্ত সঞ্চারি ১৪ প্রেমের সহায় ১৫ হয়ত ১৬ দেহ আর ইন্দ্রিয় ১৭ -মিশ্রা ১৮ ভাবের ১৯ অবলম্বতন্ত্র ২০ রূঢ় ২১ -আকার

দ্বিবিধ প্রকারে ভাব জন্ময়ে অন্তরে
সাধনে হইতে আর কৃপার ভিতরে।
শ্রীকৃষ্ণের কৃপা আর ভক্তকৃপা হৈতে
সাধনাভিনিবেশজ জানিহ নিশ্চিতে।
সাধনাভিনিবেশজ দ্বিবিধ প্রকার
বৈধী ভাবে এক রাগানুগা ভাবে আর।
সাধনাভিনিবেশজের[১] কহিএ লক্ষণ
সাধনে করয়ে কৃষ্ণরুচি উৎপাদন।
কৃষ্ণেতে আশক্তি পুনঃ[২] জন্ময়ে সর্বথা
তবে রতি উদয়[৩] যেই সাধনের কথা।
ব্যাস প্রতি নারদ গোসাঞীর প্রশ্ন আছে
শুনিয়া গোবিন্দকথা রতি হৈল পাছে।
বর্ষা চাতুর্মাস্য কথা শুনিল সন্ধ্যাতে[৪]
ক্রমেত জন্মিল[৫] রতি না পারে ছাড়িতে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা[৬] মোর ভক্তজনের সংহতি
যার হয়ে তার কৃষ্ণে উপজয়ে রতি।
এইমত প্রমাণ আছয়ে গ্রন্থভরি
অল্পমাত্র লিখিলাঙ চিত্তশুদ্ধকারী।
বৈধী ভাবে এই শুন রাগের বিচার
চন্দ্রকান্তি নামে এক সুন্দরী আকার[৭]।
বিগ্রহদর্শনে তার চিত্ত মজি গেল
সর্বরাত্রি মুখে নিত্য কীর্তন করিল।
পূর্ণ মনোরথে নিত্য[৮] লেখিল গোসাঞী
রাগানুগা সাধনে উদয়[৯] এই ঠাঞি।
সাধন নাহিক ভাব সহসা উদয়
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-প্রসাদজ সেই হয়।

প্রসাদজ ভাব হএ ত্রিবিধ প্রকার
বাচিক আলোকদানজ হার্দ আর[১০]।
বচনে প্রসাদ কৃষ্ণ করে ভক্ত প্রতি
ইহারে কহিয়ে বাচিক প্রসাদজ রতি।
দর্শনে আর্দ্রতা চিত্ত করিল যাহার
তারে কহি আলোকদানজ ব্যবহার।
অন্তরে প্রসন্ন[১১] যারে তার হার্দ নাম
এই কৃষ্ণপ্রসাদজ ভাব[১২] সুখধাম।
ভক্তিচিত্তে ভাবোদয় পঞ্চ[১৩] পরকার
আগে তাহা বিবরিঞা করিব বিচার।
যাহারে কহিয়ে রতি ভাব তার নাম
পুরাণ নাটক শাস্ত্রে আছয়ে প্রমাণ।
শান্ত দাস্য সখ্য আর[১৪] বাৎসল্য মধুর
এই পঞ্চ রতি পঞ্চ রসের অঙ্কুর।
আর সপ্ত রস ইথে আছে গৌণ ভাবে
প্রকাশ হএন সভে আপনার লাভে।
জাতরতি জনে[১৫] এই অনুভাব গণি
ক্ষান্তি অব্যর্থকাল বিরক্ততা জানি।
মানশূন্যতা আর বিরক্ত স্বভাব
আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নামে রুচিলাভ।
আসক্তি তদ্গুণাখ্যানে কৃষ্ণস্থানে প্রীতি
জাতভাব জনে এই অনুভাব রীতি[১৬]।
পদে পদে সূত্ররূপে আছয়ে প্রমাণ
অনুভাব ভাবের বোধক[১৭] পরমাণ।
অন্তরদ্রবতা সদা রতিচিহ্ন হয়
মুমুক্ষু জনাতে কভু না হয়ে উদয়।

---

১ -নিবেশের ২ গুণ ৩ জন্মে ৪ শুনি শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে ৫ কৃষ্ণেতে বাড়িল ৬ কহে ৭ কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকাশ হইল গৃহে তার ৮ মনোরথ পূর্ণ তার ৯ জানিবে ১০ সর্বেশ্বর ১১ বচনে প্রসাদ ১২ সব হয় কৃষ্ণ ১৩ ভেদে এই ভাব পাবন ১৪ রতি ১৫ সনে ১৬ রতি ১৭ বিবেক

মুক্ত সব সদা যাহা করে অন্বেষণ
ভক্তিমান জনে কৃষ্ণ করেন গোপন[১]।
ভুক্তিমুক্তিকামী জনের[২] শুদ্ধ চিত্ত নয়[৩]
শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণপাদে তারা না করয়[৪]।
শুদ্ধভক্তি কভু নাহি জানে জন্ম হৈতে
তা সভার হৃদয়ে রতি জন্মিব কেমতে।
শুদ্ধ-ভক্তিহীন ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছা মনে
ভাগবতী রতি তাতে জন্মিব কেমনে।
মুমুক্ষু[৫] জনার চিত্তে রত্যাভাসো[৬]-দয়
কিন্তু বাল[৭]-চমৎকারকারী ব্রত[৮] হয়।
সেই রত্যাভাস হয়ে দ্বিবিধ[৯] প্রকার
প্রতিবিম্ব তথা ছায়া কহে গ্রন্থকার।
হরিপ্রিয় ক্রিয়া কাল দেশ পাত্র হৈতে
জন্মএ কেবল[১০] কিন্তু না পারে রহিতে।
ভোগমোক্ষত্যাগীর হৃদয়ে না রহয়[১১]
শুদ্ধচিত্ত[১২] হৈলে তাতে বান্ধেন[১৩] আশ্রয়।
প্রতিবিম্ব ছায়া না জন্ময়ে ভাগ্য বিনে
সাধুসঙ্গ হৈতে পায় রতির কারণে।
হরিপ্রিয়জনের প্রসাদলাভ হৈতে
ভাবাভাস ভাবরূপ প্রাপ্ত সুনিশ্চিতে।
ভক্তস্থানে[১৪] অপরাধ হয় যদি তার
অত্যুত্তম ভাবাভাস হয়ে ছারখার।
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-দ্বেষে ভাবের হয়ে[১৫] অভাবতা
আভাসতা[১৬] হয়ে আর ন্যূন জাতীয়তা।
সাধন নাহিক কিন্তু ভাবোদয়[১৭] দেখি
প্রাগ্‌ভবীয় সুসাধন গ্রন্থকার লেখি।

অকস্মাৎ ভাব দেহে জন্মিব কেমতে
বিঘ্নেতে স্থগিত স্থল[১৮] জানিহ নিশ্চিতে।
দিনে দিনে ভাব হয়ে কৃষ্ণের উন্মাদ
ইহারে কহিয়ে সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ।
নহিলে[১৯] কৃষ্ণের ভক্তি পাইল কোথা হৈতে
ভাবচন্দ্র-আবির্ভাব জানিহ নিশ্চিতে।
লোকোত্তর চমৎকারকারক সে ভাব
সর্ব শক্তি দিতে ধরে অতুল প্রভাব।
লোকে চমৎকার বড় দেখি কৃষ্ণভক্তি
সভাকারে সর্বশক্তি দিতে ধরে শক্তি।
জাতভাব জনে[২০] যদি বৈগুণ্যের মত
দেখিলেহো দ্বেষ[২১] না করিব কদাচিত।
সর্বথা কৃতার্থ সেই কৃষ্ণের[২২] প্রসাদে
কৃষ্ণ তারে রক্ষা[২৩] করিবেন সর্বাপদে[২৪]।
নৃসিংহপুরাণের ইথে আছয়ে প্রমাণ
আপন দাসের রক্ষা করে ভগবান।
অন্ধকারে[২৫] চন্দ্র যৈছে পরাভব নয়
তৈছে কৃষ্ণভক্তের হয়ে সর্বকাল জয়।
রতির স্বরূপ ইবে করিএ বিচার
প্রবল আনন্দরূপ স্বরূপ যাঁহার।
ভাবচন্দ্র যদি উগ্র[২৬] করয়ে বমন
কোটিচন্দ্রামৃত স্নিগ্ধ[২৭] জানিবে লক্ষণ।
রূপসনাতন-পাদপদ্মে করি আশ
অল্পমাত্র ভাব[২৮]-কথা করিল প্রকাশ।[২৯]
শ্রীগুরুপাদারবিন্দ ধরি শিরোপরি
রসময়দাস কহে ভাবের লহরী।

---

১ পোষণ ২ কামুকের ৩ বিনে ৪ ভাগবত রতি ইহা জানিবে কেমনে ৫ মোক্ষ ৬ সে করেন ৭ বড় ৮ রত্যাভাস ৯ হেনে লেখি বিবিধ ১০ চাঞ্চল্য ১১ মাত্র হয় ১২ ক্ষুদ্র যুত ১৩ চঞ্চল ১৪ -স্থার ১৫ শ্রেষ্ঠ দেশ ভাব হয় ১৬ অভাবতা ১৭ গর্ব্বভাব ১৮ স্বকীয় ছিল ১৯ কহিলে ২০ -রতিগণে ২১ হিংসা ২২ ভক্তির ২৩ অবশ্য ২৪ আশীর্বাদে ২৫ অধিকার ২৬ সাম্যতা আকার যদি ২৭ হৈতে তাহা ২৮ তাবত ২৯ অতঃপর সমাপ্তি, ইতি শ্রীমদ্ভাবভক্তিলহরী সমাপ্ত।

প্রেমের লক্ষণ[১] এবে কহি তারপর
অনন্যমমতা প্রেম ধরে নিরন্তর।
ভাবভক্তি প্রগাঢ় হইলে প্রেম নাম
সম্যক্ মসৃণিত স্বান্ত মমত্বের ধাম[২]।
স্বান্ত আকার সদা মমতা-অন্বিত
ইহারে কহিয়ে প্রেম শাস্ত্রেত[৩] বিদিত।
প্রহ্লাদ উদ্ধব ভীষ্ম[৪] নারদগোসাঞী
প্রেমভক্তি লক্ষণ কহিল সর্ব ঠাঞি।
অনন্যমমতা মাত্র[৫] না থাকে যাহাতে
প্রেমভক্তি লক্ষণ কহিলা ভাগবতে।
কৃষ্ণেতে একান্ত ভাব অনন্যস্বরূপ
প্রেমসঙ্গতা ভক্তি সান্দ্রানন্দ রূপ।
অষ্টসাত্ত্বিক যাহা জানিবে নিশ্চয়
অশ্রুপুলকাদি সব সম্পূর্ণ উদয়।[৬]
ভাবোত্থ[৭] প্রসাদোত্থ প্রেম জানিবে নিশ্চয়
বৈধীরাগানুগা ভাবোত্থ প্রেম হয়।
প্রিয়গুণকীর্তনে জন্মিল অনুরাগ
দ্রবীভূত চিত্ত রহে অন্যত্র বিরাগ।
শুনিতে গোবিন্দকথা লোকবাহ্য হৈয়া
হাসয়ে কান্দয়ে গান করয়ে ডাকিয়া।
এই বৈধী ভাবোত্থ[৮] রাগোত্থ প্রেম শুন[৯]
পাদ্মে চন্দ্রকান্তির[১০] শুনহ বিবরণ।
কৃষ্ণেতে জন্মিল প্রেম যেদিনে তাহার
মনে কৃষ্ণমূর্তি-ধ্যান অন্য নাহি আর[১১]।

ব্রহ্মচর্য করি পতি[১২] ছাড়িল সেদিনে
কৃষ্ণগাথা[১৩]গান করে রোমাঞ্চন ক্ষণে।
কৃষ্ণে অবিচ্ছিন্নমতি[১৪]কৃষ্ণগুণ গাঞা[১৫]
নিত্যপরিকরে গেলা নিত্যসিদ্ধ হঞা।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে প্রেম শুন তার কথা
আপনার সঙ্গদানে জানিবে সর্বথা।
মহত্তম সেবা তারা কভু[১৬] নাহি করে
ব্রত নিয়ম তপ কভু না আচরে।
কৃষ্ণ কহে এ সব আমার সঙ্গ হৈতে
মোর প্রেমভক্তি তারা পাইল সুনিশ্চিতে।
এই ত কহিল দ্বিধা প্রেমের আকার
মাহাত্ম্য[১৭]-জ্ঞানযুক্ত কেবলা নাম তার।
মাহাত্ম্যজ্ঞান[১৮]-যুক্ত দৃঢ় প্রেম হয়
স্নেহভক্তিবান্ তাহে[১৯] পুরাণে কহয়।
সেই প্রেম হৈতে সার্ষ্ট্যাদিক[২০] লাভ হয়ে
মহিমা-জ্ঞানযুক্ত এই জানিবে নিশ্চয়ে।
কেবলা প্রেমের শুন স্বরূপলক্ষণ
কৃষ্ণে অবিচ্ছিন্নমতি রহে সর্বক্ষণ।
কৃষ্ণে প্রেমপরিপ্লুতা অভিসন্ধিহীন
হ্লাদিনীর সার কৃষ্ণ রসিকের চিহ্ন।
কৃষ্ণবশকরী সেই প্রেমা সুনিশ্চয়
ব্রজ-নিত্যপরিকরে সদা বিরাজয়।
মহিমাজ্ঞানযুক্ত বিধিমার্গে কহি
রাগানুগা মার্গে প্রেম কেবলা নিশ্চয়ি।

---

১ লহরী ২ কাম ৩ পুরাণে ৪ আর ৫ অনন্যমমতার ৬ অতঃপর অতিরিক্ত,

এই প্রেমা দ্বিবিধ নাম প্রকার করি। অধীরূঢ় পরামাত্র জানিবে নিশ্চিতে।
ভাবোত্থা হয়েন আর প্রসাদোর্থা করি। ভাবাত্ম প্রেমময়ে তাহা জানিব নিশ্চয়।
অন্তরঙ্গ সঙ্গ সবে তার সেবা হৈতে। বৈধি রাগানুগা এই ভেদ হয়।

৭ পা ভাবর্থ ৮ প্রেমা ৯ শুন রাগ লক্ষণ ১০ চন্দ্রকান্তি নাম তার ১১ ব্রহ্মচর্য করি ছাড়ি দিল অনাচার, অতঃপর অতিরিক্ত, সেইত বিগ্রহধ্যান করে নিরবধি। জন্মিলা ধরিয়ে মহাভাবের অবধি। ১২ অস্তোপকামনা ১৩ -কথা ১৪ পা অবিচ্ছিন্নমতি কৃষ্ণ ১৫ কথা পাঞা ১৬ জন কভু সেবা ১৭ মহা ১৮ মহা অজ্ঞান ১৯ সেই ভক্তি বলি তারে ২০ সন্ন্যাদিক

প্রেমপ্রাদুর্ভাব ক্রমের[১] কহিয়ে বিচার
প্রথমে শ্রদ্ধার[২] আসি হয়ে অধিকার।
তবে সাধুসঙ্গ তবে ভজন আচার
অনর্থনিবৃত্তি তবে নিষ্ঠা অধিকার।
তবে রুচি গাঢ় হঞা আসক্তি জন্ময়[৩]
আসক্তি গাঢ় হঞা ভাব করেন উদয়[৪]।
ভাব গাঢ় হইলে তবে হয়ে প্রেমোদয়[৫]
প্রেম উদয়ের এই সোপান[৬] নিশ্চয়।
এই নব প্রেম যাতে উদয় আচয়ে
তার কথা বিজ্ঞজনেও বুঝিতে না পারে।
প্রেমো[৭]-ন্মত্ত জন সুখ দুঃখ নাহি জানে
কৃষ্ণের পরম রসে মত্ত বাড়ে[৮] দিনে।
প্রেমানন্দে পূর্ণ থাকে প্রেমোন্মত্ত[৯]-গণ
নিজ ভালমন্দ তারা না জানে কখন।
স্নেহাদি যতেক ভাব[১০] প্রেমের বিলাস
স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ প্রকাশ।
ভাব মহাভাব অনুভাব ব্যভিচারী
বিভাব সাত্ত্বিক সব প্রেমের লহরী।
শাস্ত্রজ্ঞ জনেতে ইহা না জন্মে কখন[১১]
অতএব অল্পমাত্র করিল লিখন।
ভাব আদি হৈলা সব প্রেমের অঙ্গতা[১২]
শোভা কান্তি দীপ্তি[১৩] মাধুর্য প্রগল্ভতা।
ঔদার্য ধৈর্য লীলা[১৪] বিলাস[১৫] বিচ্ছিত্তি
বিভ্রম কিলকিঞ্চিৎ মোট্টায়িত রীতি।

এই সব প্রেমের বিলাসভাব[১৬]-গণ
নিত্য[১৭] ভক্তগণে থাকে সর্ব লক্ষণ[১৮]।
প্রেম হৈতে মহাভাব পর্যন্ত উদয়[১৯]
মহাবলবান্ যাতে সাত্ত্বিক উদয়।
উদ্দীপ্ত হইয়া পুনঃ সুদীপ্ত আচরে
রূঢ় অধিরূঢ় সব[২০] প্রেমের ভিতরে।
উন্মাদাদি ভাব আর দিব্যোন্মাদ করি
প্রেমের বিলাস প্রেম সমান বিচারি।
এইত প্রেমের কথা সংক্ষেপে কহিল
অন্য গ্রন্থকথা ইথে বহুত লেখিল।
সাধ্যসাধনতত্ত্ব কহিবার তরে
ভাবভক্তি প্রেমভক্তির কহিল বিচারে।
ইহার শ্রবণে ভাবপ্রেমভক্তি[২১] জানি
শ্রীরূপপাদারবিন্দ-আজ্ঞা অনুমানি।
নিজকৃত[২২] নহে কিন্তু গ্রন্থের বচন
কৃপা করি আস্বাদ করিবে ভক্তগণ।
নিজাভীষ্ট-চরণে করিয়ে বহু নতি
কহিতেই কথা মোর কিসের শকতি।
দুই এক শ্লোকমাত্র করিল বিচার
ভাবভক্তি প্রেমভক্তি সাধন-আচার।
শ্রীরূপচরণে বহু প্রণাম আচরি[২৩]
প্রেমভক্তিলহরী কহিল যত্ন করি।
কৃষ্ণভক্তি বর্ণিলাম[২৪] গ্রন্থরস[২৫]-কথা[২৬]
শুনিলে পরম সুখ পাইবে সর্বথা।

---

১ ইথিমধ্যে কিছু আর ২ শৃঙ্গার ৩ তারপর আশক্তি জন্ময়ে রুচি হৈতে ৪ তবে ভাব উপাদান হয় সুনিশ্চিতে ৫ তবে মহাপ্রেম আসি করায় উদয় ৬ জন্মিবার সুগান কহিল ৭ ভাবো- ৮ মগ্ন রাত্রি ৯ প্রেমীভক্ত ১০ ভেদ ১১ সাধক জানয়ে ইহা না জানে অন্য জন ১২ ভাবের অন্নতা ১৩ উদ্দীপ্তী ১৪ ঐশ্বর্য্যাদি ১৫ দ্বিবিধ ১৬ বিভাগ ১৭ সিদ্ধ ১৮ ক্ষণ ১৯ প্রণয় ২০ জন্মে ২১ -মত্ত ২২ সকল্পিতে ২৩ শুনহ রসিক সব ভক্ততা সিকারী ২৪ অ -বল্লিকা ২৫ অ সব ২৬ থ করি করিলাম গ্রন্থ সব কথা

শ্রীগুরু[১]-পাদার[২]-বিন্দ[৩] নিজ শিরে[৪] ধরি[৫]
শ্রীরূপগোসাঞীর পাদপদ্মে নমস্করি[৬]।
বন্দিয়া সকল মহান্তের পদধূলি
রসময়দাস কহে কৃষ্ণভক্তিবল্লী।

ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী সমাপ্ত।

---

১ অ -রূপ ২ খ -রূপ গোশাঞির ৩ অ -পদ্ম ৪ অ শিরোপরে ৫ অতঃপর 'অ'-পুঁথিতে সমাপ্তি ছত্র এইরূপ, রসময় দাস কহে প্রেমের লহরী। ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লিকা গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ৬ খ রসময় দাস কহে প্রেমের লহরী। ইতি শ্রীপ্রেমানন্দ লহরী পয়ার গ্রন্থ সমাপ্ত। অ পুষ্পিকা, যথা দৃষ্টং ইত্যাদি শ্রীখোসালচন্দ্র দাস, সাং মরিচা, সেরপুর। সন ১১৮২, রঙ্গপুর। তারিখ ২৮ শ্রাবণ। ক পুষ্পিকা, যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। লিককোদোষ নাস্তিকং। লিখিতং শ্রীগোলাম যোবন্ত। সাকিম সামাঞীদহ। পাঠার্থং শ্রীভাগবত ভুই। সাকিম সামাঞীদহ। সন ১১৭২ এগার সও বাহত্তর শাল। তারিখ ২৩ ভাদ্র। রোজ রবিবার। খ পুষ্পিকা নাই। গ্রন্থসমাপ্তির পর বংশীদাস-ভনিতায় 'কৌবিভাস' রাগে রচিত "দেখ বরকামিনি জাগয়ে জামিনি", "ভ্রমর কোকিল বনে জাগ জাগ প্রভু" ও "প্রভাতে কি ভেল আজু বাসগ্রহে রঙ্গে"—এই তিনটি পদের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি আছে।

॥ টীকা-টিপ্পনী ॥

॥ সঙ্কেত ॥

উ. নী — উজ্জ্বল নীলমণি
কূর্ম — কূর্মপুরাণম্
গী — গীতা
গী. গো — গীতগোবিন্দ
গো. বি — গোর্খ-বিজয়
চ — চরিতাভিধান
চ. প — চর্যাগীতি-পদাবলী
চি. প. স — চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড
চৈ. চ — চৈতন্যচরিতামৃত
চৈ. ভা — চৈতন্যভাগবত
জী. কো — জীবনী-কোষ
ত. প — তন্ত্র-পরিচয়
প — পঞ্চরাত্র
প. ক = পদকল্পতরু
পদ্ম — পদ্মপুরাণম্
বা. সা. ই = বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড ২য় সং
বি. বি — বিবর্তবিলাস
বি. ভা. প — বিশ্বভারতী-পত্রিকা
বৈ. সা — শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য
ভ. র. সি — ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
ভা — ভাগবত
ম — মহাভারতের সমাজ
মহা — মহাভারতম্
শ্রী. কৃ — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
শ্রী. ভ — শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী

সং. সা. ই—সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

সা. দ—সাহিত্যদর্পণ

হি. ইন্. লি—হিস্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়ান লিটেরেচার

হি. ধ—হিস্ট্রি অব্ ধর্মশাস্ত্র

হি. ব্র. লি—হিস্ট্রি অব্ ব্রজবুলি লিটেরেচার

অকাম ৩-১-৫ বৈষ্ণবমতে, অপ্রশস্ত কর্ম ; দেবদেবীর উপাসনা।

অগ্রে যে কহিল…লিখন ৮-২-৯ উত্তমা ভক্তি ছয় প্রকার, ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষ-লঘুতা-কারিণী সুদুর্লভা সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। এইগুলি সাধন ভাব ও প্রেমভক্তিতে দুইটি করিয়া যুক্ত হইবে ; ক্রম এইরূপ, সাধনভক্তিতে ক্লেশঘ্নী ও শুভদা, ভাবভক্তিতে মোক্ষ-লঘুতাকারিণী ও সুদুর্লভা এবং প্রেমভক্তিতে সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।

অধিরূঢ় ১৭-২-১১ 'রূঢ়' ভাব অপেক্ষা অধিক (বিশিষ্ট) ভাববিশেষ। দ্র. 'রূঢ়'। 'রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে' চৈ. চ, ২।২৩, 'রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাং। যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে'॥ উ. নী, স্থা।১২৩

অনন্ত বৈষ্ণব সব ১-২-৩ তু. 'অনন্ত সিধার মেলে' গো. বি, পৃ ৮৩।

অনাসঙ্গ সাধন ৮-১-১০ নিষ্কাম সাধন। পারিভাষিক শব্দ। তু. 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ' চ. প, পৃ ৫৮।

অনিমিখে ২১-১-৩ অনিমেষে>অনিমিখে।

অনুগতি তৃষ্ণা ২১-১-১৮ কামাত্মক ভাবের অনুসারিণী তৃষ্ণা।

অনুবন্ধ ১৩-১-১ পরিণাম। শ্রী. কৃ, দানখণ্ড, পৃ ১১৮ 'এহা জাণী তেজ কাহাঞি মোর অনুবন্ধ', 'অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্। মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে'॥ গী, ১৮।২৫

অপক্ব ভজন ১১-১-১৫ অপ্রাপ্ত পরিপাক বা অসম্পূর্ণ কৃষ্ণভজন। 'ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি', ভ. র. সি, ১।২।৩৭

অপেক্ষার কর্ম ১৭-১-৯ কর্মের অপেক্ষা অর্থাৎ কর্মফলে আসক্তিমূলক অপেক্ষা।

অপ্রারব্ধ ৭-১-১১ যাহা অদৃষ্টরূপে আত্মায় অবস্থিত এবং যাহার ভোগকাল অনারব্ধ তাদৃশ পাপ।

অব্যর্থকাল ২৪-২-১৮ অন্য বৃথা বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল ভগবৎসেবাতেই কালক্ষেপ।

অব্যাপ্তি দোষ ৬-১-১৩ লক্ষ্যে লক্ষণের অপ্রবৃত্তি, অর্থাৎ বক্তব্যবিষয়ে সূত্রের ব্যাপ্তির বা সম্পূর্ণ প্রাপ্তির অভাব।

অষ্টম সাত্ত্বিক ২৩-২-৩ ছন্দোরক্ষার নিমিত্ত 'অষ্ট' স্থানে 'অষ্টম' ; (অষ্টন্+√মা+ক—

অষ্ট মাতি ইতি, অষ্টম) অষ্টপরিমিত, অষ্টসংখ্যক সাত্ত্বিক ভাব—স্বেদ স্তম্ভ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ বেপথু বৈবর্ণ্য অশ্রু প্রলয়।

আগম ৯-২-৭ শাস্ত্রবিশেষ। 'আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিরিজাশ্রুতৌ। মতশ্চ বাসুদেবেন আগমঃ পরিকথ্যতে'॥

আত্যন্তিকী ভক্তি ৪-২-১৫ ঐকান্তিক ভক্তি।

আথা ১৬-১-১৭ আস্থা > আথা।

আধান ৫-১-১৬ আধার ; স্থান।

আলোকদানজ ২৪-২-২ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনদান জনিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শন-জাত।

আশাবন্ধ ২৪-২-২০ ভগবৎপ্রাপ্তির দৃঢ় সম্ভাবনা। 'আশাবন্ধো ভগবতঃ প্রাপ্তিসম্ভাবনা দৃঢ়া'। ভ. র. সি ১৩।১৫

উজ্জ্বল ভজন ১৭-২-২০ আদি বা শৃঙ্গার রসাত্মক সাধন।

উন্মুখ ৭-১-২৪ ফলোন্মুখ।

উপোষণ ১২-২-১৪ উপবাস। বৈদিক 'উপোসথ'।

ঊর্জাদর যাত্রা ১৪-১-১৯ কার্তিকমাসে কৃষ্ণের প্রতি আদর প্রদর্শনার্থ উৎসব। 'ঊর্জাদরো বিশেষেণ যাত্রা জন্মদিনাদিষু'। ভ. র. সি, ১২।৩৮

কতি ১৬-১-১৪ কোথায়। 'দেখ সঙ্কে নিকুঞ্জে গোবিন্দ গেলা কতী'। শ্রী. কৃ, বৃন্দাবনখণ্ড, পৃ ২১৫।

করম্বিত ২-১-৫ সংযুক্ত। 'মধুকরনিকরকরম্বিত' গী. গো ১।২৮।

কুণ্ঠ ২-২-১৯ প্রতিহত।

কুসুম্ভ ১৭-২-৯ ত্রিবিধ পূর্বরাগের অন্যতম। ইহা কুসুম্ভ রঙের ন্যায় শোভা পায়, কিন্তু স্থায়ী নহে। 'কুসুম্ভরাগঃ স জ্ঞেয়ো যশ্চিত্তে সজ্জতি দ্রুতং। অন্যরাগচ্ছবি-ব্যঞ্জী শোভতে চ যথোচিতং'॥ উ. নী, স্থা।৯৩

কুটবীজ ৭-১-২৩ অক্ষর বা অবিনাশী কারণ। গী, ১৫।১৬

কৃষ্ণভক্তশেষ ১৩-১-২৬ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত।

কেবলা ৩-১-১২ মধুর ভাবযুক্ত অর্থাৎ কামগন্ধহীন প্রেম। 'মনোগতিরবিচ্ছিন্না হরৌ প্রেমপরিপ্লুতা। অভিসন্ধিবিনির্মুক্তা ভক্তির্বিষ্ণুবশঙ্করী'। প ; ভ.র. সি,-১।৪।৯

ক্লেশ ৩-২-১৩ পাপ পাপবীজ ও অবিদ্যা—বৈষ্ণবমতে এই তিন প্রকার ক্লেশ। ভ. র. সি, ১।১।১২

ক্ষান্তি ২৪-২-১৮ ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও চিত্তে অক্ষুব্ধ ভাব, অর্থাৎ শান্ত ভাব। 'ক্ষোভহেতাবপি প্রাপ্তে ক্ষান্তিরক্ষুভিতাত্মতা' ভ. র. সি, ১।৩।১১

গোঙায়ে ২২-১-৪ গময়>গম্মায়>গোঙায়।

গ্রন্থ মহাশূর ১-২-৯ চৈতন্যচরিতামৃতের অনুকরণে লিখিত।

গ্রন্থকার ১১-১-৪ এখানে, শ্রীরূপগোস্বামী।

চন্দ্রপক্ষে ২ ১-১১ শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকে 'বিধুর্জয়তি'—এই দুই পদ আছে। 'বিধু' শব্দটি শ্লিষ্ট অর্থাৎ 'চন্দ্র' ও 'কৃষ্ণচন্দ্র'। এই শ্লোকের প্রত্যেক বিশেষণ ঐ শ্লিষ্ট শব্দের দুই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। টীকা, ভ. র. সি, পৃ ২।

চন্দ্রপ্রায় রীত ২০-১-৮ চন্দ্র সমস্ত অবস্থাতেই লোককে আনন্দ দান করে। পূর্ণিমার চাঁদের মতো দ্বিতীয়ার চাঁদও আনন্দদায়ক ; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে সুবলাদি সখার, পৌগণ্ডে নন্দাদির আনন্দ দান করিয়াছিলেন। সুতরাং সমস্ত অবস্থাতেই কৃষ্ণ সকলের প্রিয়। কৃষ্ণের বাল্য বা পৌগণ্ড নাই, অর্থাৎ সুবলাদি ও নন্দাদির সম্বন্ধানুগ রাগানুসারে অভিলাষ পূরণার্থই তত্তৎরূপগ্রহণ।

চিচ্ছক্তি ২৩-১-২৩ ভগবানের চিৎ-শক্তি বিলাসের তিন রূপ—হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎ।

চিত্তকাঠিন্য ১৪-২-৫ চিত্তের কঠিন ভাব। জ্ঞান ও বৈরাগ্যে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তির চিত্তে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয় না; সেইজন্য জ্ঞানী বৈরাগ্যকামীর চিত্তের নীরসতা বর্ণিত হইয়াছে।

ছায়া ২৫-১-১২ রত্যাভাসবিশেষ। 'ক্ষুদ্রকৌতূহলময়ী চঞ্চলা দুঃখহারিণী। রতেশ্ছায়া ভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী'॥ ভ. র. সি, পৃ ২০৭।

জন্মযাত্রা ১৪-১-১৯ কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব।

ঠাকুর ১৪-২-২১ উদ্ধব ঠাকুর।

তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা ১৯-১-৮ যূথেশ্বরীর ভাবমাধুর্যকামনাময়ী। 'তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্যকামিতা', ভ. র. সি, ১।২।১৫৪

তত্ত্বসম্মতা তদর্থতা ৬-১-১৪ কৃষ্ণতত্ত্বসম্মত তদভিধেয়তা অর্থাৎ তদনুরূপ অর্থবিশিষ্টতা।

ত্রিবিধ কর্ম ৫-২-১৩ নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম।

দ্বাদশ রস ২-১-১ বৈষ্ণবমতে, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর হাস্য অদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।

দুর্জাত্যারম্ভক ৭-১-২০ দুর্জাতির আরম্ভক অর্থাৎ নীচজাতিতে জন্মগ্রহণের আরম্ভক কারণ। 'দুর্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেবতৎ' ভ. র. সি, ১।১।১৪

দৈন্যবোধিকা ১৪-১-১ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বিজ্ঞপ্তি তিনপ্রকার,—সংপ্রার্থনাময়ী দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী। ভগবচ্চরণে স্বীয় দীনতা নিবেদন করাই দৈন্যবোধিকা। 'মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন। পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তমে' ॥ ভ. র. সি, ১।২।৬৫

ধাত্বর্থলক্ষণা ৬-১-৫ ধাতুর অর্থানুসারে লক্ষণীয় বিষয়।

ধাত্রী ১২-২-১৫ আমলকী বৃক্ষ।

ননির্বিন্ন ১০-১-৮ নির্বেদ রহিত, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানাদিহেতু আত্মাবমাননা। সুপ্‌সুপা সমাস ঃ যেমন নাতিশীতোষ্ণ।

নন্দপুত্র-অধিষ্ঠানে ২০-১-৪ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বা কৃষ্ণমন্দিরে।

নীলীরাগ ১৭-২-৮ রাগ দ্বিবিধ,—নীলিমা ও রক্তিমা। নীলিমা রাগ আবার নীলী ও শ্যামা ভেদে দুই প্রকার। যাহার ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই, যাহা বাহে নাতিপ্রকাশ, এবং যাহা স্বভাবের আবরণ তাহাই নীলী রাগ। 'ব্যয়সম্ভাবনাহীনো বহির্নাতিপ্রকাশবান্। স্বলগ্নভাবাবরণো নীলীরাগঃ সতাং মতঃ' ॥ উ. নী, স্থা। ৮৯

পঞ্চবিধ মুক্তি ৫-২-১৩ সার্ষ্টি সারূপ্য সালোক্য সাযুজ্য নির্বাণ ভেদে মুক্তি পঞ্চবিধ।

পুষ্টিমার্গ ২২-২-২০ বল্লভাচার্য-প্রবর্তিত শুদ্ধাদ্বৈতবাদের ভক্তি-আচার।

পূর্ণমনোরথে ২৪-১-২৩ (চন্দ্রকান্তির) পূর্ণকাম বিষয়ে।

পোষ ১০-২-২৩ পরিপোষক ; পুষ্টিকারক।

প্রতিবিম্ব ২৫-১-১২ যাহা শ্রম ব্যতিরেকে অভীষ্ট-নির্বাহক, রতিলক্ষণলক্ষিত এবং ভোগাপবর্গের সুখপ্রকাশক তাহাই প্রতিবিম্ব রত্যাভাস। 'অশ্রমাভীষ্ট-নির্বাহী রতিলক্ষণলক্ষিতঃ। ভোগাপবর্গসৌখ্যাংশব্যঞ্জকঃ প্রতিবিম্বকঃ' ॥ ভ. র. সি, ১।৩।২১

প্রাগ্‌ভবীয় ২৫-১-২৬ পূর্বজন্মসম্বন্ধী ; পূর্বজন্মগত। 'প্রাগ্‌ভবীয়ং সুসাধনং', ভ. র. সি, ১।৩।২৭

প্রারব্ধ ৭-১-১১ পাপ দুই প্রকার—প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ। যাহাতে নীচজাতিতে জন্মগ্রহণ ও ক্লেশাদি ভোগ হয় (তাদৃশ পাপ)। তু 'অপ্রারব্ধ'। 'দুর্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ' ভ. র. সি, ১।১।১৪

ফল্গুবৈরাগ্য ১৪-২-৯ কপট বুদ্ধিতে মোক্ষকামীর শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী বিষয়পরিত্যাগ ফল্গু বৈরাগ্য। 'প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে' ॥ ভ. র. সি, ১।২।১২৬

বর্দ্ধকি ২০-১-৩ বাড়ই। বর্ধকি > বড্ঢই > বাড়ই।

বর্ণাশ্রম ৯-২-২৪ স্মৃতিশাস্ত্রে ধৃত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের আশ্রমানুসারে অনুষ্ঠেয় কর্ম বা ধর্ম।

বরাক ২-১-২৩ 'কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ' এই কথা যিনি পুনঃপুন বলেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। বর — শ্রেষ্ঠ, আ — সম্যক্, ক — কৃষ্ণ, —এই তিনের সংযোগার্থ, যিনি কৃষ্ণবিষয়ে গান করেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রেষ্ঠ ভক্ত। ভ. র. সি, ১।১।২

বল্লভীকান্ত ১৯-১-১৫ রুক্মিণীর কান্ত কৃষ্ণ, অর্থাৎ নারায়ণ।

বহুশিষ্য-অনুবন্ধ ১৩-১-১ বহুশিষ্য যাহার পরিণাম তাদৃশ (কার্য)।

বর্ষা চাতুর্মাস্যা ২৪-১-১৩ বর্ষা হইতে মাসচতুষ্টয় অর্থাৎ শয়ন হইতে উত্থান একাদশী পর্যন্ত (ত্রিসন্ধ্যা)। ভ. র. সি, ১।৩।৭

বাউল ২১-২-১০ বাতুল > বাউল। উন্মাদ।

বাচিক ২৪-২-২ বচন দ্বারা ভক্তের প্রতি কৃষ্ণের প্রসাদজাত (রতি)।

বাতুল ২-২-৯ বায়ুতে আন্দোলিত বা উচ্ছ্বসিত (সিন্ধু)।

বিকর্ম ৯-১-২৪ অবৈধ কার্য। গী. ৪।১৭, চৈ. চ, পৃ ৬৪, চৈ. ভা, পৃ ২৫২।৩।

বিজ্ঞপ্তি ১৪-১-৬ কৃষ্ণমন্ত্র জপপূর্বক নিবেদন বিজ্ঞপ্তি। বিজ্ঞপ্তি ত্রিবিধ,—সংপ্রার্থনাত্মিকা দৈন্যবোধিকা ও লালসা। ভ. র. সি, পৃ ১০৬-৭।

বিপ্রলম্ভ ১৭-২-১২ বঞ্চনা প্রতারণা বিরহ। নায়ক-নায়িকার পরস্পরের মিলনে বা বিরহে অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তি বা অভাবের ভাব বিপ্রলম্ভ। 'যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ। অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে॥ স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ'॥ উ. নী, বিপ্রলম্ভ, ৩; অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত 'বিপ্রলম্ভ'-এর লক্ষণ, 'যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি বিপ্রলম্ভোঽসৌ'॥ সা. দ, পৃ ১৩১।

বিবর্ত ২০-২-১২ বৈষ্ণবমতে, রাগের পরিবর্তন জন্য প্রকটিত রূপভেদ—রাগাত্মিকা ও সহজিয়া ভাব। দ্র. বি. বি।

বিলসই ৩-১-২ বিলসতি > বিলসই। শোভা পায়; বিরাজ করে; ব্যাপ্ত হয়। 'স্তন তাম্বি-ধনি বিলসই রুণা'। চ. প, পৃ ৬৮।

ভক্ত্যে ৪-১-১০ ভক্তিতে। ভক্তি+এ, সপ্তমী।

ভাবচন্দ্র ২৩-১-১ ভাবরূপ চন্দ্র। 'উদয়' শব্দের প্রয়োগে 'ভাবে' চন্দ্রের আরোপ।

ভাবাশ্রিতা তৃতীয়া ২৩-১-৩ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের পূর্ববিভাগের তৃতীয় লহরীতে উল্লিখিত ভাবভক্তি।

মঙ্গলঘটনা ১-২-১৫ মঙ্গলকাব্যের পদ্ধতি-অনুযায়ী গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থের নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির নিমিত্ত দেবদেবী ও মহাজনের বন্দনা।

মঙ্গলাচরণ ২-২-২৩ দ্র. 'মঙ্গলঘটনা'।

মহাভাব ৯-১-১৭ পরমোৎকর্ষী ভাববিশেষ। উ. নী ১২৭।২

মহাসুখ ৭-২-১৫ তু. 'সহজানন্দ মহাসুহ লোলেঁ' চ. প, পৃ ৮২।

মহিষীনগরী ১৯-১-১৪ রাজধানী দ্বারকানগরী।

মঞ্জিষ্ঠা ১৭-২-১০ রঙ্গবিশেষ (মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা রঞ্জিত)। রাধামাধবের রাগের ন্যায় ইহা অহার্য (কোন প্রকারেই নষ্ট হয় না), অন্যের অপেক্ষারহিত এবং নিরন্তর স্বীয় কান্তিতে বৃদ্ধিশীল। 'অহার্যোঽনন্যসাপেক্ষো যঃ কান্ত্যা বর্ধতে সদা। ভবেন্মাঞ্জিষ্ঠরাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা' ॥ উ. নী, স্থা। ৯৭

মাদন ১৭-২-১১ মত্ততাজনক। 'অধিরূঢ়' মহাভাবের প্রকার ভেদ। 'অধিরূঢ় মহাভাব দুই ত প্রকার। সম্ভোগে মাদন বিরহে মোহন নাম তার' ॥ চৈ. চ, ২।২৩

মানশূন্যতা ২৪-২-১৯ উৎকর্ষের কারণ থাকিলেও মানের অভাব। 'উৎকৃষ্টত্বেঽপ্যমানিত্বং কথিতা মানশূন্যতা'। ভ. র. সি, ১।৩।১৪

মুনি ১৫-১-১৮ নারদাদি মুনির বচন।

মোদন ১৭-২-১১ নায়ক-নায়িকার সাত্ত্বিকভাবের উদ্দীপ্ত রাগের পারিপাট্য। 'মোদনঃ স দ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্তসৌষ্ঠবম্'। উ. নী, স্থা। ১২৫

যুক্ত বৈরাগ্য ১॥-২-৮ যথাযোগ্যভাবে বিষয়োপভোগী আসঙ্গরহিত সাধকের কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ বা ঐকান্তিকতাযুক্ত বৈরাগ্য। 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে' ॥ ভ. র. সি, ১।২।১২৫

যুগ্মমন্ত্র ১৭-২-২৪ রাধাকৃষ্ণের যুগলমন্ত্র।

যূথেশ্বরীর ১৯-১-৯ ললিতাদি সখীসমূহের ঈশ্বরী রাধিকার।

যোগমায়া ১৬-২-২৫ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগবশবর্তিনী মায়া।

রাধার প্রাণনাথ কৃষ্ণ ২-১-১৭ তু. 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'। চৈ. চ, ২।১৫

রূঢ় ১৭-২-১১ যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবসকল উদ্দীপ্ত হয়, তাহা রূঢ় ভাব। উ. নী, স্থা। ১১৪

রোচমানা প্রবৃত্তি ৬-১-১ কৃষ্ণকথায় প্রীতিকরী মনোবৃত্তি।

লালসা ১৭-১-১ বিজ্ঞপ্তিবিশেষ। ভগবৎসেবনে আত্যন্তিকী মনোবাঞ্ছা। 'কদা গম্ভীরয়া বাচা প্রিয়া যুক্তো জগৎপতে। চামরব্যগ্রহস্তং মামেবং কুর্বিতি বক্ষ্যসি' ॥ ভ. র. সি, ১।২।৬৫

লিঙ্গ দেহ ৪-২-১৭ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ জীবাত্মা।

শঙ্খচক্রমেলা ১৩-১-২০ শঙ্খচক্রাকৃতি চিত্রসমূহ।

শরণাপত্তি ১৪-১-১৭ কায়িক বাচিক ও মানসিক সর্বপ্রকারে আশ্রয়গ্রহণ।

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা ২৩-১-১৩ কেবল সত্ত্বগুণবিশিষ্ট চিত্ত।

শুভদত্ব ৭-২-১৩ (উত্তমা ভক্তির) শুভদায়ী গুণবিশেষ। 'শুভানি প্রীণনং সর্বজগতামনু-রক্ততা। সদ্‌গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ' ॥ ভ.র.সি, ১।১।১৮

শ্যামারাগ ১৭-২-৮ রঙ্গবিশেষ।'ভীরুতৌষধিসেকাদিয়ান্যাৎ কিঞ্চিৎপ্রকাশভাক্।যশ্চিরেণৈব সাধ্য স্যাৎ স শ্যামারাগ উচ্যতে' ॥ উ. নী, স্থা। ৯১

সঙ্কুলা ৩-১-১১ প্রীতি ইত্যাদি ভাবত্রয়ের মধ্যে দুই বা তিনের সম্মেলন। 'এষাং (প্রীতিসখ্যবৎসলানাং) দ্বয়োস্ত্রয়াণাং বা সন্নিপাতস্তু সঙ্কুলা। উদ্ধবাদৌ চ ভীমাদৌ মুখরাদৌ ক্রমেণ সা' ॥ ভ.র.সি, পৃ ৫৬৫।

সদ্ধর্মপৃচ্ছা ১২-১-১৫ ভাগবত ধর্মের জিজ্ঞাসা। ইহা চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গসমূহের অন্যতম এবং বৌদ্ধধর্মেরও নামান্তর।

সন্ধিনী ২৩-১-২৪ মেলনকারিণী চিচ্ছক্তি।

সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত ৬-২-১০ সর্বপ্রকার নামরূপাদি বিরহিত।

সমঞ্জসা ১৫-২-৯ যাহাতে চিত্ত পত্নীভাবাভিমানী হয় এবং গুণাদিশ্রবণে জাত সম্ভোগতৃষ্ণা কখন কখনও ভিন্নীকৃতা হয়, তাহা সমঞ্জসা। 'পত্নীভাবাভি-মানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা। কচিদ্ভেদিতসম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা' ॥ উ. নী, স্থা।৩৩

সমর্থা ১৫-২-১০ সাধারণী ও সমঞ্জসা হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষ রতি-হেতু নায়ক-নায়িকায় একাত্মভাবযুক্ত প্রাপ্ত রতি। 'কিঞ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ। রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে' ॥ উ. নী, স্থা।৩৭

সমুৎকণ্ঠা ২৪-২-২০ নিজ অভীষ্ট লাভের নিমিত্ত আত্যন্তিক লালসা। 'সমুৎকণ্ঠা নিজাভীষ্ট-লাভায় গুরুলুব্ধতা'। ভ. র. সি, ১।৩।১৬

সম্বিৎ ২৩-১-২৪ জ্ঞান ; চেতনা। ভগবানের ত্রিবিধ চিচ্ছক্তির অন্যতম বিলাস।

সম্ভোগেচ্ছাময়ী ১৯-১-৪ কৃষ্ণের সহিত কেলিবিষয়ে তৎপরতাযুক্ত অত্যন্ত তৃষ্ণাবিশেষ। 'কেলি তাৎপর্যবত্যেব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ'। ভ. র. সি, ১।২।১৫৪

সংপ্রার্থনাত্মিকা ১৪-১-১ সম্যক্‌ভাবে কৃষ্ণভক্তিপ্রার্থনায় চেষ্টিতবতী বিজ্ঞপ্তিবিশেষ। 'যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা। মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনোঽভির-মতাং ত্বয়ি' ॥ ভ. র. সি, ১।২।৬৫

সংশ্রয়ী ১১-২-১৭ একান্তভাবে গুরুপদাশ্রয়বান্।

সাধনাঙ্গগণ ১১-২-১৬ চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধনার অঙ্গসমূহ। নামসংকীর্তন মথুরাবাস ইত্যাদি।

সাধারণী ১৫-২-৯ নাতিগাঢ়, বহুলভাবে কৃষ্ণের প্রত্যক্ষদর্শনজাত এবং সম্ভোগেচ্ছার মূলীভূত রতিবিশেষ। 'নাতিসান্দ্রা হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদ্দর্শনসম্ভবা। সম্ভোগেচ্ছানিদানেঽয়ং রতিঃ সাধারণী মতা'॥ উ. নী. স্থা। ৩০

সাধ্যসাধনতত্ত্ব ২২-২-৬ বিশিষ্ট বৈষ্ণবতত্ত্ববিশেষ।

সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ৮-২-৫ গভীর আনন্দ যাহার প্রকৃতি, তাদৃশী উত্তমা ভক্তি। 'ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণু-তুলামপি'॥ ভ. র. সি, ১।১।২৫

সিদ্ধি ৭-২-২ সিদ্ধি আটপ্রকার,—অণিমা মহিমা লঘিমা প্রাপ্তি ঈশিত্ব বশিত্ব প্রাকাম্য ও কামাবসায়িতা। 'কাহাকে মিলিল আজ্রি অষ্ট মহাসিধী'। শ্রী. কৃ, বৃন্দাবনখণ্ড, পৃ ২১৫।

সুদুর্লভা ৭-১-৮ অতিশয় দুর্লভ, অর্থাৎ আসক্তিশূন্য হইলেও যাহার সঙ্গলাভ হয় না, তাদৃশী ভক্তি।

সোচন ২-১-১৯ চিন্তা। হিন্দী, 'সোচনা'।

স্বান্ত ২৬-১-৪ মন। 'চিত্তং তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্ মানসং মনঃ'।

হার্দ ২৪-২-২ মনোগত প্রসাদ বা প্রসন্নতা। ইহা ত্রিবিধ প্রসাদের অন্যতম। 'প্রসাদ আন্তরো যঃ স্যাৎ স হার্দ ইতি কথ্যতে' ভ. র. সি, ১।৩।৯

হুতবহ ১২-২-১৮ আহুতি দ্রব্যের বাহক; অগ্নি।

হেতু ৪-২-৩ কারণ; বীজ। এখানে, শুদ্ধা ভক্তির বীজরূপ কর্ম জ্ঞান ও ভুক্তির ত্যাগ।

/৭ ১-১ ইহা ১০৮ অর্থাৎ অষ্টোত্তর শত 'শ্রী' লেখার সঙ্কেত। '/'=এক পণ অর্থাৎ কুড়িগণ্ডা। '৭'=সাত গণ্ডা। মোট ২৭ গণ্ডা অর্থাৎ ১০৮। ১০৮ বার 'শ্রী' লেখার সঙ্কেত। জীবিত ব্যক্তির নামের আদিতে একবার 'শ্রী' লেখার প্রচলন আছে। দেবতা বা সাধুদের নামের আদিতে দুই হইতে ১০৮ বার, এমনকি ততোধিক বারও 'শ্রী' লেখার রীতি আছে। ভক্তির বা সম্মানের আধিক্যই ইহার কারণ। চি. প. স, পৃ ৫৬৪-৬৫।

গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিপরিচয় ॥

॥ ঐতিহাসিক ॥

[রসময়দাসের 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী' মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি লক্ষণীয় গ্রন্থ। ইহা বৈষ্ণব দার্শনিক নিবন্ধ। দার্শনিক নিবন্ধ সাধারণতঃ গীত হইবার উদ্দেশ্যে লিখিত হইত না। লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যখ্যাপক মঙ্গলকাব্যগুলি জনসাধারণের নিকট, বিশেষ করিয়া পূজার আসরে বা রাজসভায় গীত হইত। তৎকালপ্রচলিত সাধারণ রীতি-অনুসারে মঙ্গলকাব্যসমূহ বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনাগান-সহযোগে আরম্ভ করা হয়। ইহা সংস্কৃত কাব্যাদির অনেকটা মঙ্গলাচরণের মতো। বিভিন্ন শ্রোতাদের মনস্তুষ্টির জন্য বিভিন্ন দেবদেবী-বন্দনা গাহিতে হইত। গ্রন্থকারের নিবাসগ্রামের নিকটস্থ ও দূরবর্তী প্রসিদ্ধ পীঠস্থানগুলির ও তাহাদের অধিষ্ঠাতা দেবদেবীগণের বন্দনায় তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া গায়ক মূল পালা আরম্ভ করিতেন।

রসময়দাসের 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী' তৎকালীন মঙ্গলকাব্যের এই প্রচলিত রীতি (Convention) অতিক্রম করিতে পারে নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী' মঙ্গলকাব্য নহে। ইহা বৈষ্ণব দার্শনিক গ্রন্থ; তথাপি ভগবৎপদাধিষ্ঠিত বৈষ্ণব মহান্তদের প্রসঙ্গ ও বন্দনা না করিয়া রসময়দাস তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করিতে সমর্থ হন নাই। এই সূত্রে উত্তরসাধক আমাদের আলোচ্য গ্রন্থকার তাঁহার পূর্ববর্তী বৈষ্ণব মহান্তগণকে স্মরণ করিয়া গ্রন্থের মূল বক্তব্যবিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। বর্তমান প্রকরণে আমরা রসময়দাসের উদ্দীষ্ট ও বন্দিত বৈষ্ণব মহান্তগণের পরিচয় সঙ্কলিত করিতেছি।]

অদ্বৈতপ্রভু ॥ ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গল ইত্যাদি গ্রন্থে অদ্বৈত আচার্যের বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়। শ্রীহট্টের নবগ্রামে অদ্বৈতপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কুবেরাচার্য ও মাতা নাভা দেবী। মহাপ্রভুর সহচর ও সহকর্মী হিসাবে অদ্বৈতাচার্য বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট ইনি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই মাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয় শিষ্য ঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। অদ্বৈতাচার্য সীতা ও শ্রী নামে দুই ভগিনীকে বিবাহ করেন। ইঁহার সন্তানদের মধ্যে কেহ কেহ স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। বোধহয় এই কারণে অদ্বৈত ও সীতার অনুচরবর্গের মধ্যে ধর্মমত বিষয়ে বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছিল[১]। বাঙ্গালা দেশে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে

---

১ বা. সা. ই, পৃ ২৭৫

অদ্বৈতাচার্য যেন প্রথম প্রদোষের উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এই,

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ আর ধর্ম।
যথাসাধ্য প্রচারিবা এই মোর মর্ম॥

গদাধর পণ্ডিত॥ ইনি চৈতন্যদেবের একজন প্রধান অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভু ইঁহার মধ্যে রাধাভাব দেখিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের ভক্তগণ ইঁহাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

জগদানন্দ॥ প্রসিদ্ধ পদকর্তা। জগদানন্দের পূর্বপুরুষ শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার। ইঁহার পিতা রানীগঞ্জের নিকটে আগরডিহি নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। জগদানন্দ এই স্থান হইতে উঠিয়া নিকটবর্তী জোফলাই গ্রামে বসবাস করেন। ইঁহার জন্মকাল-সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইনি দেহরক্ষা করেন, এইরূপ অনুমান করা হয়[১]। কিন্তু এই তারিখ অত্যন্ত সন্দেহজনক; কারণ জগদানন্দ ভনিতার একটি পদ ১৬৫৩—৫৬ খৃষ্টাব্দে অনুলিখিত এক পুঁথিতে পাওয়া যায়[১]। সুতরাং জোফলাই-এর জগদানন্দের সঙ্গে ইঁহার গোলমাল হইতেছে। সেইজন্য ১৬৫৩—৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী অপর একজন জগদানন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

রাধামোহন ঠাকুরের পিতার নামও জগদানন্দ, কিন্তু তিনি সপ্তদশ শতকের একেবারে শেষের দিকে জীবিত ছিলেন। উপরন্তু, জগদানন্দ ঠাকুর বাঙ্গালী কবি হইলে, তাঁহার পুত্র রাধামোহন ঠাকুর পিতার লিখিত পদ নিশ্চয়ই 'পদামৃতসমুদ্রে' উদ্ধৃত করিতেন; কিন্তু 'জগদানন্দ' বা 'জগৎ' ভনিতায় কোন পদসঙ্কলন এই গ্রন্থে নাই। 'চিত্রগীত'-রচয়িতা জগদানন্দ (আদি?) ব্রজবুলির একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন; তিনি গোবিন্দদাস কবিরাজের হুবহু নকল করিয়াছেন বলিয়া পদাবলীর মধ্যে অর্থের গভীরতা ও আন্তরিকতার অভাব আছে[১]। তবে তাহার কোন কোন অংশ বেশ শ্রুতিসুখকর।

নরহরি॥ এই নামে কয়েকজন বৈষ্ণবের পরিচয় আছে। কান্যকুব্জ হইতে আনীত ভট্টনারায়ণের একজন বংশধরের নাম নরহরি। নদীয়ার রাজবংশ ইহা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। অপর একজন নরহরি চক্রবর্তী নামে বিখ্যাত পদকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি ভক্তিরত্নাকর নরোত্তমবিলাস শ্রীনিবাসচরিত্র গীতচন্দ্রোদয় গৌরচরিত-

১ হি. ব্র. লি, পৃ ২৩৭

চিন্তামণি ছন্দঃসমুদ্র ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। নরহরি সরকার নামে বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি সর্বজনবিদিত। বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে বৈদ্যবংশে আনুমানিক ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম। মহাপ্রভু গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে যে সমস্ত ভক্ত মহাপ্রভুর নিকট আগমন করেন, তন্মধ্যে নরহরি সরকার অন্যতম। ইনি অন্তরে বাহিরে সর্বত্র গৌরাঙ্গদেবের মূর্তি দর্শন করিতেন এবং অনেকসময় সখীবেশে বাহির হইতেন। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে নরহরির দেহাবসান হয়।

ইনি সংস্কৃতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। ভক্তিচন্দ্রিকা-পটল ভক্তামৃতাষ্টক নামে দুইখানি গ্রন্থ ইহার রচিত। চৈতন্যদেবের জীবনী সম্ভবতঃ ইনিই প্রথম বাঙ্গালা কাব্যে রচনা করেন[১]।

নিত্যানন্দ-প্রভু ॥ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একচাকা গ্রামে ইহার জন্ম। পিতা হাড়াই পণ্ডিত ও মাতা পদ্মাবতী। নিত্যানন্দের পিতার নাম মুকুন্দ, বলিয়াছেন চূড়ামণিদাস তাঁহার 'গৌরাঙ্গবিজয়' গ্রন্থে[২]। আনুমানিক ১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃ) মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীতে ইহার জন্ম। কাহারও কাহারও মতে ১৩৯৮ শকাব্দ নিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাব-কাল। অদ্বৈত আচার্য ও তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী সীতা দেবীর জীবনীকাব্য পাওয়া যায়, অথচ নিত্যানন্দ-প্রভুর কোন স্বতন্ত্র জীবনীগ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। নিত্যানন্দ-প্রভুর সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতাদি শ্রীচৈতন্যজীবনী গ্রন্থে প্রায় সকল জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে। নিত্যানন্দের শিষ্যানুশিষ্যেরা একান্তভাবে চৈতন্যভক্ত ছিলেন বলিয়া সম্ভবতঃ স্বতন্ত্রভাবে নিত্যানন্দ-জীবনীর প্রয়োজন মনে হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের অল্পকাল পরেই নিত্যানন্দ-প্রভুর তিরোভাব হয় এবং সেইসময় তাঁহার কোন উল্লেখযোগ্য কীর্তিকলাপ ছিল না[৩]।

নিত্যানন্দের বিদ্যাশিক্ষা ছিল অদ্ভুত ; এরূপ প্রতিভা খুব কম লোকেরই দেখা যায়। তাঁহার দেহ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিল। ষোলো বৎসর বয়সে আনন্দস্বরূপ নামে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করেন[৪]। কুড়ি বৎসর পর্যন্ত নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। এই মিলনের পর হইতে নিমাই আর নিতাই-এর মধ্যে কোন ভেদ রহিল না। গৃহী হইয়াও সন্ন্যাস-ধর্ম পালন করা যায়, ইহা জীবকে

১ হি. ব্র. লি, পৃ ৩২, চ, পৃ ২৯০।

২ বি. ভা. প, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০, পৃ ২৩০

৩ বা. সা. ই, পৃ ২৭৩

৪ বি. ভা. প, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০, পৃ ২৩০

শিখাইবার জন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধে নিত্যানন্দ সূর্যদাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়া খড়দহে আসিয়া বাস করিলেন। পত্নী বসুধার গর্ভে বীরভদ্রের জন্ম হয়। এই বীরভদ্র হইতে খড়দহের গোস্বামিগণের উৎপত্তি। খড়দহে নিত্যানন্দ 'শ্যামসুন্দর' বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। নিত্যানন্দের নানাবিধ লীলার কথা সর্বজনবিশ্রুত। আনুমানিক ১৪৫৬ শকাব্দ (১৫৩৪ খৃ) ইঁহার তিরোভাব-কাল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নিত্যানন্দকে বলদেবের অবতার বলিয়া মনে করেন।

প্রভু সনাতন। ইনি শ্রীরূপগোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সুলতান হোসেন শাহের সাকর মল্লিক বা মুখ্য সচিবের পদে ইনি নিযুক্ত ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গালী সংস্কৃতির ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রসারকল্পে সনাতন ও রূপ দুই ভাই শ্রীচৈতন্যের প্রধান সহায় ছিলেন। ইঁহারা রামকেলিতে বাস করিতেন। পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিতে এই দুই ভাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর অনুগ্রহসঞ্চার হইলে মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে রামকেলিতে উপস্থিত হন। মহাপ্রভুর নিকট পরিচয় প্রদান-কালে সনাতন ও রূপ দীনাতিদীনের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সনাতন ও রূপ এই দুই নাম মহাপ্রভু দিয়াছিলেন। পূর্বে ইঁহাদের নাম ছিল যথাক্রমে অমর ও সন্তোষ। চৈতন্যদেবের আদেশে বৃন্দাবনে গিয়া সনাতন কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বৃন্দাবনের ষট্ গোস্বামীর মধ্যে সনাতন গোস্বামী প্রধান। ইনি হরিভক্তিবিলাস, শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের তোষণী ব্যাখ্যা, বৃহদ্ভাগবতামৃত ও টীকা ইত্যাদি রচনা করিয়া বৈষ্ণবসাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করিয়াছেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের বহুকাল পরে বৃন্দাবনধামে ইঁহার তিরোধান হয়।

ভট্ট রঘুনাথ। ইনি ষট্ গোস্বামীর অন্যতম। শ্রীচৈতন্যদেব ছয় জন গোস্বামীকে (সনাতন রূপ জীব রঘুনাথভট্ট গোপালভট্ট ও রঘুনাথদাস) বৃন্দাবনে থাকিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে ইঁহারা বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারে মনোনিবেশ এবং বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

রঘুনাথের পিতার নাম তপন মিশ্র। পূর্ববঙ্গে মহাপ্রভু তপন মিশ্রের সহিত মিলিত হন। পদ্মাতীরবর্তী রামপুর গ্রামে ইঁহাদের নিবাস ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণান্তর মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা-পথে বারাণসীতে তপন মিশ্রের গৃহে আহারাদি করেন। রঘুনাথের সেবা-শুশ্রূষায় মহাপ্রভু অতীব প্রীত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমনের পর রঘুনাথ নীলাচলে আসিয়া আট মাস অবস্থানপূর্বক প্রভুর লীলা প্রত্যক্ষ করেন। রঘুনাথ পাককার্যে সুদক্ষ ছিলেন; নীলাচলে স্বয়ং পাক করিয়া মহাপ্রভুকে খাওয়াইতেন।

মহাপ্রভুর আদেশে রঘুনাথ বিবাহ না করিয়া বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা এবং বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। রঘুনাথ বৃন্দাবনে গমন করিয়া রূপ ও সনাতনের সহিত মিলিত হন। শ্রীরূপের সভায় রঘুনাথ ভাগবত-পাঠকরূপে সুখ্যাতি অর্জন করেন। ইহার রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

মহাপ্রভু গৌর-ভগবান॥ বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব সর্বপ্রধান ঘটনা। ১৪০৭ শকাব্দে (১৪৮৬ খৃ) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে অপ্রকট হন।

শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য মুরারি গুপ্তের কড়চা বা কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত। পরমানন্দ সেন কবি কর্ণপূরের চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক ও গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, রঘুনাথদাসের গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থে এবং বাঙ্গালায় লেখা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, জয়ানন্দ ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের জীবনী বিবৃত হইয়াছে। সম্প্রতি 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামে একখানি চৈতন্যজীবনী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত অজ্ঞাতপূর্ব অশ্রুত অভিনব চৈতন্যচরিত-কাব্য[১]। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা ইহাতে আছে।

রঘুনাথ দাস॥ ইনি ষট্ গোস্বামীর একতম। ১৫০৬ হইতে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার জীবিতকাল অনুমিত হয়[২]। ইনি হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের সন্নিহিত হরিপুরের জমিদার গোবর্ধন দাসের পুত্র। রঘুনাথ বাল্যকাল হইতেই সংসারে বিরাগী ছিলেন। একদিন রঘুনাথ পদব্রজে নীলাচলের পথে পলায়ন করিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। মহাপ্রভু স্বরূপ-দামোদরের হস্তে তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পণ করেন[২]। ষোলো বৎসর ধরিয়া রঘুনাথ নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর তিনি বৃন্দাবনে সনাতন ও রূপের নিকটে উপস্থিত হন এবং মহাপ্রভুর বিরহব্যথা হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত গিরি গোবর্ধন হইতে ঝাঁপ দিয়া দেহত্যাগ করিতে সংকল্প করেন[৩]। রূপ ও সনাতন তাঁহাকে এই অন্যায় কার্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। রঘুনাথ প্রথমে গোবর্ধন-সমীপে ও পরে রাধাকুণ্ডে অবস্থান করেন। এই স্থানেই তিনি

---

১ বি. ভা. প, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬০ পৃ ২২৮-৩৪

২ হি. ব্র. লি, পৃ ৪২, চৈ. চ, ৩।১০

৩ চৈ. চ, ৩।১০

স্তবাবলী বিলাপকুসুমাঞ্জলি ইত্যাদি গ্রন্থ সংস্কৃতে রচনা করেন[১]। বৃন্দাবনবাস-কালে রঘুনাথ অন্নজল ত্যাগ করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিষ্য। ব্রজভাষা ও ব্রজবুলিতে রচিত রঘুনাথ দাসের ভনিতায় পদকল্পতরু-তে তিনটি পদ আছে[২]।

শ্রীগোপালভট্ট। ইনি ষট্ গোস্বামীর অন্যতম এবং দ্রবিড় দেশীয় ব্রাহ্মণ। ভট্টমারী-নিবাসী বেঙ্কটভট্ট ইঁহার পিতা। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্যের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। বারাণসীর বিখ্যাত পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী ইঁহার পিতৃব্য। ইনি হরিভক্তিবিলাস নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। গোপালভট্টের ভনিতায় পদকল্পতরু-তে দুইটি পদ[৩] আছে। ইহার ২৯৬৬ সংখ্যক পদটিও গোপালভট্টের রচিত। পদটিতে গোপালদাসের ভনিতা থাকিলেও এই গোপালদাস গোপালভট্টই হইবেন; কারণ ইহা অপর দুইটি পদের ন্যায় ব্রজভাষাতেই রচিত[৪]।

শ্রীজীবগোস্বামী। ছয় গোস্বামীর মধ্যে একতম। ইনি আনুমানিক ১৫১১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহে বিশ বৎসর এবং বৃন্দাবনে পঁয়ষট্টি বৎসর বাস করিয়া ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে ইনি তিরোহিত হন। পিতার নাম বল্লভ। বল্লভ রূপগোস্বামীর অনুজ। বালকবয়সে শ্রীজীব রামকেলিতে মহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন। এই দর্শনেই বালক শ্রীজীবের মধ্যে পরিবর্তন আসিল। শ্রীজীব অল্পবয়সেই ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার ইত্যাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ইঁহার জীবনের কিছু আভাস পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর ধ্যানে ও শ্রীরূপ-সনাতনের আকর্ষণে শ্রীজীব গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হন। নিত্যানন্দ-প্রভুর আদেশে কাশীতে মধুসূদন বাচস্পতির নিকট ইনি ন্যায়বেদান্তাদি অধ্যয়ন করেন। ছয় বৎসর কাশীবাস করিয়া ইনি বহুশাস্ত্রে পারদর্শী হন। অতঃপর বৃন্দাবনে গিয়া পিতৃব্যদ্বয়ের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীরূপ জীবকে দীক্ষা দান করেন। শ্রীজীবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রবিচার-নৈপুণ্য দেখিয়া শ্রীরূপ-সনাতন নিজকৃত গ্রন্থ তাঁহাকে দিয়া সংশোধন করাইতেন। বৃন্দাবনে শ্রীজীবগোস্বামী ষট্সন্দর্ভ গোপালচম্পূ হরিনামামৃত-ব্যাকরণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-র টীকা গায়ত্রীভাষ্য ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। উত্তরকালে শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দ তাঁহার

---

১ বৈ. সা, পৃ ১১৮

২ ২৮৬৯, ২৩৮৭ ও ২৪৬৭ সংখ্যক

৩ ১০৮৮, ২৮৩৩ সংখ্যক

৪ হি. ব্র. লি, পৃ ৪১

নিকট ভক্তিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীজীবরচিত গ্রন্থসমূহের প্রচারকার্যে ইঁহারা যথেষ্ট সহায়তা করেন[১]।

শ্রীনিবাস আচার্য॥ ইনি জন্মগ্রহণ করেন আনুমানিক ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে। চাখন্দীর গঙ্গাধর ভট্টাচার্য (অপর নাম চৈতন্যদাস) ইঁহার পিতা। মায়ের নাম লক্ষ্মী দেবী এবং মাতামহ যাজিগ্রামের বলরাম আচার্য। বাল্যকালে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের সহিত সাক্ষাৎ হইলে শ্রীনিবাসের আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগরিত হয়। অধ্যয়নান্তে নীলাচলে চৈতন্যদেবের দর্শনের পূর্বেই চৈতন্যদেব তিরোধান করেন। ভগ্নমনে তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর পার্ষদগণের সহিত মিলিত হন। তৎপরে নবদ্বীপ শান্তিপুর ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করিয়া বৃন্দাবনে শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; তৎপূর্বে সনাতন ও রূপ গোস্বামীর তিরোধান হয়। শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসকে 'আচার্য' উপাধি প্রদান করেন। গোপালভট্ট ইঁহার দীক্ষাগুরু। বৃন্দাবনে নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দের সহিত তাঁহার সুদৃঢ় সখ্য জন্মে। বৃন্দাবন হইতে গৃহে ফিরিবার পথে শ্রীজীব-গোস্বামীর উপদেশে শ্রীনিবাস যখন বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ আনয়ন করেন, তখন বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে তাহা অপহৃত হয়। পরে গ্রন্থগুলির উদ্ধার হয়। আচার্যের প্রভাবে বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীর বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁহার অধিকাংশ সভাসদ্ বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করেন। ঈশ্বরীদেবী ও গৌরাঙ্গপ্রিয়া দেবী, আচার্যের দুই স্ত্রী। দ্বিতীয়া পত্নীতে তাঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যা জন্মলাভ করে।

শ্রীনিবাস আচার্য বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারক ও বৈষ্ণব দার্শনিকরূপে অতীব খ্যাতি অর্জন করেন। ইঁহার শিষ্যদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজ অন্যতম। আচার্যের জীবনী ও কর্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রেমবিলাস কর্ণানন্দ ভক্তিরত্নাকর নরোত্তমবিলাস ইত্যাদি আকর গ্রন্থ। ইঁহার ভনিতায় পাঁচটির বেশী পদ পাওয়া যায় নাই[২]।

বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা পুঁথি-বিভাগে মনোহরদাসের 'অনুরাগবল্লী'র পুঁথি আছে। শ্রীনিবাস আচার্যের প্রসঙ্গই ইহার উপজীব্য।

শ্রীমুকুন্দ। মুকুন্দ নামে শ্রীচৈতন্যের কয়েকজন ভক্তের পরিচয় পাওয়া যায়[৩]। তন্মধ্যে দুইজন মুকুন্দ দত্ত প্রসিদ্ধ। একজন মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী বিখ্যাত বৈষ্ণব। ইঁহার বাড়ী চট্টগ্রাম হইলেও বাল্যাবধি নবদ্বীপবাসী। অপরজনও বিখ্যাত বৈষ্ণব ও সুচিকিৎসক

১ হি. ব্র. লি, পৃ ৩৮৪, বৈ. সা, পৃ ৪৬-৪৭

২ হি. ব্র. লি, পৃ ৯৪

৩ বা. সা. ই, পৃ ২৯৪

বলিয়া কীর্তিত। ইনি মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া অন্যান্য ভক্তগণের সহিত নবদ্বীপেই ছিলেন। ইহার পুত্রের নাম রঘুনন্দন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের অর্থরত্নাল্পদীপিকা নামে প্রসিদ্ধ টীকাকারের নাম মুকুন্দদাস গোস্বামী। ইনি কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন[১]।

শ্রীরঘুনন্দন। ইনি শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দের একমাত্র পুত্র। মুকুন্দ মহাপ্রভুর অনুচর ভক্ত ও হোসেন শাহের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। রঘুনন্দনকে মহাপ্রভু 'পুত্র' সম্বোধন করিয়াছিলেন। অল্প বয়সেই রঘুনন্দনের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হওয়ায় মহাপ্রভু তৎপ্রতি অতীব প্রীত হন। গৌরনামামৃত-স্তোত্র রঘুনন্দনের রচিত। ইহার সুন্দর ও সহজ সংস্কৃত অতি মনোহর। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ রঘুনন্দনকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন[২]।

শ্রীরূপগোস্বামী। মহাপ্রভুর পার্শ্বচরদের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত ভাষায় ইহার জ্ঞান ছিল গভীর। রূপগোস্বামী কর্ণাটরাজ সর্বজ্ঞের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আনুমানিক ১৩৯২ শকাব্দে (১৪৭০ খৃ) জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা তিন ভাই। জ্যেষ্ঠ সনাতন ও কনিষ্ঠ বল্লভ। মহাপ্রভু বল্লভের নাম রাখেন অনুপম। বল্লভের পুত্রই জীবগোস্বামী। বাল্যকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রূপের অতিশয় ভক্তি জন্মে। বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ইনি অশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং সুলতান হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) দবীর খাস বা প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। সুলতান ইহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। সাতাশ বৎসর পর্যন্ত গৃহে অবস্থান করিয়া তৎপরে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক বৃন্দাবনে গমন করেন। রামকেলিতে জ্যেষ্ঠভ্রাতাসহ শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হন। পরে মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে গিয়া অনেক লুপ্ত বনতীর্থের উদ্ধার করেন।

হোসেন শাহের অধীনে কাজ করিবার সময় রূপগোস্বামী উদ্ধবসন্দেশ ও হংসদূত এবং বৃন্দাবনে গিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু উজ্জ্বলনীলমণি বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকদ্বয়, গীতাবলী ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। রূপ-সনাতনের নামে ব্রজভাষায় লেখা কয়েকটি দোহা সম্প্রতি আমাদের গোচরে আসিয়াছে। আনুমানিক ১৪৭৬ শকাব্দে (১৫৫৪ খৃ) ইনি তিরোধান করেন। রূপগোস্বামিরচিত আকর গ্রন্থাবলী অবলম্বনে পরবর্তীকালে অনেক বৈষ্ণব কবি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীসনাতন ইহার গুরু ছিলেন। জয়দেবের পর সংস্কৃত রচনায় রূপের সমকক্ষ কেহ ছিলেন না[৩]।

---

১ বৈ. সা, পৃ ২।১১২

২ চ, পৃ ৩৫১

৩ হি. ব্র. লি. পৃ ৩৮১-৩৮৪, বা. সা. ই, পৃ ৬৮-৬৯

স্বরূপ॥ ইনি নদীয়ানিবাসী পুরুষোত্তমাচার্য। সন্ন্যাস আশ্রমের নাম স্বরূপ-দামোদর। ইনি মহাপ্রভুর গম্ভীরা-লীলার নিত্যসঙ্গী এবং নদীয়া-লীলাতেও সহচর ছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ইনি কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পুরীতে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত-রচনাকালে স্বরূপ-দামোদরের কড়চার সাহায্য লইয়াছিলেন। কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে চৈতন্যচরিতামৃতের প্রথম ৫—১২ শ্লোক স্বরূপ-দামোদরের রচিত বলিয়া দেখা যায়। চন্দ্রোদয় নাটকের একটি শ্লোক স্বরূপ-দামোদরের রচিত বলিয়া কথিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-সিদ্ধান্তে ও সদাচার-পালনে ইনি স্বনামখ্যাত। ইঁহার উপরেই রঘুনাথদাস গোস্বামীর শিক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল[১]।

হরিদাস॥ শ্রীচৈতন্যের প্রিয়পাত্র বিখ্যাত বৈষ্ণব সন্ত। ইঁহার জন্মস্থান শান্তিপুরের অনতিদূরে এক পল্লীতে, অথবা যশোহর জেলার বুঢ়ণ গ্রামে। হরিদাস যবনকুলে জাত। হরিনামে অনুরক্ত বলিয়া সম্ভবতঃ 'হরিদাস' নাম। ইঁহার জন্ম-তারিখ জানা যায় না। ইনি অদ্বৈতাচার্যের সমবয়স্ক ছিলেন। বুঢ়ণে নিজালয় ত্যাগ করিয়া ইনি অরণ্যে এক কুটির নির্মাণ ও তুলসীবৃক্ষ রোপণকরতঃ প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। ব্রাহ্মণদের গৃহে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতেন। ইঁহার ভগবদ্ভক্তিতে ইঁহার প্রতি অনেকেই আকৃষ্ট হন। আবার অনেকে ইঁহার প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যাচার করিতে থাকেন; ওড়িয়া-সাহিত্যেও এই অত্যাচারের ইঙ্গিত[২] আছে। কিন্তু শেষে, সকলকেই হরিদাসের অলৌকিক শক্তির নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়। হরিদাস দীর্ঘকাল ফুলিয়ার গুফায় সাধনভজনে মগ্ন ছিলেন। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ হইলে ইনি নবদ্বীপে আসেন এবং মহাপ্রভু সাদরে ইঁহাকে গ্রহণ করেন। পুরীধামে মহাপ্রভুর বাসস্থানের অনতিদূরে হরিদাসের বাসস্থান ছিল। মহাপ্রভু ভক্তগণসহ প্রায়ই হরিদাসের গৃহে যাইতেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম জপ করিতে করিতে 'সর্ববৈষ্ণবপ্রিয়োত্তম' হরিদাসের দেহাবসান হইলে মহাপ্রভু স্বয়ং মৃতদেহ বহন করিয়া সাগরতীরে সমাধিস্থ করেন[৩]। বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে যবন হরিদাসের পাট আছে।

---

১ বৈ. সা, পৃ ২।৭৪

২ 'হরিদাসকু যে বাদশা চদিলা
হরি ন বোল কলমা ভণ রে'।

৩ চ, পৃ ৪১১

॥ পৌরাণিক ॥

[রসময়দাস বর্তমান গ্রন্থে বিভিন্ন ভক্তিবিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে কয়েকটি পৌরাণিক চরিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থোদ্ধৃত পৌরাণিক চরিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।]

অক্রূর[১] ॥ শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য। যদুবংশীয় রাজা শ্বফল্কের ও কাশীরাজ-দুহিতা গান্দিনীর পুত্র। অক্রূরের স্ত্রী উগ্রসেনী। প্রসেন ও উপদেব ইঁহাদের দুই পুত্র। মহাভারত হরিবংশ ভাগবত বিষ্ণুপুরাণাদিতে অক্রূরের পরিচয় আছে। রাজা কংস কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করিবার ছলে ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করিয়া তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য দূতরূপে অক্রূরকে নন্দালয়ে প্রেরণ করেন। অক্রূর কৃষ্ণকে কংসের অত্যাচারের কথা বলিয়া তাহার প্রতিবিধান প্রার্থনা করিলে কংস কৃষ্ণ-হস্তে নিহত হন। অক্রূর পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। ইনি পাণ্ডবদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের প্রবল বিদ্বেষ-বার্তা কৃষ্ণকে নিবেদন করেন। অক্রূর সত্যভামার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ সত্যভামাকে বিবাহ করায় কৃষ্ণের প্রতি অক্রূরের বিদ্বেষভাব জাগ্রত হয়; ফলে, সত্যভামার পিতা সত্রাজিতের বিরুদ্ধে শতধন্বাকে উত্তেজিত করেন। শতধন্বা সত্রাজিৎকে হত্যা করিয়া তাঁহার স্যমন্তক মণি অক্রূরকে অর্পণ করেন। ইহাতে কৃষ্ণ শতধন্বাকে মিথিলার উপবনে নিহত করেন। শতধন্বার মৃত্যুতে অক্রূর ভীত হইয়া কাশীধামে যাগযজ্ঞে লিপ্ত থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। স্যমন্তক মণি দ্বারকায় না থাকায় সেখানে দুর্ভিক্ষ মহামারী সর্পভয় উপস্থিত হইল। পরে, অক্রূরকে দ্বারকায় আনা হইলে অনর্থপাত দূরীভূত হয়। শতধন্বার হত্যা ও স্যমন্তক মণি অপহরণে যাদবগণ কৃষ্ণকে লিপ্ত মনে করিলে, কৃষ্ণ কৌশলে যাদবসভায় অক্রূরকে আনিয়া প্রকাশ করিলেন, স্যমন্তক মণি অক্রূরের কাছেই আছে এবং শতধন্বার হত্যাব্যাপারে কৃষ্ণ-বলরামের কোনও যোগ নাই। ইহাতে সকলে আশ্বস্ত হন এবং অক্রূরকেই স্যমন্তক মণির অধিকার দেওয়া হয়।

রসময়দাস বর্তমান গ্রন্থে[২] উল্লেখ করিয়াছেন, চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে এক অঙ্গের সাধনে অক্রূর কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন।

অগ্নিপুত্র ॥ কূর্মপুরাণে অগ্নিপুত্র-কাহিনী আছে বলিয়া রসময়দাস বর্তমান গ্রন্থে[৩] উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কূর্মপুরাণে উক্ত কাহিনী নাই। শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন,

---

১ জী. কো, পৃ ৪

২ শ্রী. ভ, পৃ ১৪, ভ. র. সি, ১।২।১২৯

৩ শ্রী. ভ, পৃ ১৯

অগ্নিপুত্রগণ বৈধীভক্তিতে স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত হইয়া বাসুদেবকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন। অগ্নিপুত্রগণ সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র ভক্তিরসামৃতসিন্ধু[1] হইতে জানা যায়।

অর্জুন॥ তৃতীয় পাণ্ডব। ইন্দ্র ও কুন্তীর পুত্র। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া অসাধারণ শৌর্যের পরিচয় দেন। খাণ্ডবদাহন করিয়া ইনি গাণ্ডীব ধনু অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও কপিধ্বজ রথ লাভ করেন। অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণের বনবাসকালে অর্জুন বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে পাশুপত-অস্ত্রলাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অস্ত্রপ্রাপ্তিতে অর্জুন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। বিরাটরাজগৃহে ইনি বৃহন্নলারূপে অবস্থান করেন। বিরাটরাজার গোধনরক্ষা-ব্যাপারে অর্জুনের বীরত্ব অতীব চমকপ্রদ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি অসাধারণ শৌর্য প্রদর্শন করিয়া জয়লাভে সমর্থ হন। অশ্বমেধ যজ্ঞকালে পুত্র বভ্রুবাহনের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ বিস্ময়কর। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর মহাপ্রস্থানের পথে অর্জুন দেহত্যাগ করেন। অর্জুনের শৌর্যের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি ভক্তিও অনন্যসাধারণ। সখারূপে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া অর্জুন জগতে কৃষ্ণভক্তির একটা দিক দেখাইয়াছেন।

বর্তমান গ্রন্থে[2] সাধনভক্তি প্রসঙ্গে অর্জুনের উল্লেখ আছে। ইনি চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে এক অঙ্গের সাধনে অর্থাৎ 'সখ্য'-সাধনে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন।

অম্বরীষ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে রাজা অম্বরীষের উল্লেখ আছে। রামায়ণে দেখা যায়, ইনি অযোধ্যার রাজা ছিলেন। একদা ইনি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে ইন্দ্র ছল করিয়া যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করেন। তখন ইনি মুনির উপদেশে, পশুর পরিবর্তে শুনঃশেফ নামক এক মুনিপুত্রকে বলি দিবার জন্য যজ্ঞস্থলে আনয়ন করেন; কিন্তু বিশ্বামিত্রের কৃপায় বিষ্ণু ও বাসব শুনঃশেফকে রক্ষা করিয়া দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করেন। লিঙ্গপুরাণে জানা যায়, পরম বিষ্ণুভক্ত মহারাজ অম্বরীষের শ্রীমতী নামে এক কন্যাকে নারদ ও পর্বত উভয়েই প্রার্থনা করেন; কিন্তু নারদ ও পর্বতের পরস্পরের হিংসাবশতঃ কেহই কন্যাকে লাভ করিতে পারেন নাই। কন্যা বিষ্ণুর গলায় বরমাল্য প্রদান করেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ইঁহার সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী আছে। মহারাজ অম্বরীষ একাদশীর উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিবেন, এমন সময় দুর্বাসা মুনি অতিথিরূপে আহার্য প্রার্থনা করিয়া, কার্যান্তরে প্রস্থান করেন। এদিকে দ্বাদশী পার হইয়া যায় দেখিয়া, রাজা পুরোহিতের উপদেশে গঙ্গোদক পান করিলে, দুর্বাসা আসিয়া এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ক্রোধে তাঁহার একটা জটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

---

১ অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে। ভর্তারঞ্চ জগদ্যোনিং বাসুদেবমজং বিভুং। ভ. র. সি, ১।২।১৫৮

২ শ্রী. ভ, পৃ ১৪

সেই জটা হইতে এক দৈত্য জন্মিয়া রাজাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্রে তাহাকে নিহত করেন। পরে দুর্বাসাকে শাস্তি দিবার জন্য সুদর্শন মুনির পশ্চাৎ ধাবিত হইল। মুনি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন ও পরিশেষে অম্বরীষের আতিথ্য স্বীকার করিয়া রক্ষা পাইলেন। এই উপাখ্যানটি কিছু পরিবর্তিত আকারে ভাগবতে আছে।

আলোচ্য গ্রন্থে[১] অম্বরীষের উল্লেখ আছে। ইনি ভক্তির বহু অঙ্গ সাধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণলাভ করেন ; ভক্তির সেই অঙ্গগুলির বিস্তৃত আলোচনা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে[২] পাওয়া যায়।

উদ্ধব[৩] ॥ যদুবংশীয় সূরের পুত্র দেবভাগ ; দেবভাগের পুত্র উদ্ধব। ইনি পণ্ডিতগণের অগ্রণী যশস্বী ও শ্রীকৃষ্ণের সখা। ইনি বৃহস্পতির শিষ্য এবং বৃষ্ণিবংশীয়ের মন্ত্রী ছিলেন।

ভারতযুদ্ধের অবসানে বৈকুণ্ঠগমনের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ বলদৃপ্ত যদুবংশ ধ্বংস করার সংকল্প করেন। উদ্ধবও যদুবংশসম্ভূত ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়া বদরিকাশ্রমে বাস ও অলকনন্দা দর্শনপূর্বক সর্বপাপ-মুক্ত হইতে আদেশ করেন। সর্বপাপে মুক্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় এবং উদ্ধবও অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির বর পাইলেন। অনন্তর উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণ-প্রদক্ষিণ করিয়া বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং যোগে তনুত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

এই গ্রন্থে[৪] রসময়দাস বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণবুদ্ধিতে গুরুদেবকে সেবা করিতে হয়। গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণেরই সমান। চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'শ্রীগুরুসেবা' অন্যতম। এই সেবায় শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতি, কারণ শ্রীকৃষ্ণ ও গুরুদেব অভিন্ন। কিন্তু উদ্ধবের গুরুপ্রীতির কথা জীবনীতে পাওয়া যায় না।

কুব্জা[৫] ॥ ইনি কংসের সৈরিন্ধ্রী বা দাসী ছিলেন। ইঁহার অপর নাম ত্রিবক্রা। কৃষ্ণ ও বলরাম যখন মথুরায় কংসবধের জন্য যাইতেছিলেন, তখন পথে হস্তস্থিত অনুলেপন দেখিয়া কৃষ্ণ ইঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা ও অনুলেপন প্রার্থনা করেন। কুব্জা কৃষ্ণের ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া উভয় ভ্রাতাকে অনুলেপন দান করেন। ইহাতে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ১৪

২ ভ. র. সি, ১।২।১৩০

৩ চ, পৃ ২৮, জী. কো, পৃ ৫৯

৪ শ্রী. ভ, পৃ ১২

৫ জী. কো. পৃ ৩০৮, চ, পৃ ৫২

ইহার কুব্জত্ব দূর করায় কুব্জা কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণও তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। রসময়দাস বলিয়াছেন[১] কুব্জার প্রেম কামরূপা রাগ নহে, কামপ্রায়া রতি।

গজেন্দ্র[২] ॥ অগস্ত্যমুনির শাপে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা গজযোনি প্রাপ্ত হন। রাজা পরম বৈষ্ণব ছিলেন। একদা তিনি যখন একাগ্রচিত্তে বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছিলেন, সেই সময় অগস্ত্য মুনি সেখানে উপস্থিত হন; কিন্তু সাধনায় তন্ময়চিত্ত রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য না করিলে মুনির অভিশাপে রাজা গজরূপে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি জাতিস্মর ছিলেন। একদিন চিত্রকূট পর্বতের কোন এক সরোবরে তিনি স্নান করিতে নামিলে এক কুম্ভীর তাঁহাকে আক্রমণ করে। কুম্ভীরের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া গজেন্দ্র বিষ্ণুর স্তব করিলে বিষ্ণু তাঁহাকে উদ্ধার করেন। অতঃপর বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া বর দেন যে তাঁহার ঐহিক কীর্তি চিরস্থায়ী ও অন্তিমে স্বর্গলাভ হইবে। শুদ্ধা ভক্তির অধিকারীদিগের মধ্যে গজেন্দ্র অন্যতম। রসময়দাস 'সাধনভক্তি'-প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ[৩] করিয়াছেন।

চতুঃসন[৪] ॥ যে চারিজনের নামের আদিতে 'সন' শব্দ আছে,—সনক সনৎকুমার সনন্দ ও সনাতন। ব্রহ্মা[৫] প্রথমে অবিদ্যার সৃষ্টি করেন। অবিদ্যা হইতে তামিস্র অন্ধতামিস্র মোহ ও মহামোহ প্রভৃতির উৎপত্তি। ব্রহ্মা এই অসৎ সৃষ্টি হেতু শান্তি না পাইয়া মানসী সৃষ্টি ইচ্ছা করিলেন। সনক সনৎকুমার সনন্দ ও সনাতন ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইহারা নিষ্ক্রিয় ও ঊর্ধ্বরেতাঃ। ব্রহ্মা পুত্রগণকে সৃষ্টি করিতে বলিলে তাঁহারা সংসারে মায়ায় আবদ্ধ হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন ভগবদ্‌ধ্যানে কালাতিপাত করিবেন। বৈকুণ্ঠপতির দর্শনে বাধা দেওয়ায় দ্বাররক্ষক জয় ও বিজয়কে ইহারা অভিশাপ দেন; পরে ইহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া শাপমোচনে ঋষিগণ বলেন, তোমরা বিষ্ণুর শত্রুভাবে বা মিত্ররূপে মুক্তি পাইবে; জয় ও বিজয় বিষ্ণুর শত্রুভাবেই মুক্তি প্রার্থনা করিলে ঋষিগণ তাহাতেই সম্মতি দিলেন। জয় সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ত্রেতায় রাবণ ও দ্বাপরে শিশুপালরূপে এবং বিজয় যথাক্রমে হিরণ্যকশিপু কুম্ভকর্ণ ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুহস্তে নিহত ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত হন। দেবতর্পণের পরে

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ১৫

২ ভা, ৮।২-৪

৩ শ্রী. ভ, পৃ ১০

৪ জী. কো, পৃ ১৮৯৭-১৯০৩

৫ ভা, ৩।১২

সনকাদির[১] তর্পণ বিহিত হইয়াছে। সনকাদি শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধাভক্তির অধিকারী বলিয়া রসময়দাস[২] উল্লেখ করিয়াছেন।

চন্দ্রকান্তি ॥ ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু[৩] হইতে জানা যায়, ইনি পরম বৈষ্ণবী ছিলেন। কৃষ্ণকথা গান ও কৃষ্ণমূর্তি ধ্যান করিতে করিতে ইনি এরূপ তন্ময়ী হইয়াছিলেন যে, কৃষ্ণকেই পতিরূপে কামনা করেন। রসময়দাস ভাবভক্তি'-প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহদর্শনে মুগ্ধ হইয়া সারারাত্রি নামসংকীর্তন করেন[৪]।

তারা ॥ রাধিকার অন্যতমা সখী। 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকায় ইহার নাম 'তারকা'[৫]। শ্রীকৃষ্ণের কান্তিদর্শনে ইনি মোহিত ও বশীভূত হইয়াছিলেন[৬]।

ধ্রুব[৭] ॥ শ্রীমদ্ভাগবত বিষ্ণুপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণে ধ্রুবের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। ধ্রুব মহারাজ উত্তানপাদের দ্বিতীয়া পত্নী সুনীতির পুত্র। বিমাতা সুরুচির চক্রান্তে ধ্রুব মাতার সহিত বনবাসে প্রেরিত হন। বনবাসকালে সপ্তর্ষির উপদেশে ধ্রুব বিষ্ণুর আরাধনা করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু সপ্তর্ষিগণের উর্ধ্বে ধ্রুবের স্থান করিয়া দিলেন; ইহা ধ্রুবলোক নামে প্রসিদ্ধ। অতঃপর ধ্রুব রাজা হইয়া শিশুমার-তনয়া ভ্রমিকে বিবাহ করেন। ইলা নামে ইহার অপর এক পত্নী ছিল। ভ্রমির পুত্র কল্প ও বৎসর এবং ইলার পুত্র উৎকল। ধ্রুবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ায় যক্ষহস্তে নিহত হইলে ধ্রুবের সহিত যক্ষের যুদ্ধ হয় এবং পিতামহ মনুর কথায় ধ্রুব যুদ্ধ হইতে বিরত হন। ইহাতে প্রীত হইয়া যক্ষরাজ বর দিতে চাহিলে ধ্রুব বিষ্ণুপদে অচলা ভক্তি প্রার্থনা করেন। কুবের সেই বরই দিলেন। ধ্রুব শ্রীকৃষ্ণের 'শুদ্ধভক্তির' অধিকারী হইয়াছিলেন[৮]।

---

১ ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ইত্যাদি

২ শ্রী. ভ, পৃ ১০

৩ পৃ ২১৫

৪ শ্রী. ভ, পৃ ২৪

৫ ভ. র. সি, পৃ ৩

৬ শ্রী. ভ, পৃ ২

৭ পৌ. কো, পৃ ৬৩৭; চ, পৃ ২১২

৮ শ্রী. ভ, পৃ ১০

নন্দের কুমার[1] ॥ নন্দ শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা। কংসের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য বসুদেব শিশুকে নন্দপত্নী যশোদার ক্রোড়ে স্থাপন করেন। পূর্বজন্মে বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ নন্দনামে এবং দ্রোণপত্নী ধরা যশোদারূপে ব্রজে অবতীর্ণ হন। ব্রজলীলা মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা,—শ্রীকৃষ্ণজীবনের এই তিনটি ভাগ। পুতনাবধ কালিয়দমনাদিতে ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রজলীলায় শ্রীদাম ও সুবল শ্রীকৃষ্ণের পরম সখা ছিলেন। এই লীলায় রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রণয়িনীরূপে দেখা যায়। মথুরালীলায় শ্রীকৃষ্ণের কংসনিধন উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক ও পঞ্চ দৈত্যসংহার বর্ণিত হইয়াছে। রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ প্রদ্যুম্নের জন্ম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের যোগদান নরকাসুর হত্যা শিশুপাল-বধ যুদ্ধবিমুখ অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ যদুবংশ-ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ ইত্যাদি দ্বারকালীলার বিষয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে, রস ও মাধুর্যে ইনি বৃন্দাবনে পূর্ণতম মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী-রচয়িতা স্বীয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণকে 'নন্দের কুমার' বলিয়াছেন[2]।

নারদ[3] ॥ নারদ সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী আছে। ইনি পূর্বজন্মে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের এক দাসীর পুত্র। বাল্যকালে ব্রাহ্মণদের সেবায় নিরত থাকার সময়ে হরিগুণগানে চিত্ত আকৃষ্ট হইলে নারদ আশ্রম ত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন এবং একাগ্রচিত্তে শ্রীহরির ধ্যানে তাঁহার দর্শন পাইলেন, কিন্তু অল্পকালেই তিনি চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইলেন। নারদ বিশেষ ব্যাকুল হইলে দৈববাণী হইল,—সাধুসেবায় মন স্থির হইলে অচিরেই হরির নিত্যসহচর হইতে পারিবে। পরে নারদের পাঞ্চভৌতিক দেহের অবসান হইলে ক্ষীরোদশায়ী হরি নিঃশ্বাসযোগে নারদকে গ্রহণ করিলেন। যোগনিদ্রায় যুগসহস্র অতীত হইলে হরি পুনর্বার সৃষ্টি ইচ্ছা করিলেন এবং বিষ্ণুর মানস হইতে মরীচি অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত নারদের জন্ম হইল। হরিবংশ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে নারদের জন্মকাহিনী অন্যরূপ। প্রাচীন ও অর্বাচীন বিভিন্ন বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যে ঢেঁকীবাহন ও কলহপ্রিয় নারদের কৌতুককর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

রসময়দাস[4] 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী'গ্রন্থে 'সামান্যভক্তি'-প্রসঙ্গে নারদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে নারদ নানা উপদেশ দিয়াছেন।

পরীক্ষিৎ[5] ॥ অর্জুনের পৌত্র এবং অভিমন্যু ও উত্তরার পুত্র। কুল পরিক্ষীণ হইলে

---

১ জী. কো, পৃ ৬৪৫, চ, পৃ ১১৭

২ শ্রী. ভ, পৃ ২

৩ জী. কো, পৃ ৬৬৬-৭৯

৪ শ্রী. ভ, পৃ ৮

৫ মহা, ১।৯৫।৮৪, ভা, ১।১২।৩০, চ, পৃ ১২৪

ইহার জন্ম হওয়ায় ইনি পরীক্ষিৎ নামে অভিহিত। অশ্বত্থামার শরপ্রভাবে উত্তরার গর্ভ হইতে ছয় মাসের পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে বাসুদেব শস্ত্রাগ্নিদগ্ধ বালককে স্বীয় তেজে সঞ্জীবিত করেন। যুধিষ্ঠির পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরে সিংহাসনে বসাইয়া মহাপ্রস্থান করিলে পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণদের উপদেশানুসারে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। স্ত্রী মাদ্রবতী হইতে পরীক্ষিৎ জনমেজয় নামে এক পুত্র লাভ করেন। একদা মৃগয়ায় গিয়া তপস্যায় সমাহিত শমীক মুনির গলে মৃত সর্প জড়াইয়া দিলে মুনির কোপনস্বভাব পুত্র শৃঙ্গী পরীক্ষিৎকে অভিশাপ দেন, সপ্তাহের মধ্যে তক্ষকদংশনে তাঁহার মৃত্যু হইবে। তক্ষক ব্রাহ্মণবাক্য রক্ষা করিবার জন্য বিষবৈদ্য ব্রহ্মর্ষি কশ্যপকে ধনদানে নিবৃত্ত করিয়া রাজাকে দংশন করেন। ইহাতে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়। রাজা ব্রহ্মশাপ অবগত হইয়া গঙ্গাতীরে সপ্তাহ প্রায়োপবেশন করেন এবং ঐ সময়ে শুকদেব তাঁহাকে সমগ্র ভাগবতকথা শুনাইয়াছিলেন। ভক্ত্যঙ্গের একটিতে অর্থাৎ 'ভাগবত শ্রবণে'[১] পরীক্ষিৎ কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন[২]।

পালি॥ রাধিকার একতমা সখী। শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন, 'পালি' কোথাও কোথাও 'পালী' এই বানান দেখা যায়। 'পালীতি' দীর্ঘান্তোঽপি ক্বচিদ্ দৃশ্যতে'[৩]। রসময়দাস বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের রূপে পালি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বশীভূত হন[৪]।

পৃথু[৫]॥ ত্রেতা যুগে সূর্যবংশীয় রাজা। অপুত্রক বেণ রাজার বাহুদ্বয়-মন্থনে এক পুত্র ও এক কন্যার উৎপত্তি হয়। পুত্রের উৎপত্তিতে ব্রাহ্মণগণ বলিলেন ইনি আদিরাজ হইয়া যশোবিস্তার করুন; এইহেতু ইহার নাম পৃথু। কন্যা একত্র উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া ইহার পত্নী হইবেন। কন্যার নাম অর্চি। পৃথুর রাজত্বকালে প্রজাদের খাদ্যাভাব হইলে রাজা বসুন্ধরার সহিত পরামর্শ করিয়া অভাব দূর করেন। পৃথু একোনশত অশ্বমেধ সম্পূর্ণ করিয়া শততম যজ্ঞ আরম্ভ করিলে ইন্দ্র রাজ্যচ্যুতি-ভয়ে অশ্ব অপহরণ করেন। রাজা ইহা জানিতে পারিয়া ইন্দ্রকে ধরিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিলে ইন্দ্র নানারূপ-পরিগ্রহ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শেষে তিনি ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া অশ্ব আনয়ন করিলেন। এই যজ্ঞে ইন্দ্রকে ভস্মীভূত করা স্থির হইলে ব্রহ্মা যজ্ঞস্থলে আসিয়া উভয়ের মধ্যে সখ্য স্থাপন করিলেন।

---

১ ভ. র. সি, ১।২।১২৯

২ শ্রী. ভ, পৃ ১৪

৩ ভ. র. সি, পৃ ৩

৪ শ্রী. ভ, পৃ ২

৫ ভা, ৪।১৫।২০, জী. কো, পৃ ৭৭১-৭৪

যজ্ঞান্তে পৃথু সনৎকুমারের নিকট জ্ঞানোপদেশ লাভ করিয়া পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া সস্ত্রীক কঠোর তপশ্চর্যার পরে যোগবলে উভয়ে দেহত্যাগ করেন।

'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী'গ্রন্থে ভক্ত্যঙ্গসাধনের প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ আছে। ইনি চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে এক অঙ্গের সাধনে অর্থাৎ 'অর্চনায়' শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন[১]।

প্রহ্লাদ[২] ॥ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ইহার বিষ্ণুভক্তি সুবিদিত। পুত্রের বিষ্ণুভক্তিতে বিষ্ণুদ্বেষী দৈত্যপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নানা উপায়েও তাহার বিনাশের চেষ্টা করিয়া অসমর্থ হন। পরিশেষে বিষ্ণু নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন। পিতার মৃত্যুর পর প্রহ্লাদ রাজা হইলেন। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ও বিরোচনের পুত্র পরম ধার্মিক বলি। বলিকে রাজ্যভার দিয়া প্রহ্লাদ বদরিকাশ্রমে বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া দেহান্তে বিষ্ণুর পাদপদ্মে স্থানলাভ করেন। প্রহ্লাদ একাঙ্গ সাধনে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। রসময়দাস এই কথা স্বগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন[৩]।

বাসুদেব[৪] ॥ একদা বসুদেব ও দেবকী ব্রতসংকল্প করিয়া পুরুষোত্তম বিষ্ণুর পূজা করিলে সেই ব্রতের ফলে তাঁহারা নারায়ণকে পুত্ররূপে লাভ করেন। বসুদেবের পুত্র বলিয়া ভগবানের আর এক নাম বাসুদেব। অগ্নিপুত্রগণ 'বৈধী ভক্তিতে' বাসুদেবকে লাভ করিয়াছিলেন[৫]।

ব্যাস[৬] ॥ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ইনি পরাশরের পুত্র। বেদবিভাগহেতু ইনি বেদব্যাস নামে প্রথিত। ব্যাসদেবের পূর্বে সমস্ত পদ্যগদ্যগীতিময় বৈদিক মন্ত্র বিমিশ্র ছিল; এই অবস্থায় ত্রিবিধ মন্ত্র 'ত্রয়ী' নামে অভিহিত হইত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই 'ত্রয়ী' ঋক্ যজু ও সামবেদ নামে বিভক্ত করেন। এইহেতু তিনি 'বেদব্যাস'। অথর্ব বেদ অর্বাচীন। বেদব্যাস সুবৃহৎ মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেন। আধুনিক গবেষণায় একাধিক 'ব্যাস'-উপাধিধারীর অস্তিত্ব অনুমিত হইতেছে[৭]। 'সাধনভক্তি'-প্রসঙ্গে রসময়দাস ব্যাসদেবের উল্লেখ করিয়াছেন। নারদ একদা ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণকথা-শ্রবণেই কৃষ্ণের প্রতি রতি বা ভাবের উৎপত্তি হয়[৮]।

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ১৪
২ জী. কো, পৃ ৮২৪-২৯, চ, পৃ ১৩১
৩ শ্রী. ভ, পৃ ১৪
৪ জী. কো, পৃ ৯৪৪, চ, পৃ ১৩৩
৫ শ্রী. ভ, পৃ ১৯
৬ চ, পৃ ৫৮-৬১
৭ জী. কো, পৃ ১০৯০-৯৪
৮ শ্রী. ভ, পৃ ২৪

ভীষ্ম[১] ॥ বশিষ্ঠশাপে অষ্টবসু মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বসুগণ গঙ্গার নিকট তাঁহাদের উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহারা গঙ্গাপুত্ররূপেই শাপমুক্ত হইবেন। শান্তনুর পত্নীরূপে গঙ্গা পুত্রগণকে জন্মমাত্রে জলে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু গঙ্গার অষ্টম পুত্র জন্মিলে শান্তনু গঙ্গাকে বাধা দেন এবং গঙ্গা শান্তনুকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া অন্তর্হিত হন। কর্মদোষে দ্যু নামক বসুর দীর্ঘকাল মনুষ্যলোকে বাস করার কথা ছিল। সেই দ্যু বসুই ভীষ্মনামে খ্যাত। এতদ্ভিন্ন ভীষ্মের বৃত্তান্ত সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। ভারতযুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির ইঁহার নিকটে ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের বিষয়ে অনেক উপদেশ লাভ করেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে এই উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইনি 'প্রেমভক্তিতে' ভগবানের কৃপা লাভ করেন[২]।

যুধিষ্ঠির[৩] ॥ পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। দুর্বাসার বরে ধর্মের সহযোগে কুন্তী ইঁহাকে লাভ করেন। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ ও পরম ধার্মিক বলিয়া পরিচিত। এইহেতু 'যুধিষ্ঠির' নামটি ধার্মিক অর্থে প্রচলিত হইয়াছে। ভারতযুদ্ধে সর্ব বিষয়ে ইঁহার ধর্মপরায়ণতার পরিচয় আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে[৪] যুধিষ্ঠিরের কথা উক্ত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের নামে একটি অব্দও প্রচলিত আছে। ইহা সাধারণতঃ ভারতযুদ্ধাব্দ বা যৌধিষ্ঠির সংবৎ নামে পরিচিত। 'সুদুর্লভা ভক্তি'র প্রসঙ্গে রসময়দাস[৫] যুধিষ্ঠিরের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, অর্জুন ব্যতীত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করিয়াও দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণভক্তিলাভে সমর্থ হন নাই।

রাধিকা[৬] ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে রাধিকার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ দেবী-ভাগবত পদ্মপুরাণাদিতে রাধিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে, রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। রসময়দাস মঙ্গলাচরণে রাধিকার নাম করিয়াছেন[৭]।

লক্ষ্মী[৮] ॥ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লক্ষ্মীর জন্মবিবরণ জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণের বাম ভাগ হইতে লক্ষ্মীর ও দক্ষিণাংশ হইতে রাধার উৎপত্তি। শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের অভিলাষ পূরণার্থ

---

১ জী. কো, পৃ ১২৪৮-৫৫, চ, পৃ ১৪৩-৪৪
২ শ্রী. ভ, পৃ ২৬
৩ জী. কো, পৃ ১৪৫০
৪ ১।৮, ১।১৪-১৫, ১০।৭৪
৫ শ্রী. ভ, পৃ ৮
৬ জী. কো, পৃ ১৪৯১
৭ শ্রী. ভ, পৃ ২
৮ জী. কো, পৃ ১৫৬৯-৭২, চ, পৃ ১১৪

অগ্রাংশ চতুর্ভুজা লক্ষ্মীকে এবং দক্ষিণাংশ দ্বিভুজা রাধিকাকে প্রদান করেন। রাধিকাকান্ত গোলোকে ও লক্ষ্মীকান্ত বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিলেন। লক্ষ্মী স্বর্গে সম্পৎ, পাতালে ও মর্ত্যে রাজায় রাজলক্ষ্মী, গৃহীর গৃহলক্ষ্মী, লোপের প্রভৃতি সুবৃত্তি, কীর্তোদে কন্যা, এই নানারূপে বিরাজমানা। দুর্বাসার শাপে ইন্দ্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইলে বিষ্ণুর নির্দেশে সুরাসুরগণ সমুদ্রমন্থন করিয়া পুনর্বার লক্ষ্মীলাভ করিয়াছিলেন। 'সাধনভক্তি'-প্রসঙ্গে রসময়দাস লক্ষ্মীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের এক অঙ্গ, নারায়ণের 'শ্রীচরণসেবনে' নারায়ণকে পাইয়াছিলেন[১]।

ললিতা॥ শ্রীমতী রাধিকার অষ্টসখীর অন্যতমা। পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে[২] রাসলীলা প্রসঙ্গে ললিতার উল্লেখ আছে। নারদ গোকুলে গিয়া ললিতাদি সখীর সহিত শ্রীরাধিকা দর্শন করেন। রসময়দাস 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী'গ্রন্থের বন্দনাংশে ললিতার উল্লেখ করিয়াছেন[৩]।

শুকদেব॥ ইনি বেদব্যাসের পুত্র। একদিন অপ্সরা ঘৃতাচী বেদব্যাসের নিকট গমন করিলে ঋষি চিত্তচাঞ্চল্য দমন করিতে অসমর্থ হন। তখন ব্রহ্মশাপভয়ে ঘৃতাচী শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করেন। যজ্ঞকাষ্ঠে চ্যুত ঋষিতেজে অগ্নিতুল্য এক পুত্র জন্মলাভ করে। ঘৃতাচী শুকপাখীর রূপ ধারণ করেন বলিয়া ব্যাসদেব পুত্রের নাম রাখিলেন শুকদেব। ব্রহ্মচর্যপরায়ণ শুকদেব পিতার নিকটে ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন। পরে ব্যাসদেব মোক্ষধর্মে সন্দেহনিরসনার্থ পুত্রকে জনকের নিকট যাইতে আদেশ করেন। শুকদেব জনকের নিকট ধর্মবিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আসেন। অনন্তর তিনি পীবরী নামে এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন[৪]। এই কন্যাতে শুকদেবের কয়েকটি পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কিছুদিন গার্হস্থ্যাশ্রম পালন করিয়া শুকদেব কৈলাসশিখরে গিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হন। রাজা পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ হইলে তদীয় সভায় গমনপূর্বক তাঁহাকে ভাগবত শ্রবণ করাইলে রাজা শাপমুক্ত হইয়া অন্তে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। যথাকালে শুকদেব নিজ আত্মাকে পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করেন[৫]। শুকদেব পরম বৈষ্ণব,—ইহা উল্লেখপূর্বক রসময়দাস বলিয়াছেন, শুকদেব এক অঙ্গের সাধনে কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন[৬]।

---

১ শ্রী. ভ, পৃ ১৪, ভ. র. সি, ১।২।১২৯

২ চত্বারিংশ অধ্যায়

৩ শ্রী. ভ, পৃ ২

৪ জী. কো, পৃ ১৭১৯

৫ জী. কো, পৃ ১৭১৮-২১, চ, পৃ ১৭০

৬ শ্রী. ভ, পৃ ১৪, ভ. র. সি, ১।২।১২৯

শৌনক[১]। ইনি বৈদিক আচার্য ও তপঃসিদ্ধ ঋষি। নৈমিষারণ্যে ইনি দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বহু গ্রন্থ ইঁহার নামে প্রচলিত। অনুবাকানুক্রমণি আয়ুষ্যহোম-পদ্ধতি শৌনককারিকা ইত্যাদি ইঁহার রচিত বলিয়া বিদিত। ইনি শুদ্ধাভক্তি-লাভে সমর্থগণের অন্যতম[২]।

শ্যামা। ইনি রাধিকার প্রিয়সখী। শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তিতে ইনি তাঁহার বশীভূত হন[৩]।

সুবল[৪]। ইঁহার পরিচয় নানাবিধ। ইনি শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম বয়স্য। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে, ইনি গোলোকে রাধিকার দ্বাররক্ষক। শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যরূপেই ইনি অধিকতর পরিচিত। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুবলের প্রেমকে সম্বন্ধরূপ রাগ বলা হইয়াছে[৫]।

হনুমান। পুঞ্জিকস্থলা নামে এক অপ্সরা কপিশ্রেষ্ঠ কেশরীর ভার্যা অঞ্জনারূপে প্রসিদ্ধ হন। ঋষির শাপে এই অপ্সরা কামরূপা বানরী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সুমেরু পর্বতে কেশরী ও অঞ্জনা যখন মনুষ্যবেশে ক্রীড়া করিতেছিলেন তখন পবনদেব অঞ্জনার রূপে কামমোহিত হইলেন ও অঞ্জনাকে আলিঙ্গন করিয়া বর দিলেন, অঞ্জনা তাঁহার মতো বীর্যবান্ এক পুত্রের জননী হইবেন। হনুমানের অন্যান্য বৃত্তান্ত সুবিদিত। সীতার উদ্ধার ও রাবণবধে হনুমানই রামের প্রধান সহায়। হনুমানের তুল্য রামভক্ত বিরল। হনুমান রামকে অভীষ্টদেব ও সীতাকে জননীর তুল্য জ্ঞান করিতেন[৬]। রসময়দাস বলিয়াছেন, হনুমান পঞ্চরতির অন্যতম দাস্য ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন[৭]।

---

১ পৌ. কো, পৃ ১৭৫০-৫১, চ, পৃ ১৭১
২ শ্রী. ভ, পৃ ১০
৩ শ্রী. ভ, পৃ ২
৪ পৌ. কো, পৃ ২০৩১
৫ শ্রী. ভ, পৃ ১৩
৬ পৌ. কো, পৃ ২১৩৬-৫৩, চ, পৃ ১৭৬
৭ শ্রী. ভ, পৃ ১৪

॥ আকরগ্রন্থাবলী ॥

[রসময়দাসের বর্তমান গ্রন্থে গীতা ভাগবত পদ্মপুরাণ স্মৃতিশাস্ত্র পঞ্চরাত্র তন্ত্র কূর্মপুরাণ নৃসিংহপুরাণ দুর্গমসঙ্গমনী-টীকা উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এই কয়েকখানি আকরগ্রন্থের উল্লেখ আছে। গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।]

উজ্জ্বলনীলমণি[১] । শ্রীরূপ গোস্বামীর রচিত। ইহা শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল বা মধুর রসের বিজ্ঞানশাস্ত্র। গ্রন্থখানি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তরাংশ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। গোপীদিগের মধুরভাব ইহার উপজীব্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রবল আকর্ষণপ্রসঙ্গ এই গ্রন্থে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শান্তাদি রস সংক্ষেপে উক্ত হওয়ায় গ্রন্থকার 'উজ্জ্বলনীলমণি' রচনা করিয়া মধুরাদি ভক্তিরস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলা বর্ণনচ্ছলে শৃঙ্গাররস-নির্ণয় বিপ্রলম্ভ পূর্বরাগ লালসা উদ্বেগাদি প্রেমবৈচিত্ত্য-মান-সম্ভোগ-রাগ অধিরূঢ় মাদন-মোহন মোদনাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী এই গ্রন্থের 'লোচনরোচনী' এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'আনন্দচন্দ্রিকা' নামে সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থটি ষোড়শ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে নায়কভেদ দ্বিতীয়ে নায়কসহায় তৃতীয়ে হরিপ্রিয়া চতুর্থে বৃন্দাবনেশ্বরী পঞ্চমে নায়িকাভেদ ষষ্ঠে যূথেশ্বরীভেদ সপ্তমে দূতীভেদ অষ্টমে সখীপ্রকরণ নবমে হরিবল্লভ দশমে উদ্দীপনবিভাব একাদশে অনুভাব দ্বাদশে সাত্ত্বিকভাব ত্রয়োদশে ব্যভিচারিভাব চতুর্দশে স্থায়িভাব পঞ্চদশে বিপ্রলম্ভ এবং ষোড়শে সম্ভোগপ্রকরণ লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ গ্রন্থখানি গৌড়ীয়বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রের বেদ বলা যাইতে পারে। উজ্জ্বলনীলমণির চতুর্বিধ রাগবিষয়ে রসময়দাস বর্তমান গ্রন্থে[২] বিস্তৃততর আলোচনা করিয়াছেন।

কূর্মপুরাণ ॥ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-রচিত। পুরাণখানি চারিটি সংহিতায় বিভক্ত,—ব্রাহ্মী ভাগবতী সৌরী ও বৈষ্ণবী। ইহাতে বিষ্ণুর কূর্মাবতারের বর্ণনার সহিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অবতারবর্ণন সূর্যচন্দ্র-রাজবংশানুকীর্তন মন্বন্তরবর্ণন শৈব-আখ্যানাদি বিবৃত হইয়াছে। দানধর্ম তীর্থমাহাত্ম্য নিত্যকর্ম অশৌচবিচারাদি এবং ঈশ্বরগীতা শিবদুর্গামাহাত্ম্য-কীর্তন দেবীর সহস্রনাম ইত্যাদিও ইহার বিষয়সূচীর অন্তর্গত[৩]। কূর্মপুরাণের অন্তর্ভূত 'অগ্নিপুত্র'-কাহিনী বর্তমান গ্রন্থে[৪] উদ্ধৃত হইয়াছে।

গীতা ॥ গীতা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৪০০ অথবা ৫০০ শতকে সঙ্কলিত। ইহা মুখ্যদর্শনরূপে পরিগণিত না হইলেও দর্শনকল্প। গীতায় দার্শনিক ভিত্তিতে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়

---

১ বৈ. সা, পৃ ১৯৪

২ শ্রী. ভ, পৃ ১৭

৩ হি. ইন্‌. লি, পৃ ৫৭৩, সং. সা. ই, পৃ ১২৩

৪ শ্রী. ভ, পৃ ১২

হইয়াছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে কৃষ্ণার্জুন-সংবাদে যে বিস্তৃত উপদেশাবলী বিধৃত হইয়াছে গীতার আঠারোটি অধ্যায়ে তাহারই সারসঙ্কলন। ইহার অধ্যায়বিভাগ এইরূপ,

অর্জুনবিষাদযোগ সাংখ্যযোগ কর্মযোগ জ্ঞানযোগ কর্মসন্ন্যাসযোগ অভ্যাসযোগ জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ অক্ষরব্রহ্মযোগ রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ বিভূতিযোগ বিশ্বরূপদর্শনযোগ ভক্তিযোগ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ গুণত্রয়বিভাগযোগ পুরুষোত্তমযোগ দৈবাসুরসম্পদ্-বিভাগযোগ শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ ও মোক্ষযোগ।

শুদ্ধাচারী ও ভক্তিমান্ হিন্দু চতুর্থ বেদের মতো গীতাকে অপৌরুষেয় বলিয়া বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেন। আধুনিক গবেষণায়[১] ইহা অষ্টাদশ পুরাণের স্রষ্টা বেদব্যাস কর্তৃক রচিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। গীতায় উক্ত 'চতুর্বিধ অধিকারী' ও কৃষ্ণভক্তি-কামনায় 'সর্বধর্ম-পরিত্যাগ'-প্রসঙ্গ রসময়দাস[২] উল্লেখ করিয়াছেন।

তন্ত্র ॥ ভারতবর্ষে তন্ত্রশাস্ত্র শ্রুতির সঙ্গে সঙ্গেই প্রচলিত। যোগদর্শনে ও বেদান্তদর্শনে বেদ ও তন্ত্রের সঙ্গম লক্ষ্য করিবার বিষয়। পাতঞ্জল সাংখ্য পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা—এই চারিটি দর্শনের অনেক সিদ্ধান্তের মূলে তন্ত্রশাস্ত্রের কিছু কিছু দান রহিয়াছে। উপাস্যের সঙ্গে দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপন করা তান্ত্রিক সমাজে অবিদিত নহে। বৈষ্ণবের ভক্তিমার্গে মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণসেবায় ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে। তন্ত্রে মাতৃভাবের উপাসনাই বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে। পুরুষ ও নারী যথাক্রমে হর ও গৌরীরূপে তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তান্ত্রিক সাধক তন্ত্রকে বেদের ন্যায় অপৌরুষেয় মনে করেন। স্বয়ং সদাশিব ও মহামায়া হইতে তন্ত্রের প্রকাশ। তান্ত্রিক দেবদেবীর সহিত বৌদ্ধ দেবদেবীর সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধগণ অপেক্ষাকৃত অবিশুদ্ধ অর্বাচীন সংস্কৃত ভাষাতেই তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আধুনিক গবেষণায়[৩] অনুমিত হয়, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী ভারতবর্ষে তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তিকাল।

একশত বিরানব্বইখানি প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের নাম[৪] জানা যায়। ভারতবর্ষে তিন রকম তন্ত্র[৪] প্রচলিত আছে,—বিষ্ণুক্রান্তা রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা বা গজক্রান্তা। শক্তিমঙ্গলতন্ত্রে আছে, বিন্ধ্যাচল হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিষ্ণুক্রান্তা, বিন্ধ্য হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত অশ্বক্রান্তা এবং বিন্ধ্য হইতে চীনদেশ পর্যন্ত রথক্রান্তা তন্ত্রমত প্রচলিত। কাশ্মীরের অভিনবগুপ্তের তন্ত্রালোক

---

১ হি. ইন্. লি, পৃ ৪২৫-৩৯

২ শ্রী. ভ, পৃ ১০-১১

৩ হি. ইন্. লি, পৃ ৫৮৬-৬০৬, সং. সা. ই, পৃ ২৫১-৫৮

৪ ত. প, পৃ ১০

তন্ত্রসার ইত্যাদি বিখ্যাত গ্রন্থ। 'যোগচিন্তামণি' নামে একখানি বিশিষ্ট তন্ত্রগ্রন্থ সম্প্রতি আবিষ্কৃত[১] ও প্রকাশিত[২] হইয়াছে। বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা পুঁথিবিভাগে 'তন্ত্রের তালিকা' নামে একখানি পুঁথি[৩] আছে। ইহাতে কয়েকটি অজ্ঞাতপূর্ব তন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। বৈধীভক্তির বিকাশ ও ভাবভক্তির স্বরূপবর্ণনায় রসময়দাস[৪] তন্ত্রের প্রমাণ মানিয়াছেন।

দুর্গমসঙ্গমনী॥ শ্রীজীব গোস্বামিকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের টীকা। দুর্গম 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' যে সেতুর সাহায্যে পাওয়া যায়, তাহাই দুর্গমসঙ্গমনী। উপসংহারেও শ্রীজীব এই টীকাকে 'নৌকাস্বরূপ' বলিয়াছেন। বাস্তবিকই 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের দুরূহ বিষয়সমূহ শ্রীজীব গোস্বামী এই টীকায় পরিস্ফুট করিয়াছেন[৫]।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের অপর দুইখানি টীকা আছে; মুকুন্দদাস গোস্বামীর 'অর্থরত্নাল্পদীপিকা' ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ভক্তিসার-প্রদর্শনী'।

শ্রীজীব গোস্বামী দুর্গমসঙ্গমনীর অনুসরণে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'ভক্তিসার-প্রদর্শনী' টীকা রচনা করিয়াছেন, তবে স্থলবিশেষে ইঁহার টীকাটি অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়াছে। টীকার মধ্যে দার্শনিক পরিভাষা না থাকায় অর্থোপলব্ধি সহজ হইয়াছে। মুকুন্দদাস গোস্বামীর 'অর্থরত্নাল্পদীপিকা' অতি সরল। শ্রীজীব গোস্বামী দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় অক্ষরকার্পণ্য করিয়াছেন সংক্ষেপ করিবার জন্য; এইহেতু সকল স্থানে অর্থ সুস্পষ্ট হয় নাই; কিন্তু মুকুন্দদাস সংক্ষেপে বলিলেও, সারকথাগুলি স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর' স্থলবিশেষ শ্রীজীবের টীকার সাহায্যে বুঝিতে না পারিলে মুকুন্দদাসের টীকার সাহায্যে সহজেই তাহা বোধগম্য হয়।

নৃসিংহপুরাণ॥ ইহা উপপুরাণ। মৎস্যপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। ১৮০০০ শ্লোকে ইহার কলেবর। ইহাতে নরসিংহের বিষয় বর্ণিত আছে। অধিকাংশ পুরাণে বর্ণিত বিষয়ই ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। মঙ্গলাচরণ ভরদ্বাজপ্রশ্ন ও প্রধান তত্ত্বাদির আলোচনা হইতে রাজগণের বংশবিবরণ মন্বন্তরকথন বিষ্ণুর অবতারবর্ণন নরসিংহাবতার প্রহ্লাদচরিত্র বিষ্ণুর অর্চনাবিধি পুণ্যময় ভৌমিক-তীর্থকথন ইত্যাদি বিষয়পর্যন্ত বিশেষভাবে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

---

১ বি. ভা. প, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫৪, পৃ ১১৯ ২৮

২ গৌ. বি, পরিশিষ্ট, পৃ ২০৮-৩৫

৩ সংখ্যা ৩২১

৪ শ্রী. ভ, পৃ ৯, ২৩

৫ বৈ. সা, পৃ ২।১০৭

পঞ্চরাত্র। পঞ্চরাত্রশাস্ত্র, ভাগবত ভক্তিমার্গ ও সাত্বতদর্শন নামে অভিহিত হইলেও এই বিষয়ে আধুনিক গবেষণায় মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মপুরাণে[১] পঞ্চরাত্র শব্দের অর্থ আছে ;—যে শাস্ত্রে সাত্ত্বিক নৈর্গুণ্য সর্বতৎপর রাজসিক এবং তামসিক, এই পাঁচ প্রকার রাত্র বা জ্ঞানের বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহাই পঞ্চরাত্র[২]। ঈশ্বরসংহিতায়[৩] জানা যায় যে, উপগায়ন কৌশিক ভারদ্বাজ মৌঞ্জায়ন ও শাণ্ডিল্য এই পাঁচ ঋষি অনেকদিন ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বাসুদেব এক দিবারাত্রে প্রত্যেক ঋষিকে মুক্তির পথপ্রদর্শনে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই পঞ্চরাত্র[৪] শাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। 'নারদপঞ্চরাত্র' নামে একখানি তন্ত্রগ্রন্থও আছে। ঈশ্বরসংহিতা কপিঞ্জলসংহিতা ইত্যাদি মুদ্রিত পঞ্চরাত্রগ্রন্থ এবং নারদীয়সংহিতা পরমসংহিতা ইত্যাদি হস্তলিখিত পুঁথি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যাইতেছে। বরোদার ওরিয়েন্টাল ইন্‌স্টিটুট হইতে প্রকাশিত জয়াখ্যসংহিতার মুখবন্ধে নানা পঞ্চরাত্র গ্রন্থের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রেডার প্রায় ২৫৭ সংখ্যক পঞ্চরাত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের অবৈদিকত্ব সপ্রমাণ করিলেও রামানুজ তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্যের বহু পূর্বেও বৌধায়ন গুহদেব দ্রমিড়াচার্য প্রভৃতিও পাঞ্চরাত্র মত বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-সম্মত বলিয়াছেন ; সুতরাং শঙ্করাচার্যের পূর্বেও 'পাঞ্চরাত্র' নামে বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত ছিল। মহাভারতেও পঞ্চরাত্রাগম ও সাত্বত বিধানের উল্লেখ আছে। আনন্দগিরি শঙ্করদিগ্‌বিজয় গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রকরণে লিখিয়াছেন যে, তৎকালে ছয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন[৫] ;—'ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিণঃ। বৈখানসাঃ কর্মহীনাঃ ষড়্‌বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ' ॥

একমাত্র ঈশ্বরের তত্ত্বনিরূপণ এবং মোক্ষের উপায়প্রদর্শনই আস্তিক্য শাস্ত্রের তাৎপর্য। সমুদ্র হইতে সূর্যাতপে উত্থিত বাষ্পরাশিজাত মেঘ যেমন বৃষ্টিরূপে পুনর্বার সেই সমুদ্রে পতিত হইয়া স্থিরতা ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ নারায়ণ হইতে জ্ঞানরাশি প্রকটিত হইয়া তাহা নারায়ণের তত্ত্বনিরূপণেই অবসিত হয়। ইহাই সাত্বতশাস্ত্রের মর্মকথা। ভক্তিমার্গের সাধকগণ সিদ্ধযোগীদের মতো তাঁহাদের উপাস্য হরির সহিত এক হইয়া যান।

---

১ জন্মখণ্ড, ১৩২তম অধ্যায়

২ ম, পৃ ৫৩২

৩ ২১শ অধ্যায়

৪ রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতং
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

৫ বৈ. সা, পৃ ৬

ভগবান্ হরির আরাধনা ব্যতীত একাগ্রতা আসিতে পারে না। ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া পরম তত্ত্বের পথে অগ্রসর হইতে হয়, কেবল জ্ঞানের দ্বারা ভগবান্‌কে জানিতে পারা যায় না। গীতাতেও এই কথাই বলা হইয়াছে। এই কারণে বৈষ্ণবসমাজে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র পঞ্চরাত্র বিশেষভাবে আদৃত।

পদ্মপুরাণ। ইহা সুবৃহৎ গ্রন্থ। সৃষ্টি ভূমি স্বর্গ পাতাল ও উত্তর এই পাঁচ খণ্ডে ইহা বিভক্ত। সৃষ্টিখণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণের বংশকথন রাজবংশানুকীর্তন পুষ্করতীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ভূমিখণ্ডে নানা তীর্থ ও ঋষিদের বিভিন্ন কাহিনী পাওয়া যায়; ইহাতে পৃথিবীর সপ্তদ্বীপবিভাগাদির কথাও বিবৃত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠলোকের বর্ণনাই স্বর্গখণ্ডের বিষয়; ইহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমধর্মের বিবরণ কার্তিক মাসের মাহাত্ম্যের সহিত বিবিধ আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। পাতালখণ্ডে নাগলোকের বর্ণনা শ্রীরামচন্দ্রের আখ্যান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও বিষ্ণুভক্তির মাহাত্ম্যাদি কীর্তিত হইয়াছে। উত্তর খণ্ডে শিব পার্বতীকে বিষ্ণুভক্তি বৈষ্ণবচিহ্নধারণ বিষ্ণুর অবতার বিষ্ণুমূর্তিনির্মাণাদি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। পুরাণখানি মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত[১]।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। শ্রীরূপ গোস্বামীর কৃত সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দার্শনিক গ্রন্থ। ভক্তিরসের আলোচনাই গ্রন্থখানির উপজীব্য। ইহা যেন উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের পূর্বভাগ। গ্রন্থটি পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর এই চারিভাগে বিভক্ত। পূর্ব বিভাগে চারিটি লহরী; প্রথম লহরীতে সামান্যভক্তি দ্বিতীয়ে সাধনভক্তি তৃতীয়ে ভাবভক্তি ও চতুর্থে প্রেমভক্তি। দক্ষিণভাগে পাঁচটি লহরী;—বিভাব অনুভাব, সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ও স্থায়ী ভাব। পশ্চিমভাগে পাঁচটি লহরী;—শান্তভক্তিরস প্রীতভক্তিরস প্রেয়োভক্তিরস বৎসলভক্তিরস ও মধুরাখ্যভক্তি-রস। উত্তর ভাগে নয়টি লহরী;—হাস্যভক্তি অদ্ভুতভক্তি বীরভক্তি করুণভক্তি রৌদ্রভক্তি ভয়ানকভক্তি বীভৎসভক্তি রসের মৈত্রীবৈরি-স্থিতি এবং রসাভাস। এই গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ২১৪১। গ্রন্থখানি ১৪৬৩ শকাব্দে (১৫৪১ খৃ) রচিত। ইহার তিনটি টীকা,—জীবগোস্বামি-কৃত 'দুর্গমসঙ্গমনী' মুকুন্দদাস গোস্বামীর কৃত 'অর্থরত্নাল্পদীপিকা' এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কৃত 'ভক্তিসার-প্রদর্শনী'। রূপ গোস্বামীর 'প্রৌঢ় পাণ্ডিত্যের সূক্ষ্ম রসজ্ঞানের ও তত্ত্বদৃষ্টির ছাপ'[২] রহিয়াছে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে। এই গ্রন্থ সরস ও বিশুদ্ধ ভজনের উপায়-প্রদর্শক। ভক্তিরূপা চিদ্‌বৃত্তির উদ্ভব ক্রমবিকাশ ও চরম পরিণতির এমন সর্বাঙ্গসুন্দর

---

১ দ্র. পদ্ম, সং. সা. ই, পৃ ১২৯, হি. ইন্. লি, পৃ ৫৩৬-৪৪

২ বা. সা. ই, পৃ ৮১

ইতিহাস বিরল। প্রথমে বৈধী ভক্তির সাহায্যে কোন্ প্রণালীতে অসংযত চিত্তবৃত্তি সংযত করা যায়, কি প্রকারে শ্রীভগবানে সুনির্মল রতির উদ্ভব হয় এবং সেই রতি কিরূপে রাগানুগায় পরিণত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনই একমাত্র কাম্য বলিয়া বোধ জন্মায়, এই গ্রন্থের ইহাই বিষয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ॥ সুপ্রসিদ্ধ পুরাণ গ্রন্থ। ইহা বৈষ্ণবসমাজে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার অসংখ্য হস্তলিখিত পুঁথি নানাস্থানে পাওয়া যায়; মুদ্রিত গ্রন্থও অসংখ্য; পণ্ডিতসমাজ ইহার বিবিধ টীকা রচনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে গ্রন্থখানির মূল্য অপরিমেয়। কাহারও কাহারও মতে, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণগুলির মধ্যে সর্বশেষ রচনা। কেহ কেহ বলেন, বিষয়ানুসারে গ্রন্থখানি বিষ্ণুপুরাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। ভাষার বিচারে এই দুইখানি পুরাণের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। অতএব বলা যায়, বিষ্ণুপুরাণের অনুসরণে শ্রীমদ্ভাগবত রচিত।

উইলসন বৈয়াকরণ বোপদেবকে ভাগবতের রচয়িতা বলিয়া মনে করেন। এই অনুমানের ফলে, ভাগবতের রচনাকাল ত্রয়োদশ শতক; কিন্তু দেখা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই গ্রন্থখানি বিপুল সমাদর লাভ করিয়াছে। গ্রন্থখানির প্রচার হইতে নিশ্চয় সময় লাগিয়াছিল। অতএব ইহার রচনাকাল এতদূর পিছাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। কেহ কেহ বলেন, দশম শতাব্দী ইহার রচনাকাল। রামানুজ (দ্বাদশ শতক) তাঁহার শ্রীভাষ্যে ভাগবতের কোনও উল্লেখ করেন নাই। তিনি বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ভাগবতের অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব এই, বিভিন্ন অঞ্চলে মুদ্রিত বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না; উপরন্তু, প্রাঞ্জল ভাষা বিদগ্ধ রীতি ও বিশিষ্ট অলঙ্কার প্রয়োগের জন্য গ্রন্থখানি সাহিত্যের আসনেও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দ্বাদশ স্কন্ধে ইহা সম্পূর্ণ। প্রায় ১৮০০০ শ্লোকে ইহার কলেবর। ইহাতে বিষ্ণুর অবতার-সমূহের বিস্তৃত বর্ণনা আছে এবং ভগবান্ বুদ্ধও বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বিষ্ণুর মাহাত্ম্যখ্যাপক বিবিধ কাহিনী ভাগবতে আছে। বিষ্ণুপুরাণের অন্তর্ভুক্ত ধ্রুবোপাখ্যান ও প্রহ্লাদচরিত্রের ন্যায় কাহিনীমালা ইহাতে দৃষ্ট হয়। নবম স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ে শকুন্তলাকাহিনী অতি সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। সম্ভবতঃ এই কাহিনীটি প্রাচীনতর কোনও সূত্র হইতে গৃহীত। দশম স্কন্ধ অতীব জনপ্রিয়। এই অংশপাঠে পাঠকের রসপিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণলীলা ইহার বর্ণনীয় বিষয়। গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাবর্ণনা এই অংশটিকে অধিকতর মধুর ও উজ্জ্বল করিয়াছে। ভাগবতের

দশম স্কন্ধ প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধে যদুবংশধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ এবং দ্বাদশ স্কন্ধে কলির আগমন ও সৃষ্টিবিলোপ বর্ণিত আছে[১]।

স্মৃতিশাস্ত্র॥ ধর্মশাস্ত্রগুলি 'স্মৃতি' বা 'সংহিতা' নামে অভিহিত। স্মৃতিগুলির মধ্যে মনুসংহিতা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা নারদসংহিতা বিষ্ণুসংহিতা পরাশরসংহিতা ইত্যাদি কুড়িখানি সংহিতা মূল স্মৃতি বলিয়া গৃহীত হয়। ইহা ব্যতীত বঙ্গদেশীয় দক্ষিণ ভারতীয় পশ্চিম ভারতীয় ও মিথিলার স্মৃতিনিবন্ধগুলিও উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানে রঘুনন্দন-কৃত 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব'-অনুসারে ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়[২]।

---

১ হি. ইন্. লি, পৃ ৫৫৪-৫৭

২ সং. সা. ই, পৃ ৩২৩, হি. ধ, খ ১, পৃ ৪১৬

নির্ঘণ্ট

॥ আকরগ্রন্থাবলী ॥

॥ প্রমাণপঞ্জী ॥

॥ বাঙ্গালা ॥

উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, শিবরতন মিত্র-সঙ্কলিত, সিউড়ী, ১৩৩৩

গোর্খ-বিজয়, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী, ১৩৫৬

চরিতাভিধান, উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সং, ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩১৮

চর্যাগীতি-পদাবলী, শ্রীসুকুমার সেন, সাহিত্যসভা, বর্ধমান, ১৯৫৬

চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯

চৈতন্যভাগবত, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, সিমুলিয়া, কলিকাতা, ১১নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৪ ফাল্গুনী পূর্ণিমা

চৈতন্যমঙ্গল, লোচনদাস, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, কলিকাতা, ১৩২০

জীবনীকোষ, শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, রেঙ্গুন, ১৩৩৬

তন্ত্র-পরিচয়, শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯

নরোত্তমবিলাস, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩০০

পদকল্পতরু, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় শাখা, সতীশচন্দ্র রায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২৫

পদকল্পতরু, পঞ্চম খণ্ড, সতীশচন্দ্র রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৩৮

পুঁথি-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী, ১৩৫৮

প্রবাসী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

প্রেমিক-গুরু বা প্রেমভক্তি ও সাধনপদ্ধতি, চতুর্থ সং, স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস, আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, যোরহাট, ১৩৩১

বঙ্গীয় শব্দকোষ, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিশ্বকোষ' ও 'স্যাক্সো' প্রেস, কলিকাতা, ১৩৪১-৫৩

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩১৩

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ, বর্ধমান, ১৩২১, কলিকাতা, বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩২২

বাঙ্গালা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য, শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪

বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম, ম. ম. প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সং, শ্রীসুকুমার সেন, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৩৫৫

বিবর্তবিলাস, অকিঞ্চনদাস, বেণীমাধব দে কর্তৃক বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৩৩২
বিশ্বকোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩০৯-১৮
বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৪
বৈষ্ণব-সাহিত্য, শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্তী, দি বুক কোম্পানী, কলিকাতা, ১৩৩২
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সং, কলিকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, ১৮৮৮
ভাষার ইতিবৃত্ত, শ্রীসুকুমার সেন, বর্ধমান-সাহিত্যসভা, চতুর্থ সং, ১৯৫০
মহাভারতের সমাজ, শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩
রসকদম্ব, কবিবল্লভ-বিরচিত, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য ও আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৩২
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২৩
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, বসন্তরঞ্জন রায়-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, কলিকাতা, ১৩১৭
শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৪৪
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, মাধবাচার্য-বিরচিত, বঙ্গবাসী সং, ১৩১০
শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত, নন্দকিশোর দাস, কমলাকান্ত প্রেস, কলিকাতা, ১২৯৯
শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য, প্রথম সং, শ্রীহরিদাস দাস, কলিকাতা, ৪৬২ চৈতন্যাব্দ
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত, তৃতীয় সং, ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-ভাণ্ডার, বালিগঞ্জ, কলিকাতা, ১৩৫৫-৫৯
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, জাহ্নবীচরণ ভৌমিক, প্রথম সং, দি বুক কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯২৮

॥ হস্তলিখিত পুঁথি ॥

গীতগোবিন্দ ভাষা, রসময়দাস, বিশ্বভারতীর পুঁথিসংখ্যায় ২৩৫৪, ২৮৫৩, ৪০৮৩

চৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ঐ ঐ ৭

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, ঐ ঐ ১৮৯৪

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী, রসময়দাস, ঐ ঐ ৫৯

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পয়ার, রসময়দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিসংখ্যায় ৫০৫৬

॥ সংস্কৃত ॥

উজ্জ্বলনীলমণিঃ, শ্রীরূপগোস্বামী, বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র, দ্বিতীয় সং, ১২৯৫ ; নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯১৩

ঋগ্‌বেদসংহিতা, মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৩

কূর্মপুরাণম্
পদ্মপুরাণম্
ব্রহ্মপুরাণম্ } পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, যথাক্রমে ১৩১১ ১৩১০, ১৩১৬

নৃসিংহপুরাণম্, গোপাল নারায়ণ কোম্পানি, বোম্বাই, ২য় সং, ১৯১১

বিষ্ণুপুরাণম্, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য-প্রকাশিত, কলিকাতা সরস্বতী যন্ত্র, ১৮৮২

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, শ্রীরূপগোস্বামী, বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র, চতুর্থ সং, ১৩৩১

মহাভারতম্, পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, ১৮২৬ শকাব্দ

রাসতত্ত্বম্, গোপাচন্দ্র আচার্য, মুক্তাগাছা রাজর্ষিভবন, ১২৩০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ-সম্পাদিত, ২১১ ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রালয়, কলিকাতা, ১৩২৯

শ্রীমদ্ভাগবতম্, পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, ১৩১০

শ্রীমদ্ভাগবতম্ প্রথমঃ স্কন্ধঃ—দ্বাদশঃ স্কন্ধঃ, শ্রীমৎ-পুরীদাস-সম্পাদিত, গৌড়ীয় মঠ সং, ১৯৪৫

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্, বসুমতী-সাহিত্যমন্দির, চতুর্থ সং, কলিকাতা, ১৩১৫

সাহিত্যদর্পণঃ, তৃতীয় সং, ছাত্রপুস্তকালয়, বাগবাজার, কলিকাতা, ১৯২৭

॥ ইংরাজি ॥

A HISTORY OF BRAJABULI LITERATURE, Sukumar Sen, Calcutta University, 1935

A HISTORY OF SANSKRIT LITERATURE, A. B. Keith, Oxford Clarendon Press, 1928

A HISTORY OF INDIAN LITERATURE, M. Winternitz, Calcutta University, 1927

Census 1951 West Bengal, District Handbooks, Nadia, A. Mitra, 1953

EARLY HISTORY OF THE VAISNAVA FAITH AND MOVEMENT IN BENGAL, Sushilkumar Dey, General Printers and Publishers Limited, Calcutta, 1942

HISTORY OF DHARMASASTRA, MM. P. V. Kane, B. O. R. I, Poona, 1930-53

THE POST CHAITANYA SAHAJIYA CULT OF BENGAL, Manindramohon Bose, Calcutta University, 1930

॥ পাঠ পাঠান্তর শুদ্ধি ॥

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠ	পাঠান্তর	শুদ্ধি
১	২	৪	মস্তক	সর্বাঙ্গে		
২	১	২৩	শ্রেষ্ঠ	শুন		
৩	২	১০	য়েক			এক
৫	২	১৮	কহে	যোগ		
৬	১	৪	কার্য্যে			কার্যে
৬	২	১৩	মনভৃঙ্গ			মনোভৃঙ্গ
৭	১	১	যেই			এই
৭	২	১৭	বচন	চরণ		
৮	১	৪	চেড়ি			চেড়ী
৮	১	১৬	তত্ত্ব	কভু		
৮	১	১৮	যেই			এই
৯	২	২	কৃষ্ণভক্তে			কৃষ্ণভক্ত্যে
৯	২	২	তারে	শাস্ত্রে		
৯	২	১৩	যেই			এই
১০	১	৭	কৃষ্ণভক্তে			কৃষ্ণভক্ত্যে
১০	১	১৪	সেই তারয়ে সংসার	এই শ্লোকের বিচার		
১০	২	১৯	জার			যার
১১	১	২৪	জাইব			যাইব
১২	২	১৪	জেই			যেই
১২	২	১৫	গো-বিপ্র			গো বিপ্র
১৩	১	২১	হার মন্দির			হরিমন্দির
১৩	২	৬	মন্বন্তরের	জন্মান্তরের		
১৩	২	২২	শুদ্ধ	শ্রদ্ধা		
১৪	২	২	করিল	কহি		
১৫	২	৫	বারে			বাড়ে
১৬	১	১০	স্বভাব	সে ভাব		

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠ	পাঠান্তর	শুদ্ধি
১৬	১	১৭	আথা করি		আজ্ঞাকরি	আজ্ঞাকারী
১৮	১	৮	একজনি			একজনী
১৮	২	৩	মোহন	মোদন		
১৮	২	১৫	জার			যার
১৯	১	২৫	যত্ন	জন্ম		
১৯	২	২	মত্তি-গ্রহণ			মত্তি গ্রহণ
১৯	২	১২	আকাজ্ক্ষা	ভাবিত		
১৯	২	২২	কামানুগা	রাগানুগা		
২০	১	৯	শুদ্ধ	সুহৃৎ		
২০	১	২১	তত্ত্বৎ	তত্ত্ব		
২০	১	২৬	নির্জনে	মরমে		
২১	১	৭	ভৎসর্ন			ভৎর্সন
২২	১	৮	অনুচরি			অনুচরী
২২	২	২২	বৈধীরাগ	রাগমার্গ		
২৩	১	৩	তু			ত
২৩	২	১৫	তাবৎ	ভাবের		
২৪	১	৯	আশক্তি			আসক্তি
২৪	১	১০	যেই			এই
২৪	১	১৩	শুনিল সন্ধ্যান্তে	শুনি শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে		
২৪	১	২৩	পূর্ণ মনোরথে নিত্য	মনোরথ পূর্ণ তার		
২৫	১	২	গোপন	পোষণ		
২৬	২	১৪	ভক্তিবান্		ভক্তিমান	ভক্তিমান্
২৭	১	১২	মত্ত বাড়ে	মগ্ন রাত্রি		
২৭	১	১৩	প্রেমোন্মত্ত	প্রেমী ভক্ত		
২৭	১	২৪	কিলকিঞ্চিৎ			কিলকিঞ্চিৎ
২৭	২	২	লক্ষণ	-ক্ষণ		
২৭	২	৬	সব	জন্মে		

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	স্থলে	পাঠ	পাঠান্তর	শুদ্ধি
২৮	১	১	নিজ শিরে	শিরোপরে		
৩৬		৭	আত্মাবমাননা			আত্মাবমাননা-শূন্য
৩৬		১৯	নির্ব্বাহক			নির্বাহক
৪৪		৮-২২				ইনি চৈতন্যদেবের পার্ষদ জগদানন্দ পণ্ডিত[1]।
৪৪		২৪ ২৫				নরহরি[2] নদীয়া রাজ-বংশের আদিপুরুষ ভট্ট-নারায়ণ হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ।

ক-পুঁথির নামপৃষ্ঠা :
শ্রীভক্তির্বল্লিক ১৮ পাত

---

১ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের উক্তি

২ Census 1951 (Nadia), p lxxviii

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

মূল্য ছয় টাকা